অবকাশরঞ্জিনী

[কাব্য]

দ্বিতীয় খণ্ড ।

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন প্রণীত ।

কলিকাতা ।

ক্যানিং লাইব্রেরী হইতে

শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক

প্রকাশিত

আর্য্যবার্ত্ত প্রেসে মুদ্রিত ।

মাঘ, ১২৮৪ সাল ।

সূচীপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

অবকাশরঞ্জিনী।

দ্বিতীয় ভাগ।

আবাহন।

১

উঠ, গিরিরাজ! মোহ পরিহরি',
শারদ অম্বর-নীলিমা-সাগরে
ছড়া'য়ে রজত-কিরণ-লহরী,
বঙ্কিম শারদ চন্দ্রমা বিহরে।
খেলি'ছে বিমল কিরণ-লহরী
শুভ্র মেঘে মেঘে তরঙ্গি' অম্বর
লহরে লহরে যায় ছড়াছড়ি
লবণাম্বুকণা তারকা নিকর।

২

"উঠ, গিরিরাজ! মোহ পরিহর,
দেখ একবার মেলিয়া নয়ন;
দেখ একবার শ্যাম কলেবর,
স্নিগ্ধ চন্দ্রিকায় শোভি'ছে কেমন!
দেখ একবার শোভি'ছে কেমন,
'রজত' 'কাঞ্চন' শৃঙ্গ মনোহর।
শোভি'ছে কেমন শোভার সদন
মানস-সরস, দক্ষিণ সাগর!

৩

"দক্ষিণ সাগরে ব্যাপিয়া সুদূরে,
কি চঞ্চল শোভা!—লীলা নীলিমার!
কি সুন্দর শোভা সুধাংশুর করে,
চঞ্চল সমীরে শ্যাম বসুধার!
সুধাংশুর করে এবে একাকার
শ্যাম বসুন্ধরা, সুনীল সাগর!
প্রকৃতির উত্তরীয় হার
[illegible] মধ্যে [illegible]শ্বেত বেলা মনোহর।

৪

"উঠ, [illegible]! উঠ, শৈলেশ্বর!

শারদ নক্ষীর চন্দ্রমা কিরণে
রজতমণ্ডিত খণ্ড জলধর
ভাসে কটিদেশে চল সমীরণে।
আহা! শরতের পূর্ণচন্দ্র জিনি'
পশ্চিম গগনে শোভি'ছে আমার
উমার বদন,—উমা ত্রিনয়নী
বৎসর অন্তরে আসি'ছে' আবার!

৫

"কত চন্দ্র আজি আকাশে উদয়,
দেখ হিমালয়, মেলিয়া নয়ন;
শারদ চন্দ্রিকা হইয়াছে লয়,
তপ্তকাঞ্চনাভা পূর্ণিত গগন!
তপ্তকাঞ্চনাভা উপর-গগনে!
তপ্তকাঞ্চনাভা মধ্য-মেঘজালে!
তপ্তকাঞ্চনাভা সাগর-দর্পণে!
তপ্তকাঞ্চনাভা বসুধা শ্যামলে!

৬

"বীরবালা মম, দানবদলনী!
দেখ, শৈলেশ্বর! দেখ নাহি তুমি
বহুদিন, আহা! সিন্ধু অতিক্রমি'

যে দিন যবন এ ভারতভূমি
প্রবেশিল, হায়, হইল সে দিন
যেই মূৰ্চ্ছা তব, ভাঙ্গিল না আর !
সপ্ত শত বর্ষ সেই মূর্চ্ছাধীন
রহিয়াছ !—নেত্র মেল একবার !

৭

“ বীরবালা মম, দানবদলনী,
রণরঙ্গে বাছা রঙ্গিণী সতত,
দশভুজারূপে আসি’ছে অবনী,
দশভুজে দশ দিক পরিণত।
ত্রিনেত্রে ত্রিকাল ; অনন্ত শকতি
যুগল বাহনে ; বামাঙ্গুষ্ঠমূলে
প্রমত্ত অসুর, ভীষণ মূরতি,
বিদীর্ণহৃদয় বিশাল ত্রিশূলে।

৮

“ দক্ষিণ চরণে বিক্রমী কেশরী
বমদ্রক্ত-ধারা-বিশাল-কবলে
আক্রমি’ অসুরে,—রণোন্মত্ত অরি,—
সংহারক মূৰ্ত্তি মত্ত ক্রোধানলে !

হেন মহাশক্তি দলিয়া চরণে,
বিরাজে পার্ব্বতী—শক্তিবিহারিণী ;
ত্রিভঙ্গ মূরতি, পূর্ণেন্দুবদনে
ভাসে মহিমার হাসি সৌদামিনী।

৯

"মা'র এইরূপে, আহা মরি মরি,
কি অপূর্ব্ব শোভা হ'য়েছে মিশ্রিত,—
অর্দ্ধ রণচণ্ডী, অর্দ্ধ রাজেশ্বরী,
অনলে অমৃত হ'য়েছে মণ্ডিত।
ভুবন ঈশ্বরী গিরিজা আমার,—
মাথায় মুকুট, পাশাঙ্কুশ-কর ;
রণরঙ্গিণীর অলসে আবার
অন্য করে খড়্গ, চক্র, ধনুঃশর।

১০

"উত্তরে ভারতী—রজতবরণা,
মানস-সরস-পঙ্কজবাসিনী,
বেদমাতা, করে শোভে চারু বীণা,
সঙ্গীত সাহিত্য-শাস্ত্র-প্রসবিনী।
দক্ষিণে কমলা, কমল-আসনা,
শোভে করে পদ্মে সোণার কমল,

ঐশ্বর্য্যরূপিণী, কণকবরণা,
সচঞ্চল যেন পদ্মপত্র-জল।

১১

" তা'র দুই পাশে কুমার, গণেশ।
জ্ঞানেশ গণেশ, জ্ঞান-অবতার;
জীবন্ত আদর্শ! বিজ্ঞানের শেষ!—
মূষিকের পৃষ্ঠে ঐরাবত-ভার!
অন্য দিকে বাঁধা সৌন্দর্য্য-আধার
সুর-সেনাপতি শিখণ্ডিবাহন,
করে পূর্ণচাপ, পৃষ্ঠে তূণভার,
রূপে রতিপতি—মানসমোহন।

১২

" ঊর্দ্ধে উমাপতি বৃষভবাহন,
নিমজ্জিত দেব তপস্যাসাগরে;
অনাদি, অনন্ত, সৃষ্টির কারণ,
সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ভাবি'ছে' অন্তরে।
মরি কি প্রতিমা!—অনন্ত শকতি,
অনন্ত বীরতা, অনন্ত বিভব,
[illegible] বুদ্ধি, রূপ, প্রেম, যোগরতি,
[illegible], মরি, পরিপূর্ণ সব!

১৩

" এইরূপে আজি বৎসর অন্তরে,
আসি'ছেন উমা দেখিতে তোমায় ;
উঠ, গিরিরাজ ! এইরূপে প'ড়ে,
আর কত কাল রহিবে মূর্চ্ছায় ?
উঠ, গিরিরাজ ! এই চন্দ্রালোকে,
উমার প্রতিমা দেখ একবার,
কে আছে জগতে, সুখে, দুঃখে, শোকে,
এইরূপে চিত্ত জুড়া'বে না যা'র ?

১৪

" আহা মরি, কিবা স্বর্গীয় সঙ্গীতে,
নন্দন-সৌরভে, সুরভি সমীরে
নামি'ছে প্রতিমা ধীরে অবনীতে,
যেন উল্কাখণ্ড নামিতেছে ধীরে !
স্বর্গে দেবগণ দেয় জয়ধ্বনি,
নক্ষত্র, তারকা করে বরিষণ,
মর্ত্যে মহোৎসবে ভাসি'ছে অবনী,
উঠি'ছে গগনে আনন্দ-নিক্কণ !

১৫

" তুই আনন্দের স্রোত-সন্ধিস্থলে,

কেমনে অচল আছ, হিমালয় ?
ওই উমা অবতীর্ণা হিমাচলে,
উঠ, প্রভু, আর বিলম্ব না সয়।
দক্ষবিনাশন জামাতা তোমার,
(ভুলিলে কি পূর্ব্ব কাহিনী সকল ?)
যোগ্য আবাহন না হ'লে তাঁহার,
প্রজ্জ্বলিত হ'বে ক্রোধ-দাবানল।

১৬

" ওই মা আমার অবতীর্ণা দ্বারে,
ত্রিদিবের শোভা, হায় রে, ভূতলে ;
এস এস, ও মা ! বল না আমারে,
হিমপুরী ছাড়ি' কেন বিল্বমূলে ?
পাষাণের মেয়ে, আপনি পাষাণী,
কেমনে থাক, মা, একটি বৎসর
ভুলিয়া মায়েরে ? এ পাপ পরাণি
পাষাণ বলিয়া না হয় অন্তর।

১৭

" হায়, মাতা ! এই একটি বৎসর
থাকি, বাছা ! তোর পথ নিরখিয়া
অচলার মত ; হায়, নিরন্তর

অচল মস্তক আবেশে রাখিয়া
যোগনিদ্রাগত গিরীশ-হৃদয়ে,
নিশ্বাসি' ঝঞ্ঝায়, কাঁদি বরিষায়,
(শত অশ্রুধারে তিতি হিমালয়ে,)
জ্বলি মনস্তাপে নিদাঘ-জ্বালায়।

২৮

" কত সাধ তব শুনি সমাচার,—
কিন্তু অভাগীরে কে দিবে বলিয়া ?
আপনি অচলা ; জনক তোমার
অচল-ঈশ্বর ; গগন ব্যাপিয়া
মহামহীরুহ তব ভ্রাতৃগণ,
অচল, অটল ;—পড়িবে ভাঙ্গিয়া
ভীম উৎপীড়নে, তথাপি কখন
একপদ তা'রা যা'বে না সরিয়া।

১৯

" ভগ্নীগণ তব কোমলা বল্লরী,
না পারে দাঁড়া'তে আশ্রয় বিহনে ;
হেন অবলারে বল না, শঙ্করি,
এত দূরপথে পাঠাই কেমনে ?
তব অকুশল জানি অসম্ভব,

জানি তুমি সর্ব্বমঙ্গলা আপনি,
তবু অভাগীর পরাণ নীরব
কাঁদে—মা'র মন,—দিবস রজনী।

২০

" কি দুঃখে, মা, তোর মেনকা গর্ব্বিণী
থাকে ? ও মা তত্ত্ব না লও তাহার
মহামায়া তুমি, কিন্তু, ত্রিনয়নি,
মা'র প্রতি মায়া নাহি, মা, তোমার।
কি দুঃখে যে বাঁচে জননী তোমার,
বলিব কেমনে ? যায় নাহি প্রাণ
শিখরী বলিয়া,—তাহাতে আবার
চাপা আছে বুকে কঠিন পাষাণ।

২১

" জান এই সপ্ত-শত-বর্ষ, হায়,
মহাধ্যানে মগ্ন জনক তোমার ;
কত কাল আর বল না আমায়
র'বে এই নিদ্রা ?—ভাঙ্গিবে কি আর ?
আছে কি না আছে জীবন তাঁহার
বুঝিতে না পারি,—চিহ্নমাত্র, হায় !

সমীরে সুদীর্ঘ নিশ্বাস সঞ্চার,
অশ্রু দুই ধারা গঙ্গা যমুনায়!

২২

"কত যত্ন, তবু হ'ল না চেতন,
ঢালিয়াছি শিরে তুষার শীতল;
মানস সরসে প্রক্ষালি' চরণ,
সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্রে বহে অবিরল।
রাখিয়াছি বক্ষঃ জলদে মাখিয়া,
সমাবৃত বপুঃ পল্লবে পাষাণে,
তথাপিও নাহি উঠিলা জাগিয়া,
না মানে প্রবোধ অবোধ পরাণে।

২৩*

"হায় রে সে দিন ভারত যখন
'বরদা-বিপ্লবে' হ'ল অন্ধকার;
দিগ্‌দিগন্তরে ভাসিয়া জীবন,
বিনা মেঘে হ'ল বিজলি-সঞ্চার!
উঠিল সে দিন যেই হাহাকার
আসমুদ্রগিরিভারত যুড়িয়া;
শুনি' সেই ধ্বনি, শুধু একবার
ঝটিকা-নিশ্বাস ছাড়িলা কাঁপিয়া।

২৪*

" . . দিন উছলি' নয়নের জল
যমুনা জাহ্নবী শত স্রোত ধারে
নামিল সাজা'য়ে শ্যাম-বক্ষঃস্থল,
অৰ্দ্ধেক ভারত প্লাবিয়া আসারে ;
সে নীরব শোকে, নীরব-রোদনে,
জানিলাম নাথ আছেন জীবিত ;
কিন্তু কত কাল কঠোর এমনে,
যোগ-নিদ্রা কবে হ'বে অন্তর্হিত।

২৫

" রাজার বিহনে রাজ্য ছারখার,
'ধবল', 'কাঞ্চন' শেখর যুগলে,
রজত, কাঞ্চন, ভাণ্ডার আমার
পড়েছে ছড়'য়ে ; ভ্রমে দলে দলে
গজ, অশ্ব সাদীনিষাদীবিহনে ;
পশুপক্ষিশালা ভাঙ্গিয়া বেড়ায়
যত জীবগণ ; বলিব কেমনে,—
পদানত সিংহ উঠেছে মাথায় !

* এই দুইটি শ্লোক প্রাকৃতিক ঘটনা লক্ষ্য করি' লিখিত হইয়াছিল।

২৬

" জান কত শত যুগযুগান্তর,
রত্নাকর সনে যুঝি' অনিবার,
উদ্ধারিলা রণজয়ী শৈলেশ্বর
রত্নপ্রসবিনী ভারত আমার।
রত্নাকর সর্ব্ব-উৎকৃষ্ট-রতনে
গঠিত তাহার শ্যাম কলেবর।
নাহি, হায়, এই মরত-ভবনে
একাধারে এত শোভা মনোহর।

২৭

" মহাবেগে সিন্ধু মানি' পরাজয়,
সোণার ভারত দিয়া উপহার,
কহিল শপথি' :—ক্লান্ত-ফেণময়,—
'এই শ্বেত বেলা লঙ্ঘিব না আর।
আদেশিলা অদ্রি ঈশ্বর তখন :
'সিন্ধো ! এই সন্ধি হ'ল তব সনে,
মহাগড়ে বেলা করিয়া বেষ্টন,
রক্ষিবে ভারতে দক্ষিণে আপনে।

২৮

" মহাদুর্গ করি' আপনি উত্তরে

বহিলাম আমি ; রাখিও স্মরণ,
রাখিলাম দৃষ্টি তোমার উপরে,
তব লীলাবর্ত্ত করিব দর্শন।
সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র, উত্তরে, পূরবে
র'বে পর্য্যটক প্রহরীযুগল,
একটি মুহূর্ত্ত দাঁড়া'য়ে না র'বে,
রক্ষিবেক সীমা ভ্রমি' অবিরল।'

২৯

" কিন্তু অবিশ্বাসী পশ্চিম-প্রহরী
গোপনে যুনানী যবন-তস্করে
কত বার নিজ বক্ষে পার করি'
করা'ল প্রবেশ ভারত-ভিতরে ;
সেই দস্যু-স্রোতে নিল ভাসাইয়া
কত রত্ন, শোভা, বলিব কেমনে ?
কিন্তু সেই স্রোতঃ দিল ফিরাইয়া,
সম্মুখ-সমরে বীর-পুত্রগণে।

৩০

" হায় ! গৃহছুরি কাটে গৃহ যদি,
দেবেও না পারে রক্ষিতে তাহারে ;
বিশ্বাসঘাতক সিন্ধু নিরবধি,

অন্বেষিয়া গৃহছিদ্র দুরাচারে,
আনিল ভারতে পুনঃ দস্যু-দল,
অন্তর্বিগ্রহে শ্রান্ত দিল্লীশ্বরে
যুঝিল একাকী,—হইল উজ্জ্বল,
যবনের 'অর্দ্ধচন্দ্র'* থানেশ্বরে।

৩১

" দেখিয়া নগেন্দ্র হইলা মূর্চ্ছিত,—
বজ্রাঘাতে যেন। বহুদিন পরে
ভীম-ভূকম্পনে পাইয়া সম্বিত,
বলিলা জীমূত-মন্দ্র ভয়ঙ্করে :
'শৈলেন্দ্রাণি! আমি মেলিয়া নয়ন
বিধর্ম্ম পতাকা দেখিব না আর,
হ'বে ভারতের যেই নির্য্যাতন
আজি হ'তে,—প্রাণে স'বে না আমার

৩২

" ভারতের তরে আজি যোগাসনে
বসিলাম, দেবি! উদিলে আবার
অস্তমিত রবি ভারত-গগনে,
সেই দিন ধ্যান ভাঙ্গিবে আমার।'

* যবনের জাতীয় পতাকা।

সপ্ত শত বর্ষ হ'তেছে অতীত,
নাহি চিহ্নমাত্র এখনো তাহার ;
বল, উমা ! সে কি চির অস্তমিত ?
ভারতের ভাগ্যে অনন্ত আঁধার ?

৩৩

" হইতেছে নিশি ক্রমে গাঢ়তর।
গেল যবনেরা ; কিন্তু পারাবার
চির অবিশ্বাসী, নির্দ্দয় অন্তর,—

* * * *
* * * *
* * * *
* * * *
* * * *
* * * *
* * * *
* * * *
* * * *
* * * *
* * * *
* * * *
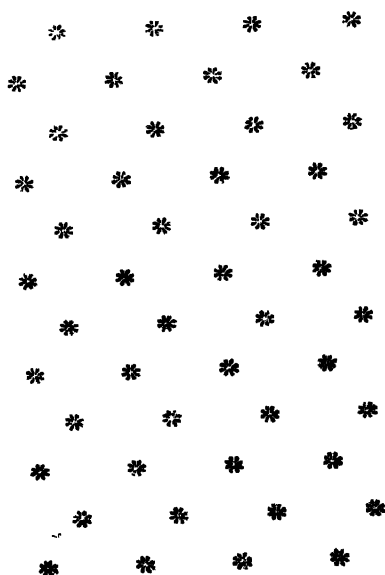
৩৪

"তিন দিন মাত্র পাইয়া তোমায়,
পূর্ব্ব স্মৃতি তা'র উঠে উছলিয়া,
পূজে ফল পুষ্পে : পাইবে কোথায়
পূজিবারে সেই রত্নরাশি দিয়া ?
কাটে মহাসুখে এই তিন দিন
আনন্দ উচ্ছ্বাসে ভুলি' দুঃখ-ভার ;
আনন্দ উল্লাস হইলে বিলীন
দশমীতে, পুনঃ দেখে কারাগার।

৩৫

"যাও, উমা ! তবে দুঃখিনীর ঘরে,
শারদ সপ্তমী হ'তেছে প্রভাত :
দেখ, মা ! অরুণ পূরব অম্বরে
কি আনন্দ-রেখা করিতেছে পাত !
বাজি'ছে ভারতে প্রভাত আরতি ;
উঠি'ছে আকাশে আনন্দ নিক্কণ ;
বৎসর অন্তরে যাও, হৈমবতি,
দুঃখিনী ভারত জুড়া'ক জীবন।"

৩৬

এস হৈমবতি, এস মা ভারতে,

বঙ্গকবি, মাতা! করে আবাহন;
এস মা, ভারতে কল্পনার রথে,
দশভূজারূপে উজলি' গগন।
উঠ, বলহীন ভারত-সন্তান!
পূর্ণজ্ঞানালোকে কর দরশন,
হ'তেছে ভারতে দেখ অধিষ্ঠান
মহাশক্তি; উঠ, কর আবাহন।

এক দিন।

১

এক দিন,—প্রিয়তমে! আছে কি স্মরণ?
নহে বহু দিন গত, এই জনমের মত
পেয়েছিনু এক দিন যে সুখ-রতন,
এ জনমে আর নাহি পাইব তেমন।

২

কার্য্যস্থান হ'তে অতি ক্লান্ত কলেবরে,
প্রায় অবসন্ন-প্রাণে, দীর্ঘ দিবা অবসানে
আসিয়াছি, শ্রমে ভারি বিষণ্ণ অন্তরে;—
অস্ত যায় দিনমণি অমল অম্বরে।

৩

হায়! ওই অস্তাচল-বিলম্বী ভাস্কর
কত বাঙ্গালির সুখ, মূর্ত্তিমান চিরদুখ,
দেখে সদা, মসিজীবী হতভাগা নর,
সারাদিন খেটে যবে ফিরে আসে ঘর।

৪

তেমনি বিকল অঙ্গে, এক দিন, হায়!
কর্ম্ম-ক্ষেত্র পরিহরি' মসিযুদ্ধ শেষ করি'
আসিয়াছি,—সে যে দুঃখ, কহা নাহি যায়,
বঙ্গকর্ম্মচারী বিনে কে জানে ধরায়?

৫

নাহি প্রবেশিতে পর্ণ-কুটীরের দ্বার,
"আজি এত দেরি কেন, মলিন বদন হেন,
বল নাথ?" শুনিলাম, দেখিলাম আর
প্রেমের প্রতিমা খানি সম্মুখে আমার।

৬

সুশীতল সুবাসিত বাসন্ত অনিল,
সুকোমল পরশনে, পরিমল বিতরণে,
সরস মধুরে যথা জাগায় কোকিল,
সঙ্গীত-মোহিত করি' কানন অখিল;

৭

তথা বীণা-বিনিন্দিত সুমধুর স্বর
ছুঁইল অজ্ঞাতসারে হৃদয়ের প্রেমতারে,
শ্লথ হৃদয়ের যন্ত্র বাজিল সত্বর,
নাচিতে লাগিল রক্ত ধমনী-ভিতর।

৮

ঘূরিল নয়নে ধরা, ঘূরিল গগন,
দুই বাহু প্রসারিয়া, জুড়াতে তাপিত হিয়া,
হৃদয়ে হৃদয়-নিধি করিনু স্থাপন,
কাঙ্গাল পাইল যেন কুবেরের ধন।

৯

জগতমোহিনী হাসি ভাসিল বদনে,
অধর অমৃতাধার বর্ষিল পীযূষাসার,
মৃত-সঞ্জীবনী-সুধা পশিল মরমে,
ঝরিল শীতল ধারা দাবদগ্ধ বনে।

১০

বঙ্গ-কুল-নারী ফুল্ল সলজ্জ কমলে
যদি এই সুধাসার না থাকিত অনিবার,
নিবাইতে রোগ শোক দারিদ্র্য-অনলে,
বাঙ্গালির সুখ কোথা থাকিত ভূতলে!

১১

ফুটে বঙ্গ অন্তঃপুরে যে কত কামিনী,
তা'র কি তুলনা হয় উদ্যান কুসুমচয়,
প্রত্যেক বাতাসে যা'রা হয় কলঙ্কিনী ?
দুঃখী বঙ্গবাসিদের রমণীই মণি।

১২

তুমুল ঝটিকা শেষে কূলে আগমন,
শান্তি সমরের শেষ, শ্রমশেষে নিদ্রাবেশ
নহে তত প্রীতিকর, দিনান্তে যেমন
দুঃখী বঙ্গবাসিদের প্রিয়া-সম্মিলন।

১৩

সেই দিন—সেই সুখ—আবার—আবার
পড়িতেছে মনে, প্রিয়ে! তোমারে হৃদয়ে নিয়ে
বলেছিনু, পড়ে মনে?—"প্রেয়সি! আমার,
আমার মতন সুখী কেহ নাহি আর।"

১৪

সেই দিন,—প্রিয়তমে! থাকিবে স্মরণ,
জীবন হইবে গত, কিন্তু জনমের মত
পেয়েছিনু এক দিন যে সুখ রতন,
ধরাতলে আর নাহি পাইব তেমন।

ঝুমিয়া জীবন।*

১

নিবিড় কানন; নেত্র যে দিকে ফিরাই,—
অনন্ত পাদপ-শ্রেণী, লতাগুল্মবন।
অভ্রভেদি-গিরি-শিরে,

---

* চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য অঞ্চলে "ঝুমিয়া" নামক এক প্রকার অসভ্য মগ জাতি আছে। ইহারা "কুকি" বা "লুসাই" দিগের ন্যায় ততদূর হিংস্র জন্তুর মধ্যে পরিগণিত নহে, অথচ বাঙ্গালীদের ন্যায় ততদূর সভ্যও নহে। ইহারা বৎসর বৎসর বাসস্থান পরিবর্ত্তন করে; যে বৎসর যেখানে অবস্থিতি করিবে, স্ত্রীপুত্র একত্র হইয়া সেইখানের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া, তাহাতে আগুন দিয়া এক প্রকার "খাণ্ডবদাহন" করিয়া ফেলে। পরে ধামার (একপ্রকার কাটারি বিশেষ) দ্বারা ক্ষুদ্র গর্ত্ত করিয়া এক গর্ত্তে আলু, কচু, তরমুজ প্রভৃতি নানাবিধ বীজ রোপণ করে। পর্ব্বতের এমনই উর্ব্বরা শক্তি যে, ইহাতেই প্রচুর পরিমাণে ফসল হইয়া থাকে। কোন বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি, ইহাদের মধ্যে বিশুদ্ধ দাম্পত্য প্রেম আছে, এমন কি, এক দিনের তরেও কখন মুখ ম্লান হয় না। একত্র শয়ন, একত্র ভ্রমণ, একত্র আহার, এমন কি, যেন দুই কলেবরে এক জীবন বলিয়া বোধ হয়। ইহারা স্বাধীন, সম্প্রতি ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ইহাদের উপর রাজ্য স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে সভ্য করিতেছেন।]

কোথা নীল নদীতীরে,
জলে, স্থলে, কি গহ্বরে—নিবিড় কানন।

২

ব্যাপিয়া নয়ন-পথ পর্ব্বতলহরী
উত্থিত আকাশে,—এই পাতালে পতিত;
এইরূপে উঠে পড়ে,
নরভাগ্য চিত্র করে,
দূরে নীল মেঘে নেত্র করে প্রতারিত।

৩

গম্ভীর প্রকৃতি-মূর্ত্তি; মহীরুহচয়,
বিজনে গম্ভীর ভাবে আছে দাঁড়াইয়া;
দীর্ঘ শাখা প্রসারিয়া,
গিরিশৃঙ্গ আবরিয়া,
শ্যামল পল্লবে, মরি, নয়ন রঞ্জিয়া।

৪

শ্যামল পল্লবময় চন্দ্রাতপ-তলে,
নিদাঘ মধ্যাহ্নতাপে, কুরঙ্গিণীগণ
স্বনাথ কুরঙ্গ-সঙ্গে
অলস অবশ অঙ্গে;
ময়ূর ময়ূরী ডালে মুদ্রিতনয়ন।

৫

সেই দৃঢ় আলিঙ্গনে কানন-বল্লরী
বেষ্টিয়াছে প্রেমভরে দীর্ঘ তরুবর,
বিচ্ছিন্ন করিতে তা'রে
প্রভঞ্জন নাহি পারে,
আরণ্য প্রণয়, মরি, অতি মনোহর।

৬

ততোধিক মনোহর—ওই তরুতলে,
ভূতলে "জুমিয়া" ওই করিয়া শয়ন,
পাশে বসে প্রণয়িণী,
শৈলসুতা গৌরাঙ্গিনী,—
ততোধিক মনোহর তা'দের জীবন।

৭

মূর্ত্তিমতী সরলতা জুমিয়া রমণী,
সরল বচন, আহা, সরল দর্শন,
সরল মধুর হাসি,
সরল সৌন্দর্য্যরাশি,
অকৃত্রিম সরলতাপূরিত জীবন।

৮

সুবর্ণদর্পণ-সম, অতি সমুজ্জ্বল,

শোভে অর্দ্ধ-অনাবৃত চারু বক্ষঃস্থল,
স্থগোল নিটোল ভুজ,
চারুনেত্র নীলাম্বুজ,
চন্দ্রের কলঙ্ক, নত-নাসিকা কেমন।

৯

সরল বদরীলাম্ব দীর্ঘ কেশরাশি;
বিন্যস্ত কর্ণের রন্ধ্রে, স্থন্দর খোঁপায়
শোভে বনপুষ্পগণ,
বিনা এই আভরণ,
রত্ন হৈম অলঙ্কার চিনে না বামায়।

১০

এইরূপে বনদেবী, বসি' পতি-পাশে,
কার্পাসে কর্কশ বস্ত্র বুনে বিনোদিনী,
স্থবর্ণ অঙ্গুলি চয়,
—কিন্তু কোমলতা ময়,—
নাচে তন্ত্র যন্ত্রে, নীচে গায় কল্লোলিনী।

১১

কাছে শুয়ে প্রাণেশ্বর, দেখে প্রেমভরে,
মন্দ সমীরণে যথা চম্পক কুস্থম,
তেমতি প্রিয়ার কর,

নাচিতেছে নিরন্তর,
হাসিতেছে পতিপ্রেমে পর্ব্বত-প্রসূন।

১২

কভু কার্য্য অন্তরালে পতিমুখপানে
নিরখিতে বিনোদিনী সতৃষ্ণ নয়নে,
ভুলিয়াছে তন্ত করে,
দেখি বামা লাজ ভরে,
চাহে প্রাণেশের পানে, সস্মিত নয়নে।

১৩

কুটিল কটাক্ষপূর্ণ নহে সে দর্শন;
নহে সে সরল হাসি কুটিলতাময়।
মোহিল জুমিয়া মন,
হাসিয়া সে সেইক্ষণ,
চুম্বিল প্রিয়ার মুখ—অমৃত-আলয়।

১৪

সভ্যতার অসভ্যতা সহিতে না পারি,
পবিত্র দাম্পত্যপ্রেম—অপার্থিব ধন,
ছাড়া'তে সভ্যতা-দায়,
পশেছে অরণ্যে, হায়!
প্রেমের আবহ ওই জুমিয়া জীবন।

১৫

পতিপত্নী একচিত্ত, একই জীবন ;
উভয় জীবন-স্রোতঃ মিলাইয়া ঝরি,
গঙ্গা যমুনার মত,
এক অঙ্গে পরিণত,
একই বিমল স্রোতে বহে নিরবধি।

১৬

দিবসযামিনী, বন-কপোত যেমন,
একত্র আহার, বনে একত্র ভ্রমণ,
একত্র প্রবেশি' বন,
কাটে "জোম," দুই জন,
একত্র ফিরিয়া মঞ্চে একত্র শয়ন।

১৭

নাহি ভবিষ্যত চিন্তা, অভাবের ভয় ;
অনন্ত পার্ব্বত্য রাজ্য স্বর্ণপ্রসবিনী
অতি অল্প পরিশ্রমে,
যোগায় জুমিয়াগণে,
আহার্য্য সামগ্রীচয় ;—ভার্য্যা গৌরাঙ্গিনী।

১৮

পর্ব্বতবিহারী ওই সমীরণ মত,

স্বাধীন জুম্মিয়াগণ ; যথা ইচ্ছা হায় !
প্রাণের প্রেয়সী সনে
বেড়ায় নিবিড় বনে ;
সুখের সাগরে চিত্ত-তরণী ভাসায়।

১৯

বিদ্যার বিমল জ্যোতিঃ তা'দের নয়নে,
দুরাকাঙ্ক্ষা-মরীচিকা করেনি সৃজন।
সুখের তৃষ্ণায়, হায় !
কভু নাহি ছুটে যায়,
আশা-কুহকিনী মন্ত্রে হইয়া মগন।

২০

নাহি ভূত, ভবিষ্যত, তাদের নয়নে,
সুখ নির্ঝরিণীস্রোতঃ সদা, বর্ত্তমান ;
না বুঝে সময়-গতি,
সদা সুপ্রসন্ন মতি,
থাকে সুখে, প্রকৃতির প্রকৃত সন্তান।

২১

প্রিয়াকরবিনিঃসৃত সুরা করি' পান,
ওই ক্ষুদ্র মঞ্চে সুখে করিয়া শয়ন,
কাটে কাল মন-সুখে,

প্রেয়সী লইয়া বুকে,
অকৃত্রিম ভালবাসা জুমিয়া জীবন।

২২

পশ্চিম সভ্যতা-স্রোতঃ! থাক দাঁড়াইয়া,
ক্ষমা কর, হইও না আর অগ্রসর,
বাঙ্গালীর সুখালয়
ভাসাইয়া, হে নির্দ্দয়!
পূরিল না তথাপি কি তোমার উদর?

২৩

নাহি কাজ প্রবেশিয়া অরণ্য ভিতরে,
কলুষিত করি' এই গহন কানন,
নাহি কাজ সভ্যতায়,
কে বল সভ্যতা চায়,
অসভ্যতা যদি, আহা, সুখের এমন?

২৪

ইচ্ছা হয়, হায়, ওই জুমিয়ার সনে
বিনিময় করি এই বাঙ্গালী-জীবন;
শু'য়ে ওই ধরাতলে,
ল'য়ে প্রিয়া বক্ষঃস্থলে,
লভি স্বর্গ সুখ,—ওই জুমিয়া জীবন।

আর্য্য-দর্শন।

১

"আর্য্য!"—আজি এ ভারতে,
নিষ্ঠুর! এনাম কেন ধ্বনিলে আবার?
মরুভূমে পিপাসায়,
যে জন জ্বলি'ছে, হায়!
"সুশীতল জল" কাণে কেন কহ তার?
কেন মৃগ-তৃষ্ণিকার কর আবিষ্কার?

২

"আর্য্য!"—মোহান্ধ যুবক!
নিশীথ নিদ্রায় তুমি দেখেছ স্বপন;
পুনর্ব্বার নিদ্রা যাও,
যদ্যপি শুনিতে পাও,
এই মধুময় নাম—সুদূর-স্মরণ!
নিশ্চয়, যুবক! তুমি দেখেছ স্বপন।

৩

স্বপন না হবে যদি,—
অনন্ত সময়-গর্ভে যেই নাম, হায়!
অকালে হইয়া লয়,
আজি তদুপরে বয়,

দ্বিতীয় লহরী দর্পে কাঁপায়ে ধরায়,
সেই নাম আজি তুমি পাইলে কোথায় ?

৪

ইতিহাসে ?——অবিশ্বাস !
ইতিহাস নহে,—অনুমানের সাগর !
তবু ইতিহাসে কয়,
এই সেই আর্য্যালয়,
আমরা সে বীর্য্যবান আর্য্যের কুমার ;
চন্দ্রসূর্য্যবংশে, এই জোনাকি সঞ্চার ?

৫

না, না,—এ যে অসম্ভব !
অসম্ভব,—এই সেই আর্য্যাবর্ত্ত নহে ;
কুরুক্ষেত্র মহারণ,
হ'ল যথা সংঘটন,
সেই আর্য্যাবর্ত্ত—কেন করিব প্রত্যয়—
একটী ইংরাজ-ভয়ে কম্পিত হৃদয়।

৬

ছিল যেই—পুণ্যভূমি ;
অনন্ত-ঐশ্বর্য্য-খনি,—প্রাচুর্য্য-ভাণ্ডার ;
যাহার মলয়ানিলে,

যাহার জাহ্নবী জলে,
বহিত, ভাসিত, চির-আনন্দ অপার,
আজি তথা দুর্ভিক্ষের ধ্বনি হাহাকার!

৭

এই নহে আর্য্যাবর্ত্ত;
আমরাও নহি সেই আর্য্যের কুমার;
তাহাদের বীর্য্য-বল,
ছিল যেন দাবানল,
পৃষ্ঠে তূণ, করে ধনু, কক্ষে তরবার;
আমাদের—অশ্রুজল, হংসপুচ্ছ সার!

৮

কি দোষে না জানি, হায়!
বিধাতার কাছে দোষী আমরা সকল,
তেজোহীন, বীর্য্যহীন,
ততোধিক পরাধীন;
আমাদের—হায়! কোন্ পাপের এ ফল?
করে ভিক্ষা-পাত্র,—কণ্ঠে দাসত্ব-শৃঙ্খল।

৯

হায়! ওই দীন, হীন,
অনন্ত-বিষাদ-ভাণ্ড—ভারত-সন্তান,

বসি' শ্বেতপুচ্ছ করে,
খেদ সহ অশ্রুঝরে ;
কহিও গো তা'র কাণে এই আর্ত্তনাদ,
বিষাদ সাগরে তা'র উঠিবে তুফান !

১০

ওগো কর্ত্তা !—বল নাথ !—
সর্ব্ব শক্তিমান্ তুমি, তবে কি কারণ,
প্রত্যেক পবনঘায়,
উঠিতে পড়িতে, হায় !
এই ক্ষুদ্র বালি রাশি করিলে সৃজন ?
আর্য্য বংশে কুলাঙ্গার—কলঙ্ক-অর্পণ ?

১১

শুনেছি মঙ্গলময়
তুমি নাথ, তুমি নাথ দয়ার নিদান ;
হতভাগ্য হিন্দুচয়
'সৃজি', ওহে দয়াময় !
জগতের কি মঙ্গল করিলে বিধান ?
দুর্ব্বল পতঙ্গে করি অনলে প্রদান ?

১২

বিদরে হৃদয়, নাথ !

বল, হায়, কি মঙ্গল করিলে সাধন?
তীব্র আর্য্য বংশ রবি,
বাল্মীকি কল্পনা-ছবি,
অনন্ত রাহুর গ্রাসে করিয়া অর্পণ?
এই গ্রাস মুক্ত, নাথ! হবে কি কখন?

১৩

হায়! যেই আর্য্যনাম
আছিল জগতপূজ্য;—আছিল অচল,
অটল হিমাদ্রি সম,
সিন্ধু জিনি' পরাক্রম,
আজি সে বাতাস-ভরে করে টলমল,
আজি সেই নাম ওই পদ্ম পত্রে জল!

১৪

বৃথা তবে, প্রিয়বর!
নাহি আর্য্য; কেন "আর্য্য-দর্শন" এখন?
কি আছে আর্য্যের আর,
বিনে ওই—হাহাকার,
নাহি অঙ্গ, নাহি মন, নাহি সে জীবন,
কি আর দেখিবে "আর্য্য-দর্শন" এখন?

১৫

ওই আর্য্য-ভস্ম-রাশি।
ভাগীরথী দুই তীরে, ওই স্তূপাকার;
জানিয়াছি দৃঢ়মতে,
পতিত পাবনী হ'তে,
এ পতিত বংশ নাহি হইবে উদ্ধার;
না পারিবে ভাগীরথী;—তবে যদি আর

১৬

আর কোন মহারথী
বাজাইয়া পাঞ্চজন্য, ধরি' তরবার,
করি' সিংহনাদ ধ্বনি,
আনে রক্ত-তরঙ্গিণী,
আর্য্যরক্তে আর্য্যাবর্ত্ত ভাসায় আবার,
তবে যদি আর্য্যবংশ জাগে পুনর্ব্বার।

১৭

সেই দিন আর্য্যাবর্ত্ত
দেখিবে নবীন শশী, নবীন গগন;
উদিবে নবীন রবি,
গাইবে নবীন কবি,
দেখিবে নবীন "আর্য্য-দর্শন" তখন;
কি দেখিবে?—কত দিনে?—সকলি স্বপন!

সখের গোলাপ।

১

সখের গোলাপ মম বরিষার জলে,
দেখ ছিন্ন ভিন্ন করে, সুকুমার দল ঝ'রে,
দেখ, আহা, ক্রমে ক্রমে পড়ি'ছে ভূতলে!
প্রত্যেক বিন্দুর ঘায়, ওই দেখ মূর্চ্ছা যায়,
উলটি' পালটি', দেখ, বৃন্তোপরে দোলে,
সখের গোলাপ মম বাতাসের বলে।

২

কেমন নিবিড় মেঘে আবৃত গগন!
অনিবার হুহু স্বরে, বরিষার জল ঝরে,
কি ভীষণ রবে শুন গর্জ্জে তরুগণ,
উহু! কি বিজলী-মালা, গগনে করি'ছে খেলা,
জলদ-হুঙ্কারে কাঁপে পৃথিবী, গগন,
বাপ্‌রে! হইল কোথা অশনি পতন!

৩

শুন কি ভীষণ শব্দ দূরে শুনা যায়,
বিলোড়িয়া সিন্ধুজল, উপাড়ি' অচলদল,
উপাড়িয়া তরুগণ বিদারি' ধরায়,
প্রলয়ের শব্দ সম, বহিতেছে প্রভঞ্জন,

কড় কড় শব্দে যত তরু ভেঙ্গে যায়,
সখের গোলাপ মম কিসে রক্ষা পায়?

৪

হায় রে! দুর্ব্বল ওই বৃন্তশূন্য করি'
অবশিষ্ট দলচয়, ওই যে পতিত হয়,
ওই দেখ পঙ্কসহ যায় গড়াগড়ি;
মুহূর্ত্তেকে মিশাইবে, চিহ্ন মাত্র না রহিবে;
সখের গোলাপ মম হ'বে ছারখার;
প্রেমের গোলাপ মম কে রাখে এবার!

৫

এ প্রেম-গোলাপ মম মানস-কাননে,
সৌরভে মোহিত করি', বিষাদ তমসা হরি',
বিরাজিত, হাসি' হাসি' প্রফুল্ল যৌবনে;
হেরি' তা'র রূপ-শোভা, অনুপম মনলোভা,
ভাবিতাম, হাসিতাম আপনার মনে,—
প্রেমের গোলাপ মম অতুল ভুবনে।

৬

এই ফুল ছিল মম জীবনের মূল,
শীতল মিলন জল, বর্ষিতাম অবিরল,
নিশ্বাস-পবনে মম নাচিত কেবল।

আনন্দে প্রণয়াবেশে, কোমল দলেতে ব'সে,
করিতাম পান সুখে সুধা অবিরল.
কেমনে সে ফুল মম হইল নির্ম্মূল ?

৭

কেমনে ? প্রেয়সি ! সেই দুঃখের কাহিনী,
সেই মরমের ব্যথা, সেই মনোগত কথা,
যাহা মনে করি' কাঁদি দিবস যামিনী,
যে বিচ্ছেদ-বরিষায়, প্রেমের গোলাপ, হায়,
ছিঁড়িল, কণ্টকবৃন্ত কাল-ভুজঙ্গিনী !
রাখি স্মৃতি রূপে, সেই দুঃখের কাহিনী

৮

জানিনা, কি জাননা ? কি বলিব, হায় !
ওই গোলাপের মত, এই প্রেম শত শত
খণ্ড হ'য়ে পড়িয়াছে বিচ্ছেদের ঘায় ;
বিস্মৃতির পঙ্কে তা'রে, চাহি আমি মিশা'বারে'
কিন্তু সেই প্রেম, প্রিয়ে। মিশান কি যায়?
অমৃত কেমনে বল মিশা'ব ধূলায় ?

৯

মনে কর মিশালেম বিস্মৃতি সাগরে ;
প্রেম যেন এইক্ষণ করিলাম বিসর্জ্জন,

কিন্তু এ স্মৃতির স্রোত কে রোধিতে পারে ?
সুখদুঃখ, ভালবাসা, নিরাশা, প্রণয়-আশা,
ইচ্ছা করে কি কখন পারে ভুলিবারে ?
ইচ্ছা করে কে বাঁধিতে পারে পারাবারে ?

১০

যে দিকে ফিরাই আঁখি,— করি দরশন
কত প্রিয় নিদর্শন, করে আঁখি আকর্ষণ,
কত শত গত কথা করায় স্মরণ ;
আজি যে গোলাপ ফুল, এই কবিতার মূল,
এ গোলাপ যখনই করি নিরীক্ষণ,
মনে পড়ে—প্রিয়তমে ! হয় কি স্মরণ ?

১১

দুইটী গোলাপ ফুল পূর্ণ বিকসিত
একদা আদরে তুলে, পরালেম কর্ণমূলে,
ঈষৎ হাসিতে মুখ করিলে রঞ্জিত,
কিবা অনুপম শোভা, চিত্তহরা, মনোলোভা,
বিকসিল মুখশশী—অমর-বাঞ্ছিত,—
আদরে অধর চুম্বি' হইনু মোহিত।

১২

কথায় কথায়, প্রিয়ে ! কথা এসে পড়ে,

একদিন নিশাকালে, চন্দ্রের কিরণ-তলে,
দু' জনে বসিয়া তব কক্ষের দুয়ারে;
প্রশংসিলে কৌমুদীরে, বলিলাম প্রেয়সি রে,
যে চন্দ্র বিরাজে মম চিত্ত-সরোবরে,
তা'র কাছে ওই চন্দ্র মনে নাহি ধরে।

১৩

এখন সে চন্দ্র, প্রিয়ে! কোথায় আমার,
চিত্ত অন্ধকার করি', সেই প্রেমগুপ্তকারী,
নিতান্তই অস্ত কি হে হইল এবার?
না, বিচ্ছেদ-বরিষার, অস্ত হ'লে পুনর্ব্বার,
উজ্জ্বল হৃদয়রাজ্য করিবে আবার,
চকোরের চন্দ্র, যাবৎ থাকিবে সংসার।

৺ মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

১

হা অদৃষ্ট!—কবিবর! এই কি তোমার
ছিল হে কপালে?
মধুসূদনের হায়! (শুনে বুক ফেটে যায়!)
এই পরিণাম বিধি লিখেছিল ভালে?

২

দিয়াছিল যেই রত্ন ভারতী তোমায়—
অপার্থিব ধন ;
রাজ্য বিনিময়ে, আহা। কেহ নাহি পায় তাহা
দাতব্য চিকিৎসালয়ে তোমার মরণ ?

৩

কিন্তু কণ্টকিত হায় ! যে বিধি করিল
গোলাপ, কমল ;
সে বিধি পাষাণ মনে, দহিতে সুকবিগণে,
কবিত্ব-অমৃতে দিল দারিদ্র্য-অনল।

৪

বহু যুদ্ধে না পারিয়া করিতে নির্ব্বাণ
এই হুতাশন ;
প্রাণপত্নী-করে ধরি', নরলীলা পরিহরি',
পশিলে মধুসূদন অমর-জীবন।

৫

কৃতঘ্ন, মা বঙ্গভূমি ! এত দিন তব
কবিতা-কানন,
যেই পিকবর, কল-উছল-যমুনা জল
উছলিত, ব্রজে শ্যাম বাঁশরী যেমন,

৬

সে মধু সখারে আজি পাষাণ পরাণে,

(কি বলিব, হায়!)

অযত্নে মা অনাদরে, বঙ্গকবিকুলেশ্বরে,

ভিক্ষুকের বেশে, মাতা, দিয়াছ বিদায়!

৭

মধুর কোকিল কণ্ঠে—অমৃত লহরী—

কে আর এখন,

দেশদেশান্তরে থাকি', কে 'শ্যামা জন্মদে' ডাকি'

নূতন নূতন তানে মোহিবে শ্রবণ?

৮

তোমার মানস-খনি করিয়া বিদার,

কাল দুরাচার,

হরিল যে রত্ন, হায়! কত দিনে পুনরায়,

ফলিবে এমন রত্ন? ফলিবে কি আর?

৯

শূন্য হল' আজি বঙ্গ-কবি-সিংহাসন,

মুদিল নয়ন

অনন্য কবি, কল্পনা-সরোজ-রবি,

কবিতা-মধু হরিল শমন।

১০

বঙ্গের কবিতে! আজি অনাথা হইলে
মধুর বিহনে;
আজন্ম শৃঙ্খল পরে, দীনাক্ষীণা কলেবরে,
বেড়াইতে বঙ্গালয়ে বিরস বদনে।

১১

কল্পনার বলে সেই চরণ-শৃঙ্খল
কাটিয়া যে জনে,
মধুর অমিত্রাক্ষরে, তুলিয়া স্বরগোপরে,
দেখাইল তিলোত্তমা 'মুকুতা যৌবনে'।

১২

রত্নসৌধকিরীটিনী স্বর্ণ লঙ্কাপুরে,
লইয়া তোমারে;
মৈথিলী অশোকবনে, প্রমীলা সজ্জিত রণে,
প্রবেশিতে লঙ্কাপুরে বীর-অহঙ্কারে,

১৩

দেখাইল;—বেড়াইল কল্পনার পক্ষে
লইয়া তোমারে,
স্বর্গমর্ত্যধরাতলে, প্রচণ্ড জলধিতলে;
শুনাইল "মেঘনাদ" গম্ভীর ঝঙ্কারে।

১৪

"ব্রজাঙ্গনা", "বীরাঙ্গনা", নয়নের জলে,
—প্রেম-বিগলিত,—
সাজা'য়ে স্থন্দর ডালা, গাঁথিয়া নূতন মালা,
আদরে তোমার অঙ্গ করিল ভূষিত।

১৫

পুণ্যখণ্ড ইউরোপে বসিয়া বিরলে
সেই দিন, হায়!
গাঁথিয়া কল্পনা-করে, পরাইল শ্রদ্ধাভরে,
রত্নময় 'চতুর্দ্দশ' লহরী গলায়।

১৬

"কৃষ্ণকুমারীর" দুঃখে কাঁদাইয়া, হায়,—
বঙ্গবাসিগণ ;
বঙ্গনাট্য-রঙ্গাঙ্গনে, মোহিত দর্শকগণে,
"পদ্মাবতী" "শর্ম্মিষ্ঠারে" করিয়া স্থজন।

১৭

বঙ্গভাষা-স্থললিত-কুস্থম-কাননে
কত লীলা করি',
কাঁদাইয়া গৌড়জন, সে কবি মধুস্থদন
চলিল,—বঙ্গের মধু-বঙ্গ পরিহরি'।

১৮

যাও তবে, কবিবর! কীর্ত্তিরথে চড়ি'
সঙ্গ আঁধারিয়া,
যথায় বাল্মীকি, ব্যাস, ভবভূতি, কালিদাস
র'য়েছেন সিংহাসনে তোমার লাগিয়া।

১৯

যে অনন্ত মধুচক্র রেখেছ রচিয়া,
কবিতা-ভাণ্ডারে ;
অনন্ত কালের তরে, গৌড়-মন-মধুকরে
পান করি', করিবেক যশস্বী তোমারে।

বাঙ্গালীর বিষপান।

প্রয়োগ।

১

বহি'ছে পবন স্বনিয়া স্বনিয়া,
নিশ্বাসি'ছে তরু থাকিয়া থাকিয়া,
উপর-আকাশে যেতেছে ভাসিয়া
নিবিড় জলদ, দিক আঁধারিয়া।

২

বহি'ছে পবন স্বনিয়া স্বনিয়া,
ঝর ঝর ঝরে বরিষার জল ;
পবন-পরশে বিরহীর হিয়া
বিরহ-অনলে জ্বলি'ছে কেবল।

৩

বিরহীর হিয়া জ্বলি'ছে কেবল,
যত ঝরিতেছে বরিষার জল ;
বিরহীর হিয়া জ্বলি'ছে কেবল,
যতই বিদ্যুৎ করে ঝল মল।

৪

গগনে জলদ গরজে গম্ভীর,
বহি'ছে জলার্দ্র শীতল পবন ;
উথলিয়া ঢেউ প্রেম-জলধির
চাহে বিদারিতে হৃদয়-গগন।

৫

কোথায় গেলাস—ঢাল ব্রাণ্ডি, ঢাল,
নিবাইতে এই হৃদয়-উচ্ছ্বাস ;
এমন ঔষধ—হেন মায়া-জাল—
মহৌষধি এই ব্রাণ্ডির গেলাস।

বিরাম।

৬

ঢাল ব্রাণ্ডি ঢাল,—যত পার খাও।
লুপ্ত হোক্ ভবে বাঙ্গালীর নাম!
দাসের জীবনে কি কাজ?—ডুবাও
সুরাপাত্র-মাঝে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম।

প্রলাপ।

৭

এখনো প্রিয়ার বদন-কমল
পড়িতেছে মনে; নয়ন যুগল—
বিদায় কালের সে চিত্র সজল,
চারি দিকে শুধু নিরখি কেবল।

৮

ঢাল ব্রাণ্ডি, ঢাল—ঢাল আরবার;
এ যাতনা প্রাণে নাহি সহে আর;
কেন মনে পড়ে আবার আবার?
কেন শুনি সদা বচন তাহার?

৯

আবার, আবার, ঢাল ব্রাণ্ডি, ঢাল;
আর না—ঢের—হয়েছে এবার,

ঘূরিতেছে ধরা, আকাশ, পাতাল,
উথলি'ছে চিত্তে সুখ-পারাবার।

১০

যা' বলে বলুক নির্ব্বোধ চাবায়,
এমন জিনিস নাহিক ধরায়;
ভ্রান্তি না থাকিলে, জ্বলিত সদায়
মানব-জীবন দুঃখের শিথায়।

১১

সুখ যাহা বল,—সে কথার কথা,
দেখেছে কি কেহ? পেয়েছে কখন?
আকাশকুসুম—মুকুতার লতা—
জীবনেতে মৃগতৃষ্ণিকার ভ্রম?

১২

ওই আকাশের নীলিমা মতন,
দুঃখই জীবন স্থিতি ও বিস্তার;
সুখ যাহা বল, বিদ্যুত যেমন,
বাড়ায় দ্বিগুণ নীলিমা তাহার।

১৩

ওই নরপতি বসে সিংহাসনে,
মাথায় মুকুট, রাজদণ্ড করে;

ওই যে ভিক্ষুক অবসন্ন মনে ;—
উভয় সমান অসুখী অন্তরে,

১৪

তারতম্য এই—ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়,
ভুলিবে দরিদ্র, নিশীথে নিদ্রায় ;
কত নরপতি সে সময়ে, হায় !
নীরবে ভিজা'বে অশ্রুতে শয্যায় !

১৫

আজি সিংহাসনে—ধরার ঈশ্বর,
কালি রণাঙ্গনে—করেতে শৃঙ্খল ;
গত ফ্রেঞ্চপতি,—'সিডন'-সমর—
স্মরি' কার নাহি ঝরে অশ্রুজল ?

১৬

নাহি রাজ্যে সুখ ;—নাহি সুখ ধনে ;
ধনে ধন-তৃষা বাড়ে নিরন্তর ;
চাতকের মত শত বরিষণে,—
কোথা সুখ ?—শুধু তৃষ্ণায় কাতর !

১৭

পুরাকালে এই তৃষ্ণা অবতার,
সমগ্র পৃথিবী জিনি' বাহুবলে,

"নাহি রাজ্য ভবে, কি জিনিব আর ?"—
বলিয়া, ভাসিল নয়নের জলে।

১৮

খোল ইতিহাস—জীবন কানন,
বল প্রবেশিয়া তাহার ভিতরে,
আছে কোন্ ফুল—কোন্ পুণ্যবান্—
পশে নাহি কীট যাহার অন্তরে ?

১৯

নাহি সুখ তবে এই ধরাতলে,
নাহি সুখ এই মানব-জীবনে ;
আপন অবস্থা এই ভূমণ্ডলে,
নহে সুখকর কাহারো নয়নে।

২০

বিশেষ বাঙ্গালী চিরপরাধীন,
দাসত্ব-জনম, দাসত্ব-জীবন ;
হইবে জীবন দাসত্বে বিলীন,
দাসত্ব যাহার অদৃষ্ট-লিখন।

২১

ইহাদের, আহা ! কি সুখ ভূতলে ?
যেই ইন্দ্রজাল, দুঃখের জীবন

কাহে সহনীয় মানবমণ্ডলে ?
শৌর্য্য, বীর্য্য, অসি, রাজ্য, সিংহাসন

২২

নাহি ইহাদের ; নাহি অনেকের
ঘরে অন্নজল ; কি বলিব আর ?
বাঙ্গালী-জীবন-শোক-সমুদ্রের
কেমনে গণিব লহরী অপার ?

২৩

পূজে সারা দিন প্রভুর চরণ,
সাঁঝে মৃতপ্রায় ফিরে আসি' ঘরে ;
ধরাতলে, আহা ! কি আছে এমন,
জীবনের সাধ জন্মায় অন্তরে ?

২৪

কি আছে এমন পারে ভুলাইতে
বিদেশিনী সেই প্রিয়ার বদন ?
এমন কিছুই নাহি পৃথিবীতে,
যতক্ষণ নাহি পাসরি আপন।

২৫

কিসে তবে বল আপনা পাসরি ?
ডুবাই জীবন বিস্মৃতি-সাগরে ?

কিসে ধরা-দুঃখ সব পরিহরি',
লভি স্বর্গ সুখ প্রফুল্ল অন্তরে ?

২৬

ব্রাণ্ডি ;—ব্রাণ্ডি বিনে, কিছু নাহি আর
অধীনতা-দুঃখ করিতে বিনাশ ;
চিত্তে স্বাধীনতা করিতে সঞ্চার,
মহৌষধি এই ব্রাণ্ডির গেলাস।

২৭

দাসত্ব-জ্বালায় মরিবারে চাও ?
মরিবার তরে খুঁজি'ছ গরল ?
ঢাল এই বিষ—অধঃপাতে যাও !
এ জ্বলন্ত বারি—তরল অনল।

২৮

জ্ঞান, বুদ্ধি, লজ্জা, ভরসা, বিশ্বাস,
নীতি, ধর্ম্ম, সত্য, জাতীয় গৌরব
এই বিষ-তেজে হইবে বিনাশ !
একা সুরা বঙ্গে বিনাশিবে সব !

২৯

এই তব ধার্য্য—এতেই গৌরব,

কোথা চন্দ্রগুপ্ত ? কোথা হর্ষরাজ ?
যশ, কীর্ত্তি, বুদ্ধি—মিছা কথা সব ;
ঢাল ব্রাণ্ডি—কর পুরুষের কাজ।

প্রবোধ।

৩০

আবার, আবার, ঢাল ব্রাণ্ডি ঢাল ;
হের—সব দুঃখ ভেসেছে এবার ;
ঘুরিতেছে ধরা, আকাশ, পাতাল,
উথলিছে চিত্তে সুখ পারাবার।

৩১

বম্ ভোলানাথ! হর হর হর,
তুমি বিনে প্রভু, এই ভূমণ্ডলে
সুরার মাহাত্ম্য, অহে সুরেশ্বর,
কেমনে বুঝিবে নশ্বর সকলে ?

৩২

সুরা হ'তে সুর, সুরপতি, শুনি ;
অসুর, অসুর সুরার বিহনে ;
সুরা হ'তে মর্ত্তে নাগ সুরধুনী,—
পতিত-পাবনী বিখ্যাত ভুবনে।

৩৩

বম্ বম্ বম্, হর হর হর,
মন্ত্র—দেবগণ সুরার লাগিয়া ;
অনাদি, অনন্ত, সৃষ্টির ঈশ্বর,
কারণ-সাগরে ছিলেন ভাসিয়া।

৩৪

সুরা হ'তে সৃষ্টি ;—গোলাপি নেশায়,
শত সৃষ্টি পারি সৃজিতে হেলায় ;
মধ্যম নেশায়—সৃষ্টি স্থিতি পায় ;
প্রলয় কেবল, অধিক মাত্রায়।

৩৫

কোথাকার শশী কোথা গিয়া পড়ে,
পৃথিবী উপরে, নীচে নভঃস্তল ;
ঘোরে চরাচর চক্রের উপরে,
গিরি হয় নদী, সমুদ্রে ভূতল !

৩৬

বম্ বম্ বম্, হর হর হর,
সুরাসুরে দ্বন্দ্ব সুধার লাগিয়া ;
শঙ্কর ঝাপটে কাঁপি থর থর,
সুধাভাণ্ড দিল মোহিনী ফেলিয়া।

৩৭

ফ্রেঞ্চ পুণ্যভূমে সে ভাণ্ড পড়িল ;
মর্ত্তে ব্রাণ্ডি নামে বিখ্যাত হইল ;
অধীনতা-দুঃখে—পবিত্র সলিল—
তারিতে বাঙ্গালী, বঙ্গেতে আসিল।

৩৮

সঙ্গে তুমি—তুমি কে ? যম ? কি ভয় !
জানি আমি ব্রাণ্ডি তব উপাদান ;
যেই বিষাধার বাঙ্গালী-হৃদয়,
এই বিষ তাহে অমৃত সমান।

৩৯

শত মৃত্যু যা'র মুহূর্ত্তে সঞ্চার,
এক মৃত্যু তা'র কাছে কোন্ ছার।
এক যম তুমি—কি ভয় তোমার !
শত যম আছে উপরে আমার।

৪০

ঢাল ব্রাণ্ডি ঢাল, ঢাল আরবার,
জ্বলিতেছে বুক !—হ'তেছে অঙ্গার,
জেতৃপরাজিতে সমান বিচার,
মাতর্ব্রাণ্ডি ! যেন থাকে অনিবার !

বিষণ্ণ কমল।

১

কল্পনে।

লও তুলি লও করকমলে,
চিত্রকর যাহে কুসুমদলে,
কিম্বা পূর্ণশশী আকাশমণ্ডলে,
কিম্বা কমলিনী সরসীর জলে।

২

লও সেই তুলি চিত্রকর আজি,
[নহে বিকসিত সর-রুহরাজি,
যাহাতে বিহ্বল ভ্রমর বিরাজি,
রাখিয়াছে নীল সরোবর সাজি]

৩

চিত্র সেই ফুল, স্মিত বিকসিত,
সৌরভেতে যা'র দিক আমোদিত,
কিন্তু নাহি তাহে অলি বিরাজিত,
নাহি মুখে হাঁসি—চিত্ত বিষাদিত।

৪

চিত্র কর ওই করকমলিনী,
'হারমোণিয়মে' নাচি'ছে যেমনি,

নাচে যেইমতে ফুল্ল সরোজিনী,
সমীরণ ভরে সর-সোহাগিণী ।

৫

চিত্র কর ভুজ-মৃণাল তাহার,—
বিমল কোমল সুবর্ণের হার ;
নিটোল, নিরেট, অথচ আবার
পরশনে হয় শোণিত সঞ্চার ।

৬

চিত্র কর সেই বদন-চন্দ্রমা,
ত্রিভুবনে যা'র নাহিক সুষমা,
অধরে নয়নে বর্ণে অনুপমা
চিত্র কর সেই বিশ্ব মনোরমা ।

৭

চিত্র কর যদি পার, সহচরি,
অনুপম সেই লাবণ্য মাধুরী,
চিত্র কর সেই দৃষ্টি মুগ্ধকরী,
বিষণ্ণ, গম্ভীর, চিত্ত-দ্রবকরী ।

৮

কপোল-কমলে দিবস যামিনী
নিরাশার কীটে দংশি'ছে, স্বজনি !

বিষণ্ণ বদনে হাসিলে কামিনী,
শোভে মেঘমুক্ত হাসি সৌদামিনী।

৯

এখনো সে হাসি নয়নে আমার
রয়েছে লাগিয়া ; কি বলিব আর
হৃদয় সরসে প্রতিবিম্ব তা'র,
ভাসি'ছে উজলি' চিত্ত অভাগার।

১০

পোড়া দেশাচার এমন রতনে,
অযতনে এত কিসের লাগিয়া ;
কিসের লাগিয়া সোণার যৌবনে
বিকচ নলিনী মরে শুকাইয়া ?

১১

রাজা রাজারার প্রেমের উদ্যানে
এমন কুসুম দেখা নাহি যায়
পূর্ণিমা নিশীথে শারদ বিমানে,
এমন চন্দ্রমা শোভা নাহি পায়।

১২

নিরখিলে ওই মলিন বদন,
পাষাণ হৃদয় বিদরিয়া যায়,

নিরখিলে তা'র দীন দু'নয়ন,
পাষাণেও, আহা, করুণা জন্মায় !

১৩

পাষাণ হইতে নিরেট অধম,
অসভ্য দেশের পাপাত্মা সকল ;
নাহিক হৃদয়, নাহিক মরম,
কাটিতে রমণী করাল কবল।

১৪

এমন দেশেতে, এমন রতন,
না বুঝি কেমন বিধি বিধিতার,
কা'রে বল দোষি, শোভে কি কখন,
কাকের গলায় কণ্ঠের হার ?

অবলা-বান্ধব।

১

বঙ্গের অবলাগণ ! এতদিন পরে,
পোহাইল আমাদের বিষাদ-শর্ব্বরী ;
কি সুখের স্রোত আজি বহি'ছে অন্তরে,
পুলকে কোমল অঙ্গ উঠি'ছে শিহরি' !
ঘুচাইতে অবলার দুরদৃষ্ট সব,
মিলাইল বিধি এই অবলাবান্ধব।

২

অবলা অদৃষ্টাকাশে এতদিন পরে,
একটী নক্ষত্র এই হইল উদয়,
ইহার বিমলালোকে মন-সরোবরে,
বিকসিত হ'বে নারী-জ্ঞান-কিসলয় ;
বঙ্গের সমাজ-শোভা সৌরভে তাহার
মোহিত হইবে, সুখে ভাসিবে সংসার।

৩

ভগ্নীগণ !
পিঞ্জরে আবদ্ধ যেন বনবিহঙ্গিনী,
আর কাঁদিব না দুঃখে বসিয়া বিজনে ;
(অরণ্যে রোদন যেন), শোক-প্রবাহিণী
উচ্ছ্বসিত হইবে না নির্গম বিহনে।
কত আশা, কত ভাব, দিবস রজনী,
ফুটিয়া অজ্ঞাতে নাহি ঝরিবে অমনি।

৪

খুলিয়া হৃদয়-দ্বার কল্পনা-অর্গল,
কহিব সকল কথা জলের মতন,
নবীন বান্ধবে, প্রতিদানে নিরমল
জ্ঞানগর্ভ উপদেশ, মধুর বচন,

শুনিব অনন্যমনে ; প্রতিলিপি তাঁ'র
রাখিব চিত্রিয়া চিত্ত-ফলকে আবার।

৫

এস তবে, ভগ্নীগণ! মিলিয়া সকলে,
অবলা-বান্ধবে করি সুখে সম্ভাষণ,
গাঁথি' কৃতজ্ঞতা-হার বসিয়া বিরলে,
এক সঙ্গে তাঁ'র করে করি সমর্পণ।
এস, ভ্রাত! এস, সখে! এস, হে বান্ধব!
তুমি বঙ্গ-অবলার অমূল্য বিভব।

৬

কল্পনা-কাননে পশি', কার্য্য-অবসানে,
গাঁথিয়া কোমল ফুলে কবিতার হার,
সাজাইব কলেবর, বিবিধ বিধানে,
বসন্ত সাজায় যথা বসন ধরার।
দেখা'ব যতেক ফুল ফুটিবে হৃদয়ে,
প্রণয়-গোলাপ কিবা জ্ঞান-কুবলয়ে।

৭

শারদ চন্দ্রমাতলে, সরোবর-তীরে
বসি' প্রাণেশের কাছে পুলকিত মনে,
নাচিতে হিল্লোলমালা অতি ধীরে ধীরে,

নৈশ সমীরণ-স্রোতে নিরখি নয়নে,
শুনাইব পবিত্র প্রণয়-আলাপন,
দেখা'ব প্রণয় বিশ্বমোহন কেমন।

৮

কথন মলিন মুখে অবসন্ন মনে
পতির বিরহে জাগি' সুদীর্ঘ রজনী,
প্রভাতে পশ্চিমানীলে কোকিলার সনে
গাইব বিরহ-গীত, কাঁদিবে ধরণী।
নিহার-নয়ন-জলে তিতিবে বসন ;
স্বনিয়া স্বনিয়া তরু কাঁদিবে তখন।

৯

কিম্বা বসি' পতিসনে, অলিন্দ-আসনে,
নক্ষত্রখচিত নৈশ আকাশের তলে,
কিম্বা চন্দ্রকরতলে শ্যামল প্রাঙ্গণে,
প্রাণপতি-পাশে সুখে বসি' ধরাতলে,
নিরখিয়া বিশ্ব-শোভা, রচনা-কৌশল,
শুনা'ব সঙ্গীত, বর্ষি' নয়নের জল।

১০

কাদম্বরী, শকুন্তলা, দুর্গেশনন্দিনী,
অক্ষয় ভাণ্ডার হ'তে করিয়া লুণ্ঠন,

সার্দ্ধহস্ত লম্বমান সমাস-বাঁধনি,
সাজা'য়ে বিজ্ঞানগর্ভ কৃত্রিম লিখন,
নাহি চাহি বাড়াইতে বিদ্যার গৌরব,
প্রতারিতে সহৃদয় অবলাবান্ধব।

১১

কেবল কোমল কণ্ঠে তরল বচনে,
নিরখিয়া কমনীয় কুসুম-কানন,
নিরখি' বিকচ ফুল প্রীতিফুল্ল মনে,
ডাকিব করুণাময়ে মুদিয়া নয়ন।
বিহঙ্গ কূজন শুনি', পরম স্বনন,
করিব প্রেমার্দ্র চিত্ত তাঁহাতে মগন।

১২

মা মা বলি' গলা ধরি' কোলের বাছনি
মধুর অস্ফুট স্বরে ডাকিবে যখন,
আদরে কোমল মুখ চুম্বিতে অমনি
প্রীতিভরে পরমেশে করিব স্মরণ।
পতির পবিত্র প্রেমে, মায়ের মায়ায়
নিরখিয়া দয়া তাঁ'র প্রতিবিম্ব প্রায়।

১৩

কেবল অনাথা যত বিধবা ভগিনী,

তাহাদের সমদুঃখে হইয়া দুঃখিনী,
কিম্বা পতিপ্রেমে দুঃখী যেই অভাগিনী,
তোমাকে শুনা'ব তা'র বিষাদ-কাহিনী।
কৌলিন্য-কবল কাল যেই অবলার.
শুনা'ব কাতর স্বরে তা'র হাহাকার।

অনন্ত দুঃখ।

১

রে বিধাত। নির্দ্দয় হৃদয়!
বাঙ্গালীর এত দুঃখ—এত যন্ত্রণায়,—
পূরিল না তথাপি কি উদর তোমার?
তোমার ভাণ্ডারে আর, আছে কত তীক্ষ্ণ-ধার
অস্ত্ররাশি, নাহি জানি; নাহি জানি, হায়,
দুঃখিনী বঙ্গের ভাগ্যে কত আছে আর!

২

মানব-শোণিতে, আহা, সহনীয় যাহা,
সহিয়াছি;—আজি ওই কালের নিশ্বাস
চক্রবাত্যা * ভয়ঙ্কর, বিলোড়িয়া চরাচর

* Cyclone.

রহিল ; সোণার বঙ্গ বিনাশিয়া, আহা !
পশ্চাতে রাখিয়া গেল সমূর্ত্তি বিনাশ।

৩

কালি পুনঃ মারি ভয়, সংক্রামক জ্বর,
দাবানল রূপে পশি' অঞ্চলে অঞ্চলে,
ভস্মাঙ্গারে পরিণত করিল প্রদেশ শত,
আবার শুনিয়া অঙ্গ কাঁপে থর থর,
পড়িবে দুঃখিনী বঙ্গ দুর্ভিক্ষ-কবলে।

৪

মধ্যে মধ্যে বঙ্গ-রাজনৈতিক সাগরে
উঠিল, ছুটিল যেই লহরী নিচয় ;
ভীষণ প্রহারে তা'র, ভাবী আশা বাঙ্গালার
কোথায় উড়িয়া গেল ; জলধি-অন্তরে
পড়েছে বাঙ্গালীকুল—আর নাহি সয়।

৫

যথা কাঙ্গালিনী মাতা-স্নেহেতে গলিয়া,
দুঃখী সন্তানের মুখ করি' দরশন,
শুনিয়া কোমল কথা, কণ্ঠ-স্বর-মধুরতা,
পাসরে সকল দুঃখ—হৃদয়ে লইয়া
দরিদ্রের ধন, আহা ! জুড়ায় জীবন।

৬

অভাগিনী বঙ্গমাতা, হায় রে, তেমন
অনন্ত-দাসত্বে ক্ষীণ দীন পুত্রগণে
লইয়া শ্যামল বুকে, কাটাইত দিন দুঃখে,
ক্রোড়শূন্য করি' বিধি, নিদারুণ মনে
দুঃখিনীর পুত্র-রত্ন করি'ছে হরণ।

৭

"মধুসূদনের" শোকে বিবশা দুঃখিনী,
না হ'তে চেতন, নেত্র মুদিল "কিশোরী";
তা'র শোক-অশ্রুজল না ছুঁ'তেই বক্ষঃস্থল,
মাতৃ-কোল দীনবন্ধু গেল শূন্য করি';
ঈশ্বর! তোমারি ইচ্ছা!—বঙ্গ অভাগিনী!

৮

হায়! যথা নির্ঝরিণী-প্রণালী হইতে
এক ধারা ধরাতলে না হ'তে পতন,
অন্য ধারা প্রণালীতে আসে চক্ষু পালটিতে;
এক শোক-অশ্রুধারা, বঙ্গের তেমন
না ছুঁইতে বক্ষঃস্থল, হায়! আচম্বিতে

৯

আসি'ছে দ্বিতীয় ধারা নেত্রে দুঃখিনীর,

দ্বিগুণ উছলি' বেগে ;—শোকের সাগরে
উঠি'ছে লহরীচয়, একটী না হ'তে লয়,
ছুটি'ছে দ্বিতীয় ঊর্ম্মি ভীমবেগ ধ'রে,
মায়ের কোমল প্রাণ করিয়া অধীর।

১০

দীনবন্ধু নাই!—নীলকর-প্রপীড়িত
কৃষকের কাণে কহ এই সমাচার,
বিদীর্ণ আতপ-তাপে শস্য-ক্ষেত্র মনস্তাপে
নিষিক্ত করিবে অশ্রুজলে অভাগার।
শুষ্ক শস্যরাশি শোকে করিবে আর্দ্রিত।

১১

দীনবন্ধু নাই!—এই শোক-সমাচার
কাঁদি'ছে সমস্ত বঙ্গ, আসাম, উৎকল;
কাছাড়ে কাঁদি'ছে কুকি, বঙ্গদেশে বিধুমুখী
শারদাসুন্দরী স্মরি' মুছে অশ্রুজল।
কাঁদি'ছে হিন্দিতে খোট্টা, মগধি বেহারে।

১২

দীনবন্ধু নাই!—বসি' ভাগীরথী-তীরে,
গোপাল কাঁদি'ছে কেহ আপনার মনে।
এক বৃন্তে ফুল দুটী বরষ বরষ ফুটি

আজি ছিন্নবৃন্ত এক অন্যের পতনে।
ভাঙ্গিলে হৃদয়-ঘট যোড়া লাগে ফিরে ?

১৩

দীনবন্ধু নাই !—আহা, কি শুনিতে পাই
যুবক-হৃদয়-বন্ধু—আমোদ-ভাণ্ডার ;—
বালকের শ্রদ্ধাধার, প্রীতি-রাগ-পারাবার,
প্রাচীনের স্নেহাস্পদ—প্রিয় সবাকার ;
বঙ্গ-পুত্র-রত্নোত্তম,—দীনবন্ধু নাই ;

১৪

সুকোমল বঙ্গভাষা—দরিদ্রা সদাই—
লভিল যাঁহার করে দুর্ল্লভ ভূষণ,
কৌতুকী লেখনী যাঁ'র হাসাইল বাঙ্গালার
পুত্রগণে শেষ তানে*—কবিতা-কানন
প্রতিধ্বনিময়—সেই দীনবন্ধু নাই।

১৫

গেছে চলি' দীনবন্ধু ত্যজি' জীবধাম,
কবিকুঞ্জবনে স্বর্গে করি'ছে বিহার ;
কিন্তু একি শুনি, হায় ! রেখে গেছে এ ধরায়

---

* 'কমলে কামিনী'।

যে 'নবীন তপস্বিনী'--দীনা পরিবার—
পরাধীন জীবনের শেষ পরিণাম!

১৬

হতভাগ্য দীনবন্ধু যদি দেশান্তরে—
পুণ্যখণ্ড উরুপায়*—লভিত জনম।
আজি এই সমাচার, বিষাদে তাড়িত তার
দিগ্দিগন্তরে স্কন্ধে করিত বহন,
হুলুস্থূল পড়ে যেত পৃথিবী-ভিতরে।

১৭

ঘোষিত সহস্র দেশ, সহস্র ভাষায়,
কীর্ত্তি রাশি—সুমধুর কবিত্ব তাঁহার;
যে মহৎ শক্তিচয় অন্ধকারে হ'ল লয়
বঙ্গ-কুজ্ঝটিকা-বলে,---প্রভায় তাহার,
হায়! চির আলোকিত করিত ধরায়।

১৮

যেই পরিশ্রমে ওই দুর্ল্লভ জীবন,
দুর্ল্লভ মানব দেহ করিল পতন;
রাজ্যান্তরে অর্দ্ধশ্রমে, আজি অবলীলাক্রমে,

---

* Europe.

স্বাধীন রাজ্যের কোষ—দরিদ্রের ধন—
দুঃখী পরিবার হেতু হ'ত উন্মোচন।

১৯

রে বিধাত! অন্ধকার খনির ভিতরে,
কেন হেন রত্নরাশি কর হে সৃজন?
এমন হিমানী দেশে, কেন পদ্ম পরকাশে,
হইবে না যথা পূর্ণ বিকাশ কখন;
কি সুখ ফুটিয়া ফুল অরণ্য-অন্তরে?

২০

গেলে সখে।—নাহি দুঃখ—ফুরাইল হা
বাঙ্গালী-জীবন-দুঃখ চির দিন তরে;
যেই রাজ্যে প্রবেশিলে, সব জ্বালা জুড়াইলে,
কেবল পরাণ কাঁদে স্মরিয়া অন্তরে
অনাথ সন্তানগণে, অনাথিনী মায়।

২১

দীনবন্ধু! গেলে বন্ধু-চিত্ত শূন্য করি',
কিন্তু যত দিন চিত্ত থাকিবে জাগ্রত,
তব প্রীতিপূর্ণ বাণী তব প্রেম মুখ খানি
জাগ্রতে স্মরণ-পথে ভাসিবে সতত;
স্বপনে শুনিব তব রসের লহরী।

২২

এক অনুরোধ, সখে!—তুমি চিরদিন
দুঃখিনী বঙ্গের দুঃখে করেছ রোদন,
এখনো সে অশ্রুজল করে যেন ছল ছল
নেত্রে তব; কাঁদাইয়া সে দীন নয়ন
জিজ্ঞাসিও বিধাতারে—"আর কত দিন—

২৩

আর কত দিন এই দুঃখের অনল
র'বে প্রজ্জ্বলিত বঙ্গে? শুনিয়াছি ভবে
সকলের শেষ আছে, সকলেই মরে বাঁচে,
ধরাতলে কিছু নাহি চিরদিন রবে;
বঙ্গের কি দুঃখ, আহা! অনন্ত কেবল?"

চিহ্নিত সুহৃদ্।*

এস, এস, সখে! প্রিয় দরশন!—
বাল-সহচর!—অনন্য-হৃদয়!
শৈশবে, সলিলে সলিল যেমন,
উভয় হৃদয় হইয়াছে লয়।

---

* Covenanted Friend.

তোমার আমার জীবন-যুগল,
এক বৃক্ষে দুই লতার মতন ;
শৈশবে যখন হৃদয় কোমল,
অনন্ত বেষ্টনে করেছে বেষ্টন।

২

এক বিদ্যালয়ে পড়েছি দু'জনে,
একই প্রাঙ্গণে করেছি খেলা,
সম সুখদুঃখে ভাসিয়াছি মনে,
সরল হৃদয়ে শৈশব বেলা।
যেই প্রেমে ধরি' গলায় গলায়,
যাইতাম সুখে অধ্যয়ন তরে ;
যেই প্রেমে ধরি' গলায় গলায়,
অধ্যয়ন করি' আসিতাম ঘরে।

৩

সেই প্রেম—কত বৎসরের পরে
উছলি'ছে আজি, হৃদয়ে আমার,
নিদাঘে বিশুষ্ক পর্ব্বত-নির্ঝরে,
যেন হল' আজি বরিষা সঞ্চার।
সেই স্রোতে এই কএক বৎসর
গিয়াছে ভাসিয়া ; আজি মনে লয়,

জুড়া'তে কৈশোর-বিদগ্ধ অন্তর,
ফিরে এল সেই শৈশব সময়।

৪

সংসার সাগর—চিন্তার তরঙ্গ—
দারিদ্র্য দহন—দাসত্ব-দংশন—
যেন অকস্মাৎ হল' স্বপ্ন ভঙ্গ,
বোধ হইতেছে, সকলি স্বপন।
আইস আবার গলায় গলায়,
কহি—শুনি—সুখদুঃখ-সমাচার,
বিদেশে, বিভূমে, ঈশ্বর-কৃপায়
আছিলে ত ভাল—বল, একবার ?

৫

দুঃখিনী ভারতে অকূল সাগরে,
ভাসাইয়া যবে চলিলে সখা,
কি ভাব উদয় হইল অন্তরে,
দেখিয়া মলয়-অচল-রেখা ?
মলয়াবারের তীর সুবঙ্কিম
মিশাইল যবে জলধি-জলে ?
মলয়-অচল উজ্জ্বল নীলিম
মিশাইল নীল আকাশ-তলে ?

৬

পার্থিব জগৎ, ছায়াবাজিপ্রায়,
লুকাইলে দূরে ; অসীম আকাশ
সসীম মণ্ডলে ঘেরিয়া তোমায়,
উথলিল যখন নীলাম্বু-নিবাস ;
সানন্দে যেন সোল্লাসে খেলিয়া
অসীম জলধি, বীরদর্পভরে,
সাজিল যখন ঊর্ম্মি আস্ফালিয়া,
কি ভাব উদয় হইল অন্তরে ?

৭

কি ভাব উদয় হইল অন্তরে ?
লঙ্ঘিয়া যখন ভীম পারাবার,
লঙ্ঘিয়া—হায় রে ! হৃদয় বিদরে,—
অভাগা বাঙ্গালি-অদৃষ্ট দুর্ব্বার,
অদূরে যখন করিলে দর্শন
ত্রিভঙ্গ রঞ্জিত শ্বেত ব্রিটনীয়া,
(রত্নাকর-গর্ভে রত্ন সর্ব্বোত্তম ।)
হৃদয় কি তব উঠিল নাচিয়া ?

৮

নির্জীব, দুর্ব্বল, বাঙ্গালি-[illegible]

নাচিল কি, সখে! নামিলে যখন
ব্রিটনীয়া-তীরে? কবিগণে কয়
ইংলণ্ড পরশে হয় বিমোচন
আজন্ম দাসের দাসত্ব বন্ধন;
পাপরাশি যথা জাহ্নবী-পরশে।
কিন্তু ভারতের লৌহের বেষ্টন
চিরলৌহময় দুরদৃষ্ট-বশে!

৯

ইতিহাস কহে অভাগী ভারত
ব্রিটনীয়া-শিরে মুকুট-রতন;
কিন্তু সেই রত্ন কোথায়, কি মত,
ব্রিটনীয়াবাসী ভাবে কি কখন?
ভাবে কি কখন,—অভাগিনী পড়ি'
হিমাদ্রি-গহ্বরে, সমুদ্র-ভিতরে,
(বহে শত নদী অশ্রুধারা-ঝরি'!)
মুমূর্ষার মত রহিয়াছে প'ড়ে?

১০

ভারত-জীবন যাহাদের করে,
জানেন কি তাঁ'রা ভারত অমর?
পোড়াও আগুনে, ডুবাও সাগরে,

মুমূর্ষু জীবন হ'বে না অন্তর !
কিন্তু মুছাইয়া নয়নের জল,
কর ক্ষীণ দেহে জীবন সঞ্চার,
আবার ভারত ছাড়ি' হিমাচল,
তুলিবে মস্তক—মরি ! দুরাশার

১১

কি সুখ ছলনা ! নাহি কাজ তাহে ।
বল বল, সখে ! দেখেছ কি তুমি,
পতিতা বিগত-বিপ্লব-প্রবাহে
জগত গৌরব ফ্রান্স্ বীরভূমি ?
ফরাসি-গৌরব-সমাধি "সিডনে"
দাঁড়াইয়া শোকে বিষাদে বিহ্বল,
ফরাসি-অদৃষ্টে—বাঙ্গালি-নয়নে
ঝরেছিল কি হে এক বিন্দু জল ?

১২

রুসিয়া, প্রুসিয়া—নব গৌরবিনী,
রণ-রঙ্গ-ভূমে সিংহিনী যুগল !
চলি'ছে রুসিয়া দক্ষিণগামিনী,
ব্রিটিশ হর্য্যক্ষ কটাক্ষে বিহ্বল !
এক দিকে ফ্রান্স্ ভূতল-শায়িনী,

অন্যত্র প্রকাশিয়া হঠাৎ প্রবল,—
মরি, দুই চিত্র !—ভাবপ্রবাহিনী !—
অন্ধ মানবের কি শিক্ষার স্থল !

১৩

আর এক পদ !—একেবারে তুমি
ডুবিলে অদৃষ্ট-অতল-সাগরে,
সম্মুখে তোমার রোম-রঙ্গ-ভূমি,
চিহ্নমাত্র আছে নদ টাইবারে।
ভুবনবিজয়ী অভিনেতৃগণ
সময়ের গর্ভে হইয়াছে লয় ;
জগত-বিস্ময় কীর্ত্তি অগণন,
কলকলে ওই নদে মাত্র কয় !

১৪

গ্রীসের গৌরব-শ্মশান-যুগল—
স্পার্টা, এথেন্স—করিয়া দর্শন,
ঝরিল না, সখে ! নয়নের জল,
হস্তিনা, অযোধ্যা, করিয়া স্মরণ ?
তীর্থ "থর্ম্মিপলি" দেখেছ কি, হায় !
শত্রুরক্তে যথা, রক্তে আপনার,

স্বাধীনতা-রত্ন রক্ষিল হেলায় ?
ভারতে আমরা তুলনায় তা'র——

১৫

যা'ক্ সেই দুঃখ !—কি হ'বে বলিয়া ?
বল, সখে, তব আছে কি স্মরণ ?
যাইতে ইংলণ্ডে, অশ্রুতে ভাসিয়া
বলেছিলে—মনে আছে কি এখন ?
বলেছিলে—"মাতঃ ভারত দুঃখিনি !
তব দুঃখে, মাতঃ, হৃদয় বিকল ;
সহিতে না পারি, দিবস যামিনী
ভারত-বৈধব্য—মাতৃ-চিতানল !"

১৬

অকূল, দুর্লঙ্ঘ্য সিন্ধু অতিক্রমি',
বীরত্বের খনি ব্রিটনে পশিয়া ;
জগৎ-জীবন ইউরোপে ভ্রমি',
আসিয়াছ, সখে ! কি ফল লভিয়া ?
শিখেছ সাহিত্য, শিখেছ দর্শন ;
শিখেছ গণিতে নক্ষত্রমণ্ডল,
কিন্তু তাহে, সখে ! হ'বে কি বারণ
"মাতার রোদন,—মাতৃ-চিতানল ?"

১৭

ইংরাজের শ্মশ্রু, ইংরাজের কেশ,
　ইংরাজি আহার—প্রিয় ব্রাণ্ডিজল,
আনিয়াছ, সখে! ইংরাজের বেশ,
　কিন্তু ইংরাজের কই বীর্য্য বল?
কই ইংরাজের তীক্ষ্ণ তরবার?
　কই ইংরাজের দুর্জ্জয় কামান?
কই ইংরাজের সাহস অপার?
　সিংহচর্ম্মে তুমি মেষ অল্পপ্রাণ!

১৮

হ'য়েছ "চিহ্নিত!"—কিন্তু সেই চিহ্ন
　তব পক্ষে, হায়! কলঙ্ক কেবল,
সেই চিহ্নে, সখে! হইবে না ছিন্ন
　দীনা ভারতের অদৃষ্ট-শৃঙ্খল!
বিনিময়ে যদি আসিতে লইয়া,
　অস্ত্রচিহ্ন ক্ষত শরীরে তোমার,
আজি বঙ্গদেশ আনন্দে কাঁদিয়া,
　প্রক্ষালিত চিহ্ন করি' অহঙ্কার।

১৯

হ'বে কি সে দিন,—কে করে গণনা,

যেই দিন দীন। ভারত-তনয়
শিখি' রণনীতি, করি' বীরপণা,
রক্তাক্ত শরীরে ফিরিবে আলয় ?
সেই দিন যেই জয়-জয়-ধ্বনি
তুলিবে ভারত, আনন্দে বিহ্বল,
শুনিয়া সে ধ্বনি, হইবে অমনি
হিমাদ্রি চঞ্চল, সমুদ্র অচল ।

উত্তর ।

১

নিবুক্ নিবুক্, প্রিয়ে ! দাও তা'রে নিবিবারে,
আশার প্রদীপ ।
এই ত নিবিতেছিল, কেন তা'রে উজলিলে ?
নিবুক্ সে আলো, আমি
ডুবি এই পারাবারে ।

২

কত দিন, কত মাস, কত বর্ষ, যুগ কত,
কত যুগান্তর ;
এই আলো লক্ষ্য করি', জীবন সিন্ধুর-নীরে,

দিবস যামিনী, প্রিয়ে !
ভাসিয়াছি অনিবার।

৩

এখন সে আশা-আলো, হায় ! দূর-দরশন,
সুদূর-স্বপন !
কত বার পাই পাই, উন্মত্ত অন্তরে ধাই,
চকোরের আকিঞ্চন,
যথা চন্দ্র-পরশন।

৪

কিবা সুখ, কিবা দুখ, কিবা দেশ, দেশান্তরে,
জাগ্রতে, নিদ্রায়,
স্থিরনেত্রে অনুক্ষণ করিয়াছি দরশন,
এই আশা-আলো, প্রিয়ে !
হায় রে, বিষাদভরে !

৫

প্রচণ্ড তপন-ত্রাস কালের তিমিরে, হায় !
এই ক্ষীণালোক
হ'য়ে ক্রমে ক্ষীণতর হ'তেছিল নির্ব্বাপিত,
কেন অকরুণ প্রাণে,
জ্বালাইলে পুনরায় ?

৬

নিবুক্, নিবুক্, প্রিয়ে! দাও তা'রে নিবিবারে,
জ্বালিও না আর;
উন্মত্ত জলধি রূপ, উন্মত্ত জীবন-জলে,
অস্ত যাক্ শেষ-তারা,
হ'ক্ সব অন্ধকার!

৭

"পাষাণ মানব মন, সময়েতে সব সয়"—
জানি প্রিয়তমে!
"পাষাণ মানব মন, সময়েতে সব সয়,"—
কিন্তু সে পাষাণ মন,
আশা ছাড়িবার নয়।

৮

প্রেমের অমর বর্ণে, আশার কোমল করে,
চিত্রিল যে ছবি,
কালের অনন্ত জলে, আজীবন প্রক্ষালনে,
পাষাণ মনের ছবি,
প্রক্ষালিতে নাহি পারে।

৯

আশার আলোকে যেই বিশ্ব-বিমোহিনী ছবি

পড়েছে পাষাণে,
পাষাণ-হৃদয়ে ধরি', ভাসি আশালোক চেয়ে,
আশাময় আলিঙ্গনে,
তরলিত হয় যদি।

১০

কি সে আশা? কা'র ছবি? জীবন কাহার ধ্যান,
বলিব কেমনে?
বলিব কেমনে, হায়! প্রেয়সি! তোমার কাছে,
আশা, তব ভালবাসা;
আশাময়ী,—তুমি প্রাণ?

১১

ক্ষমা কর প্রিয়তমে, দুরাশায় মত্ত আমি,
উন্মত্ত পামর;
ক্ষমাকর, দয়াময়ি, বিদীর্ণহৃদয় জনে,
ক্ষমাকর ক্ষণপ্রভা।
উন্মত্ত প্রলাপ বাণী।

১২

হায়; যেই আশা-স্বপ্ন, অন্তর অন্তরে মম
ছিল লুকায়িত;
কেহ না জানিত যাহা, বিনা সে অন্তরযামী,

আদরে রাখিয়াছিনু
দরিদ্রের ধন সম।

১৩

"পাষাণ মানব মন, সময়েতে সব সয়,"—
শুনিলাম যবে ;
শোণিতে বিজলী ঝলি', হৃদয় বিদীর্ণ হ'ল,
আজি সেই স্বপ্ন-কথা
হইল জগতময় !

১৪

নির্ব্বাপিত প্রায় আশা, আবার হইল আজি
দ্বিগুণ উজ্জ্বল !
আবার পাষাণে, প্রিয়ে, তব চিত্র দেখা দিল,
জীবন-সিন্ধুর জল
হাসিল আলোকে সাজি' !

১৫

কিন্তু বৃথা আশা, প্রিয়ে ! যা'বে দিন, যা'বে মাস,
বর্ষ, যুগান্তর ;
ফলিবে না আশা মম জীবনের এই তীরে
কিন্তু অন্য তীরে, প্রিয়ে !
পূরাইব অভিলাষ।

আমার সঙ্গীত।

১

কি !—

গাইব না কেন ?—অবশ্য গাইব।

গায় নাকি কভু সুস্বরবিহীনে ?

হরিষে, বিষাদে,—প্রণয়ে, বিরহে,—

শোকে, সুখে, হায় ! হ'লে উচ্ছ্বসিত

হৃদয় তাহার ? ছুটিলে, হায় রে,

মানব হৃদয়ে ভাবের প্রবাহ ?

২

আসিলে বরিষা, সলিল-প্রবাহে

হয় না কি শুষ্ক পর্ব্বতবাহিনী,

কলকল্লোলিনী,—কূলবিপ্লাবিনী ?

আসিলে বসন্ত, গোলাপের সনে

ফুটে না কুফুল, কুসুম-কাননে ?

গায় না কি কাক কোকিলের সনে ?

৩

হায়, এই জড় অজড় জগতে,

কে বল নীরব ? গাইছে সকল।

গর্জ্জি'ছে জলধি, মন্দ্রি'ছে জীমূত,

ডাকে পশু, গায় বিহঙ্গ নিকর।
আমি নর কেন নীরবে থাকিব?
গাইব না কেন?—অবশ্য গাইব।

৪

"গাও তুমি; কিন্তু শুনিবে না কেহ,
ঋষভ-কণ্ঠের নির্ঘোষ তোমার";—
বলিতেছ তুমি? শুনিও না তুমি
সঙ্গীত আমার। ডমরু-নিনাদে
নাচিবে ভুজঙ্গ ফণা আস্ফালিয়া;
পশিবে মণ্ডূক সভয়ে বিবরে।

৫

মন্দ্রিলে জীমূত; ঘোর গরজনে
গায় গিরি; নাচে গায় পারাবার;
হাসে "বিদ্যুদ্দাম স্ফুরণ চকিত;"
সে রণ-সঙ্গীতে, মরি, হাসি পায়,—
ফুলি' অভিমানে উড়ায়ে পেখম,
নাচে সগরবে নির্লজ্জ শিখিনী।

৬

আজি বঙ্গদেশ নির্লজ্জ শিখিনী,
তুমি এক ক্ষুদ্র চন্দ্রক তাহার;

মুহূর্ত্ত ঝলসি' দর্শক-নয়ন,
যাটি কোটি পুচ্ছে—পশিবে আবার।
তব তরে নহে মম এ সঙ্গীত,
তব নাট্যশালা—ওই সুসজ্জিত!

৭

গাই'ছে রমণী, শুনি'ছে রমণী,
নাচি'ছে রমণী, দেখি'ছে রমণী,
রমণীর নৃত্য, রমণীর গীত;
রমণীর রাজ্য, রমণী-শাসিত;
প্রমীলার পুরী আজি বঙ্গদেশ।
মম এ সঙ্গীত বিড়ম্বনা শেষ।

৮

যথায় আদর কোকিলা-কণ্ঠের;
অবশ পুরুষ দেয় করতালি
রমণী-ব্যায়ামে,—জঘন্য খেমটায়
যথায় দাসত্ব-শৃঙ্খল-শিঞ্জিত;
লক্ষ্ণৌ চেয়ে, লক্ষ্ণৌ টপ্পার আদর;
তথা এ সঙ্গীত, মানি—হাস্যকর।

৯

গর্জ্জেছিল এই সঙ্গীত আমার,

পাঞ্চজন্যে মহাকুরুক্ষেত্র-রণে ;
শিঞ্জিনী-শিঞ্জনে, অস্ত্রের ঝঞ্জনে,
রথের ঘর্ঘরে, ঘোর সিংহনাদে।
সেই সঙ্গীতের হইয়াছে, হায়।
শেষ তান লয় 'চিলেন্‌ওয়ালায়'।

১০

আজি সেই বীর সমাধি-ভবনে
জাগিবে কি সেই সঙ্গীত আবার ?
এই রাশিকৃত শীতল অঙ্গারে
এক কণা অগ্নি হ'বে কি সঞ্চার ?
লৌহে লৌহে হয় অগ্নি উদ্গীরণ ;
লোহায়, অঙ্গারে !—ভস্মের নির্গম !

১১

ভস্মরাশিময় আজি এ ভারত,
কে শুনিবে বীর-সঙ্গীত আমার ?
কি আছে ভারতে, গাইবে যে কবি,
ঢালিয়া অমৃত ভস্মের ভিতর ?
বরঞ্চ পশিয়া হিমাদ্রি-কন্দরে
শুনা'ব সঙ্গীত ওই কেশরীরে।

১২

গাইব তাহার তীব্র পরাক্রম,
গাইব তাহার বীর্য্য অবয়ব,
গাইব তাহার দুর্জ্জয় নখর,
গাইব তাহার গর্জ্জন ভীষণ।
অতৃপ্ত উদর,—অসংখ্য দশন,—
গাইব তাহার রক্তিম লোচন।

১৩

শুনিয়া সঙ্গীত, নাচিবে নির্জ্জীব
মহীরুহচয় ভুজ আস্ফালিয়া;
জাগিবে পাষাণ; গর্জ্জিবে জীমূত
বনে দাবানল উঠিবে জ্বলিয়া।
গা'বে প্রতিধ্বনি ভীষণ নির্ঘোষে,
দূরে মহাসিন্ধু উত্তরিবে রোষে।

১৪

কিম্বা বসি' সেই মহাসিন্ধু-তীরে,
মহা-অম্বুসহ কণ্ঠ মিশাইয়া
গাইব নির্ঘোষে সঙ্গীত আমার
মহানন্দে, মহাসিন্ধু উচ্ছ্বসিয়া।
শুনিয়া সঙ্গীত ঘন গরজিয়া,
ঘন ঘনরাশি আসিবে উড়িয়া।

ফাটিবে জলদ ; ছুটিবে বিদ্যুৎ—
তীব্র অগ্নিবাণ বিদারি' গগন !
মাতিবে জলধি ; ছুটিবে তরঙ্গ—
বরুণাস্ত্র শত, সহস্র—ভীষণ !
তখন আনন্দে করিয়া ঝঙ্কার,
রণরঙ্গে কবি পা'বে পুরস্কার।

অপ্রকৃত স্বপ্ন।

বিদেশে, বিজনে, আহা ! নির্ব্বাসিতপ্রায়,
দিবস রজনী জ্বলি' বিরহ-জ্বালায়,
ভাসে যে অভাগা সদা নয়নধারায়,
কল্পনা পাপিনী তা'রে প্রতারিতে, হায়,
কতই মোহিনী মূর্ত্তি করে প্রদর্শন,
কতই কুহকে করে বিমোহিত মন।
কখন দুর্লঙ্ঘ্য সিন্ধু সুনীল লহরী,
বিশাল পর্ব্বতশ্রেণী সুখে পরিহরি',
চিন্তাদগ্ধ এই চিত্ত করিয়া হরণ
স্বদেশে, স্বজন-কাছে, করে বিচরণ

বিরহে মলিন মম হৃদয়ের মণি,
মাতৃপিতৃহীন ভ্রাতা, অভাগা ভগিনী,
কেমনে কাঁদি'ছে তা'রা মা মা মা বলিয়া
কাতর নয়নে শূন্য গৃহ নিরখিয়া !
একে একে সব চিত্র করি প্রদর্শন,
একেবারে শোক-শিখা করে উদ্দীপন !
কখন বা ছায়া-পথে নন্দন কাননে
ল'য়ে যায় করে ধরি', সঙ্গিনী কল্পনে।
পারিজাত-পরিমল, অমৃত-সিঞ্চনে,
আমোদি'ছে, বহি চির বসন্ত পবনে।
ত্রিদিব সঙ্গীতে মোহে শ্রবণ-বিবর,
অমর উন্মত্ত যাহে, কিবা ছার নর ?
ভুলিয়া পিতার শোক, জননী-বিয়োগ,
করে চিত্ত অনুভব অমর-সম্ভোগ :
কি বলিব গত নিশি মজিয়া চিন্তায়,
শুইলাম মনোদুঃখে কণ্টক-শয্যায় ;
দক্ষিণে গবাক্ষ দ্বার করি' অনর্গল,
বহিতেছে মলয়ের স্রোত অবিরল।
একটী চন্দ্রের রশ্মি, ছাড়ি' বাতায়ন,
পতিত হইল মম হৃদয়ে তখন ;

মম দুঃখে শশধর হইয়া কাতর,
জুড়াইতে চিত্ত যেন বাড়া'লেন কর।
কতই ভাবনা মনে হইল উদয়,
ফুটিয়া কতই আশা পাইল বিলয়।
সরল শৈশব ক্রীড়া, কৈশোর প্রমোদ,
পিতার বিয়োগ—(আহা! হ'ল কণ্ঠরোধ)
দরিদ্রতা-নিবন্ধন ভিক্ষা দ্বারে দ্বারে,
জননী-বিরহানল, অভাগা ভ্রাতারে,
একে একে সব কথা হইল স্মরণ,
ভাবনায় ক্লান্ত নেত্র মুদিনু তখন!
স্বপনের যবনিকা হ'ল উদ্ঘাটন,
দেখিলাম দিব্য এক আনন্দ ভবন
শোভি'ছে ঝলসি' নেত্র রঙ্গভূমি প্রায়,
আমোদ-লহরী তাহে ছুটিয়া বেড়ায়।
আমোদে খেলি'ছে শিশু হাসিয়া হাসিয়া,
আমোদে জ্বলি'ছে আলো কাঁপিয়া কাঁপিয়া;
আনন্দে কাচের শার্সি প্রতিবিম্ব তা'র
দেখাই'ছে থেকে থেকে; বাহিরে আবার
হাসিতেছে চন্দ্রালোক নব দূর্ব্বাদলে;
হাসে ধরা ঢাকি' মুখ কৌমুদী-অঞ্চলে;

প্রাঙ্গণেতে ঝাড়গণ স্বনিয়া স্বনিয়া
গৃহস্থে কল্যাণ করে আনন্দে মাতিয়া।
যুগল রমণী মূর্ত্তি বিজলীর প্রায়,
প্রবেশিল রঙ্গভূমে, রূপের আভায়
লজ্জায় প্রদীপালোক হইল মলিন,
প্রভাকর করে যথা শশধরে দীন।
সুশ্যামল জ্যোতিঃপূর্ণ কোন ভাগ্যবান
ধরাতলে নাহি বুঝি তাহার সমান,
বয়োজ্যেষ্ঠা রমণীর করেতে ধরিয়া,
আনিলেন সগৌরবে, ধনুক ভাঙ্গিয়া;
নৃপতি সমাজে, যথা জানকী-জীবন,
আনিলেক জনকের দুহিতা রতন।
প্রাণেশের করে কর জানকী সুন্দরী,
লাজে অবনত মুখ অঞ্চল আবরি',
হাসিলেন প্রিয়তম গৌরবের ভরে,
হাসিলেন এ রমণী প্রফুল্ল অন্তরে।
আবার নবীনা প্রতি করি নিরীক্ষণ,
অপরূপ রূপকান্তি বসন ভূষণ,—
মাতৃস্নেহ-পূর্ণ হাসি হাসিয়া আবার,
নয়ন পল্লব ধীরে নামিল তাঁহার।

প্রাচীরের কাছে স্বর্ণ প্রতিমার প্রায়
দাঁড়াইয়া, জগন্মাতা জিনিয়া উমায়।
নিরখিয়া চিত্রভ্রম জন্মিল অন্তরে,
ভাবিলাম গৃহস্বামী বুঝি শ্রদ্ধাভরে
চিত্রিয়াছে প্রাচীরেতে, প্রেমের বরণে,
পূর্ণলক্ষ্মী প্রতিমূর্ত্তি এ মম ভবনে।
মায়ের মমতাপূর্ণ বদন তাঁহার,
ইচ্ছা হ'ল, নিরখিয়া ডাকি বারম্বার
মা মা বলি ; একবারে হই বিস্মরণ
অভাগার মাতৃশোক, জুড়াই জীবন।
অমনি দুঃখিনী মায়ে হইল স্মরণ
নীরবে নয়ন-নীর হইল পতন।
শোকেতে কাতর হ'য়ে নবীনার পানে
দেখিলাম, যেন শশী বিরাজে বিমানে,
বিরাজি'ছে রূপবতী নবদুর্গা প্রায়,
বারেক দেখিলে মূর্ত্তি নয়ন জুড়ায়।
কোমল কনককান্তি, প্রসন্ন বদন,
উজ্জ্বলিল দর্শকের হৃদয়-গগন।
কৌলিন্য-কালিমা কিন্তু পড়িয়া তথায়,
বিধাতার নিদারুণ হৃদয় জ্বালায়।

রূপরাশি প্রতিবিম্ব পড়িয়া নয়নে,
শোভিতেছে নেত্র শুভ্র সুনীল বরণে।
পূর্ণচন্দ্র কররাশি জলদমালায়
শরদে যেমন শুভ্র বর্ণ শোভা পায়।
কিম্বা যথা মরকত সুবর্ণ পাতায়
পরস্পরে সমধিক সৌন্দর্য্য বাড়ায়।
পরিধান পেশোয়াজ, খচিত কাঁচলি,
নীলাম্বর শোভাপায় বরণ উজলি';
কারুকার্য্য, দীপালোকে সহস্র নয়ন
প্রকাশিয়া, দেখিতেছে অতুল বরণ।
নবীন প্রণয়বশে নয়ন চপল
হাসি'ছে, হাসিতে পূর্ণ অধর যুগল।
তরল সে হাসি, আহা! সতত তথায়
বিরাজি'ছে যেন স্থির বিজলীর প্রায়।
আবার সে মুখশশী গম্ভীর কখন,
ঝড়-প্রতীক্ষায় যথা জলধি-জীবন।
সরলে তুলিয়া মুখ, সরল নয়নে
চাহিল সরলভাবে, বিকাশি' দশনে
সরল সুন্দর হাসি; এ চিত্ত-দর্পণে
প্রতিবিম্ব ছলে হাসি হাসিল তখনে।

চারি চক্ষু মুহূর্ত্তেক হইল মিলন,
আবেশে সে পদ্মনেত্র মুদিল তখন।
এই দৃষ্টি প্রবেশিয়া হৃদয়ে আমার,
খুলিল এ অভাগার স্মৃতির দুয়ার।
স্বদেশে—স্ববাসে মন উড়িল তখন,
প্রেমের প্রতিমা কত করিনু দর্শন।
কখন বা সহোদরা ভগ্নী চতুষ্টয়ে,
কভু মম অভাগিনী এ পোড়া হৃদয়ে
হইল উদয়, আহা! কি বলিব আর,
প্রণয়-পূরিত হ'ল হৃদয় আমার।
ঢাকিল ভাবনা-মেঘে হৃদয়-আকাশ,
ঘূরিতে লাগিল ধরা, গগন, আবাস।
অমনি রমণীদ্বয় কোমল চরণে
প্রবেশিল ধীরে ধীরে রজত-প্রাঙ্গণে।
বসুন্ধরা প্রেমভরে চুম্বিয়া চরণ,
বলিলেন ঝিল্লিরবে,—"সার্থক জীবন।"
কৌমুদী সস্নেহে কর করি' প্রসারণ,
উভয়েরে শান্তভাবে দিল আলিঙ্গন।
মলয় ঘোমটা খুলি' শর্ব্বরীসখায়
দেখাইল মুখচন্দ্র, মলিন লজ্জায়।

দেখিয়া পাদপচয় স্বন স্বন স্বরে
ধাতার কৌশল তা'রা গায় প্রেমভরে।
চলিলেন মা আমার কোমল চরণে,
যথা লক্ষ্মী তেয়াগিয়া জলধি-জীবনে।
চলিলা নবীনা গর্ব্বে যৌবনে মাতিয়া,
চলে যথা তরঙ্গিনী নাচিয়া নাচিয়া
চন্দ্রের কিরণতলে, সুনীল সাগরে,
বহে যবে সমীরণ শান্তবেগ ধ'রে।
চলি'ছেন মহাগতি সম্মুখে সবার,
পত্নীভাবে প্রবীনায় দেখি বারম্বার;
নবীনা পশ্চাতে চলে লহরী-চলন,
সেই ধন্য এই যা'র কণ্ঠের ভূষণ।
প্রেম-সুখে বুঝি তা'র হৃদয় অচল,
না জানি কাহার এই পূর্ব্ব পুণ্যফল!
দেখিতে দেখিতে সব হ'ল অদর্শন;
চড়াৎ করিয়া ঘুম ভাঙ্গিল তখন।
এমন প্রতিমা কি হে দেখিব আবার?
দেখি নাই এই জন্মে—দেখিব না আর!
কি জাগ্রতে, কি নিদ্রায়, স্বপন-সময়ে
এই দুই মূর্ত্তি মম জাগিবে হৃদয়ে।

পাগলিনী।

১

পাগলিনি রে আমার !
এই কান্না, এই হাসি ; এই আনন্দের রাশি ;
এই দেখি মুখচন্দ্র বিষাদে আঁধার ;
এই নাচ, এই গাও ; এই যাও, ফিরে চাও ;
এই অন্তর্ধান, এই গলায় আবার ;
পাগলিনি রে আমার !

২

চঞ্চল চিত্তের স্রোত ;—
কিবা সুখ, দুঃখ তায় স্থির না থাকিতে পায়,
ভেসে যায় স্রোতে ক্ষুদ্র তৃণের আকার ;
এই প্রেম বরিষায়, সেই স্রোত পূর্ণ কায়,
এই মান নিদাঘেতে বিশুষ্ক আবার ;
পাগলিনি রে আমার !

৩

পিঞ্জরের পাখী তুমি,
বেড়াও পিঞ্জর মাঝে, চরণে-শৃঙ্খল বাজে,
নাহি জ্ঞান, আনন্দেতে গাও অনিবার
স্বভাব সঙ্গীতরাশি, আঁধারে জ্ঞানের বাঁশী ;

যে বুলি বলাই তাহা বল আর বার,
পাগলিনি রে আমার!

৪

এই পাগলিনী মূর্ত্তি,—
একমাত্র বাঙ্গালির দুঃখ সাগরের তীর,
এই মূর্ত্তি;—একমাত্র গৃহ-অলঙ্কার;
বাঙ্গালির শূন্য ঘরে এই মূর্ত্তি শোভা ধরে,
অন্য মূর্ত্তি কদাচিৎ শোভিবে না আর,
পাগলিনি রে আমার!

৫

শোভিবে না আহ্লাদিনি!
আহ্লাদিনী বঙ্গ-ঘরে! বির্ঝরিণী মহীধরে!
মরুভূমি মধ্যে মৃগতৃষ্ণিকা সঞ্চার!
জ্বলিতেছে চিতাগ্রায় যাহার হৃদয়, হায়!
তাহার আলয়ে কিসে আহ্লাদ আবার?
পাগলিনি রে আমার!

৬

শোভিবে না বিষাদিনি!
বাহিরের দুঃখানলে নিরন্তর চিত্ত জ্বলে,
তাহাতে বিষাদ যদি গৃহেতে আবার,

হতভাগ্য বঙ্গবাসী, হইবেক ভস্মরাশি,
কোথায় জুড়া'বে এই যন্ত্রণা তাহার ?
পাগলিনি রে আমার !

৭

গম্ভীরা ব্রাহ্মিকামূর্ত্তি।
নাহি সুখ, নাহি দুখ, সতত বিষণ্ণ মুখ,
পাপে অনুতাপে চিত্ত দহে অনিবার !
এই পাপরাশি, হায় ! যা'বে কোন্ তপস্যায় ?
এত পাপ যা'র ঘরে, কি সুখ তাহার ?
পাগলিনি রে আমার !

৮

নাহি চাহি কোন মূর্ত্তি ;—
আহ্লাদিনী, বিষাদিনী, কিম্বা পাপপ্রয়াসিনী,
নাহি চাহি অন্য ছবি গৃহেতে আমার,
ওই কান্না, ওই হাসি, আমি বড় ভালবাসি,
ওই বালিকার শুভ্র-হৃদয় তোমার,
পাগলিনি রে আমার !

৯

জ্বলিয়া অনন্ত দুঃখে,
যবে দগ্ধ কলেবরে, ফিরিয়া আসিব ঘরে,

দেখিব বিষাদে মাখা সকল সংসার,
তখন হাসিয়া সুখে, কোমল প্রসন্নমুখে,
ধরিয়া গলায় মম, হাসিও আবার,
পাগলিনি রে আমার!

১০

কিম্বা যদি হাসিমুখ,
দেখ, প্রিয়ে! কোন দিন, বিদ্যুৎ,কৌমুদী লীন
অধর টিপিয়া, (শুনি সুখ-সমাচার),
"পাই নাথ! যেই সুখ, নিরখি তোমার মুখ,"—
বলিও—"তাহার কাছে, কি সুখ আবার!'
পাগলিনি রে আমার!

১১

এই বরিষার মত,
তব মুখে সদা দেখি, মেঘে চন্দ্রে মাখামাখি,
মনে বিদ্যুতেতে মাখা আদর আমার;
তব কান্না, তব হাসি, তাই এত ভালবাসি,
তরল চঞ্চল ওই হৃদয় তোমার,
পাগলিনি রে আমার।

১২

যে চাহে দেখিতে, প্রিয়ে!

অচঞ্চল সৌদামিনী, অচঞ্চল কাদম্বিনী,
অচঞ্চল আহ্লাদিনী,—হউক তাহার!
আমি মেঘে ভালবাসি, চঞ্চলা চপলা হাসি;
আমি ভালবাসি তোরে,—চাঞ্চল্য সবার!
পাগলিনি রে আমার!

অনন্ত শয্যা।

১

মাত ভাগীরথি পুণ্যপ্রবাহিনি,
অমরা, ভূতলে তুমি মন্দাকিনী,
যুগ যুগ হ'তে তুমি সুশোভিনি?
ভারতের কণ্ঠে রজতের হার।
যুগ যুগ হ'তে করেছ দর্শন,
কত রাজ্যোদয়—উন্নতি—পতন,
আর্য্য যবনের ম্লেচ্ছয় শাসন
ঘূরিতে ভারতে চক্রের আকার।

২

দেখিয়াছ, হায়! যেন উল্কা তারা
ভারত-অদৃষ্ট-আকাশে যাহারা

হইয়া উদয়, হ'য়ে দিশাহারা
  চকিতে খসিয়া পড়েছে ধরায় ।
কেহ বা অকালে, কেহ কালে কালে,
কেহ কারাগারে, কেহ করবালে,
কেহ রণক্ষেত্রে, শত্রু-শরজালে
  কেহ অন্তঃপুরে কুসুম-শয্যায় ।

৩

কত শোক-দৃশ্য সময়ে সময়ে
হইয়াছে প্রতিবিম্বিত হৃদয়ে,
সমর, বিপ্লব, বিদ্রোহ দুর্জ্জয়ে,
  মহামারী-ভয়, দুর্ভিক্ষ দুর্ব্বার !
কিন্তু বল, মাত ! দেখেছ কখন
রাজ্ঞী-প্রতিনিধি, ভারতরাজন,
আততায়ী করে হইতে পতন,
  করিয়া ভারত-অদৃষ্ট আঁধার !

৪

হেন শোকাবহ দৃশ্য কি কখন,
বল, শৈলসুতে ! করেছ দর্শন ?
তব বাসতীর সেজেছে যৌবন,
  মলিন বিশেষ যাহার আকার !

রাজগৃহ হ'তে শোকস্রোতধার,
শোকে কলিকাতা করি অন্ধকার,
আসি চাঁদপালে, দেখ একবার,
কাল রূপে তব ব্যাপিতেছে কায়।

৫

যেই কলিকাতা হেন সন্ধ্যাকালে
পূর্ণিত হইত ভীম কোলাহলে,
আজি দাঁড়াইয়া নীরবে সকলে,
জীবন-প্রবাহ অবিচল প্রায়।
মলিন বদন, কাল পরিধান,
কি হিন্দু, যুনানি, কিম্বা মুসল্মান,
শোকে দিনমণি হ'য়ে তিরোধান,
কাল-সন্ধ্যাজালে বদন লুকায়।

৬

ওই তুলিতেছে কাল শরাসন,
যাহাতে শায়িত ভারত-রাজন;
ঐ রাজপ্রাসাদে করিয়া শয়ন,
তৃপ্তি হইত না হৃদয়ে যাহার;
এই কাষ্ঠে—অতি ক্ষুদ্র আয়তন,—
আজি তিনি সুখে করিয়া শয়ন,

অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত এখন,—
হায়! মানুষের অদৃষ্ট দুর্ব্বার!

৭

"ডেফনি" হইতে "কফিন" তুলিয়া,
রাজহর্ম্ম্যমুখে নিতেছে টানিয়া,
দ্বাদশ তুরঙ্গে, বিষাদে ডুবিয়া,
নীরবে নগর করি'ছে দর্শন।
সঙ্গে চলে রাজপুরুষ সকল,
অধোমুখে অস্ত্র, অস্ত্রধারীদল,
ভ্রাতৃত্রয় শোকে, বহে অশ্রুজল,
নীরব সকল, বিরস বদন।

৮

গ্রুম্ গ্রুম্ দুর্গে তোপের গর্জ্জন,
গ্রুম্ গ্রুম্ ডেক্সি উত্তরে তেমন,
পলে পলে যেন অশনি পতন,
স্তব্ধ গঙ্গাজল বহি'ছে উজান;
ঝম ঝম ঝম গভীর নিনাদে,
সকরুণ স্বরে তুর্য-বাদ্য কাঁদে,
অর্দ্ধ-অবনত উড়ি'ছে বিষাদে,
ব্রিটিশ-পতাকা বাড়িয়া নিশান।

৯

আবার আবার তোপের গর্জ্জন,
আবার আবার বাদ্যের রোদন,
তালে তালে চলে কাষ্ঠ-শবাসন,
তালে তালে চিত্ত হ'তেছে দ্রবিত ;
কিন্তু বৃথা সব, মিছা আড়ম্বর,
যদি শত তোপ্ সহস্র বৎসর,
অথবা সহস্র আগ্নেয় ভূধর
হুঙ্কারিয়া করে পৃথিবী কম্পিত ;

১০

সেই ভীমরোলে তথাপি কখন
নির্জ্জীব হৃদয় হ'বে না চেতন ;
স্বর্গীয় প্রভুর শ্রবণে কখন
শব্দমাত্র তা'র পশিবে না আর।
বধির শ্রবণ চিরদিন তরে
হ'য়েছে ; বসন্ত কোকিল কুহরে,
কিম্বা বরিষার মেঘের ঘর্ঘরে,
হইবে না কভু চেতন আবার।

১১

নীরব সে স্বর, যাহাতে কম্পিত

হইত "সুমেরু" "কুমারী" সহিত
যাঁ'র আজ্ঞা, নাহি বাছি' হিতাহিত,
লইত হিমাদ্রি মস্তক পাতিয়া ;
যেই পদে কত রাজা রাণীগণ
হারায়েছে, পাইয়াছে সিংহাসন,
যোধপুরপতি যাবৎ জীবন
র'বে' মণিহারা ভুজঙ্গ হইয়া !

১২

অচল সে কর—সে কর [illegible]
কোটি কোটি নর জীবন সহিত,
যাহাতে [illegible]
হইত অদৃশ্য সেই করে, হায় !
প্রকাণ্ড ভারত-রাজ্যের [illegible],
রাজ্য হিতাহিত মনে নাহি গণি',
তুচ্ছ করি' প্রজা প্রতিবেশী আদি,
চালায়েছে সদা আপন ইচ্ছায় ।

দেখিয়াছি সুখ-স্বপ্নে নন্দনে অপ্সরা,
কিন্তু হেন চারু চিত্র দেখিনি কখন।

৩

দেখিব কি! দেখিলে কি নয়ন মোহিত
পারে কেহ ফিরাইতে? র'বে অবিরত
মুগ্ধদৃষ্টি এক স্রোতে চিত্রে প্রবাহিত;
চিত্র দেখি হইলাম চিত্রিতের মত।

৪

বিরহেতে গুরুতর উরসের ভারে
ঢলিয়া পড়েছে বামা কুসুমেষু-শরে
কুসুম-শয়নে; কিন্তু কুসুমে কি পারে
নিবাইতে যে অনল জ্বলি'ছে অন্তরে?

৫

সুগোল সুবর্ণনিভ অঙ্ক ভুজোপরে
শোভে পূর্ণ-বিকশিত-বদন কমল,
(রূপের কমল, মরি, কাম-সরোবরে),
—অর্জুন বিরহে কিন্তু নিমীলিত দল।

৬

শোভিতেছে অন্য করে কাম্বু মনোহর,
খচিত অলঙ্কারাদি [illegible]

রতনভূষণ ত্যজি' পাঠেতে মগনা,
তথাপি বিরহানল দহি'ছে জীবন।"

১১

পুণ্যবান্ তুমি! হায়, যাহার লাগিয়া
এই প্রেমময় চিত্র চিন্তায় অচল,
শত পুণ্যবান্ তুমি—যাহার লাগিয়া
হায়, এই চিত্রময় বিরহ অনল!

১২

অতুল ঐশ্বর্য্য তব,—অসংখ্য রতনে
পূরিত ভাণ্ডার তব, রত্নাকর জিনি';
সকল রত্নের রত্ন—দুর্লভ ভুবনে!
অমূল্য রতন এই বিনোদ কামিনী।

১৩

হেন রত্ন, হায়, যাঁর কণ্ঠের ভূষণ,
তাহার জীবন-পথ উজ্জ্বল সতত
পবিত্র প্রণয়ালোকে—মানব-জীবন
নন্দন-কাননে ইন্দ্রসুখ-স্বপ্নমত।

১৪

উজ্জ্বল মুকুরস্থায়ী ভানুর প্রতিমা
দেখে যথা মুগ্ধ নর প্রতিবিম্বে জলে;

কিম্বা যথা দেখে সেই অনল-গরিমা
সুদূরবীক্ষণে কিম্বা বিজ্ঞান-কৌশলে ;

১৫

সেমতি কি পুণ্যবলে এই রূপরাশি
দেখিলাম প্রতিবিম্বে এই চিত্রপটে ;
চিরদিন স্মৃতি-নেত্রে, র'বে দিবানিশি
চিত্রময়ী মনে, চিত্র নয়ন-নিকটে।

১৬

হরিষে প্রণয়ে রক্ত অধর যুগল—
চিত্রে অচঞ্চল—যবে বর্ষে সুসঙ্গীত ;
সেই সুললিত কণ্ঠ—মধুর তরল,
হৃদয়ে পবিত্র প্রেমে করি উচ্ছ্বসিত ;

১৭

বড় সাধ সে সঙ্গীত শুনি একবার,
বড় সাধ নিরখি সে আচ্ছন্ন নয়ন—
কমল-কোরক ;—যবে স্নেহের আসার
বিকাশে ত্রিদিব-শোভা, উজ্জ্বল বরণ।

১৮

না দেখি, না শুনি ;—কিন্তু দেখিব শুনিব
কল্পনার নেত্রে, কর্ণে দিবস যামিনী ;

রতনভূষণ ত্যজি' পাঠেতে মগনা,
তথাপি বিরহানল দহিছে জীবন।"

১১

পুণ্যবান তুমি! হায়, যাহার লাগিয়া
এই প্রেমময় চিত্র চিন্তায় অচল,
শত পুণ্যবান্ তুমি—যাহার লাগিয়া
হায়, এই চিত্রময় বিরহ অনল!

১২

অতুল ঐশ্বর্য্য তব,—অসংখ্য রতনে
পূর্ণিত ভাণ্ডার তব, রত্নাকর জিনি';
সকল রত্নের রত্ন—দুর্লভ ভুবনে!
অমূল্য রতন এই বিনোদ কামিনী!

১৩

হেন রত্ন, হায়, যা'র কণ্ঠের ভূষণ,
তাহার জীবন-পথ উজ্জ্বল সতত
পবিত্র প্রণয়ালোকে—মানব-জীবন
নন্দন-কাননে ইন্দ্রসুখ-স্বপ্নমত!

১৪

উজ্জ্বল সুদূরস্থায়ী ভানুর প্রতিমা
দেখে যথা ক্ষুদ্র নর প্রতিবিম্বে জলে;

কিম্বা যথা দেখে সেই অনল গরিমা
সুদূরবীক্ষণে কিম্বা বিজ্ঞান-কৌশলে ;

১৫

কেনাত কি পুণ্যবলে এই রূপরাশি
দেখিলাম প্রতিবিম্বে এই চিত্রপটে ;
নিরখিব স্মৃতি-নেত্রে, র'বে দিবানিশি
চিত্রময়ী মনে, চিত্র নয়ন-নিকটে।

১৬

হরিষে প্রণয়ে রক্ত অধর যুগল—
চিত্রে অচঞ্চল—যবে বর্ষে সুসঙ্গীত ;
সেই সুললিত কণ্ঠ—মধুর তরল,
হৃদয়ে পবিত্র প্রেমে করি উচ্ছ্বসিত ;

১৭

বড় সাধ সে সঙ্গীত শুনি একবার,
বড় সাধ নিরখি সে আচ্ছন্ন নয়ন—
কমল-কোরক,—যবে স্নেহের আসার
বিকাশে ত্রিদিব-শোভা, উজ্জ্বল বরণ।

১৮

না দেখি, না শুনি ;—কিন্তু দেখিব শুনিব
কল্পনার নেত্রে, কর্ণে দিবস যামিনী ;

পবিত্র স্বপনে কিম্বা শুনিব, দেখিব,
চিত্রময়ী কণ্ঠ, চিত্র বিনোদ কামিনী।

রাজা কালীনারায়ণ রায় বাহাদুর।

১

রাজন্ !
রত্নগর্ভা পূর্ব্ববঙ্গে তুমি ভাগ্যবান
হিন্দুকুলে
পূর্ব্ববঙ্গ সমুজ্জ্বল গৌরবে তোমার ;
যে কিরীট দয়া করি' অর্পিলা ভারতেশ্বরী
তব শিরে, অক্ষয় তা' থাক তব ঘরে
সমুজ্জ্বল,—পূর্ব্ববঙ্গ আশীর্ব্বাদ করে।

২

কালের করাল স্রোতে গিয়াছে ভাসিয়া
অভাগীর
কত শত কীর্ত্তিস্তম্ভ,—গৌরব-আধার ;
তাহে পদ্মা বাম যা'রে, কে রক্ষিতে পারে তা'
পূর্ব্ব ইতিহাস কথা কহে ধীরে ধীরে :—
ভগ্ন শিলা "বুড়ীগঙ্গা", "কীর্ত্তিনাশা"-তীরে

৩

এত দিনে অভাগিনী পুছিয়া নয়ন
সনিশ্বাসে,
যুড়া'বে তাপিত প্রাণ, দেখিয়া তোমারে ;
মলিন বদনে আসি, দেখা দিবে চারু হাসি,
ভগ্ন শিলারাশি-মাঝে দেখিবে এখন
তব রাজ্য-হর্ম্ম্য-শোভা নয়ননন্দন।

৪

নিষ্প্রভ শশাঙ্ক যথা প্রভাকর করে
সমুজ্জ্বল ;
আজি এই আর্য্যভূমে, হায় রে, তেমতি
ব্রিটিশ-তপন-করে শোভিতেছে স্তরে স্তরে
চন্দ্রনিভ সংখ্যাতীত নৃপতিমণ্ডল,
ভারতের সূর্য্যবংশ গেছে অস্তাচল।

৫

আপনি নিষ্প্রভ তবু প্রভাকর-করে
শশধর
শীতল কিরণজালে জুড়ায় সংসার,
তেমতি, হে নৃপবর। জুড়াউক নিরন্তর,
আজি হ'তে বঙ্গদেশ কিরণে তোমার ;

হাস্থক পদ্মায় চির প্রতিবিম্ব তা'র।

৬

রচি' যথা প্রভাকর ঘনবর-শিরে
ইন্দ্র চাপ,
চাতকিনী-তৃষ্ণা তাহে বাড়ায় দ্বিগুণ,
বৃটিশ-ভাস্করে আজি তোমায় কিরীটে সাজি'—
গুরু ভার!—বাড়া'য়েছে তৃষ্ণা বাঙ্গালার,
জুড়াইবে তুমি বর্ষি' দয়ার আসার।

৭

অন্ধকার অন্তঃপুরে বঙ্গ বিধবার
নয়নাশ্রু
ঝরে যথা অনিবার অদৃশ্যে আঁধারে,
শোকাতুরা বিহঙ্গিনী, কাঁদে যথা একাকিনী,
নির্জন কাননে, সেই অরণ্যে রোদন
করে যেন তব নেত্রে অশ্রু আকর্ষণ।

৮

উঠিয়াছে বঙ্গে যেই 'হা অন্ন' হতাশ—
হাহাকার!
না জানি ইহার শেষ হইবে কোথায়;
দরিদ্রতা-দাবানলে যায় দেশ যায় জ্বলে,

কর এ অনলে দয়া-বারি বরিষণ,
বড় শোভা নৃপতির সজল নয়ন!

৯

কল্পতরু হ'ক ওই কিরীট তোমার,
মহাভাগ!
দিন দিন দীপ্তি তা'র হউক বর্দ্ধিত,
প্রসারি' তরঙ্গ রঙ্গে, জ্ঞান-জ্যোতিঃ পূর্ব্ববঙ্গে,
শান্তি সুখে পূর্ণ হ'ক সেই জ্যোতিস্থল,
লভুক নিরন্নে অন্ন—তৃষ্ণাতুরে জল।

১০

দেশের দুর্ভাগ্যে যেন কাঁদে তব মন,
নৃপবর!
রত্নপ্রসবিনী বঙ্গ সাগরসম্ভবা,
হইতেছে দিন দিন, তনুক্ষীণ, প্রাণহীন,
দিন দিন অধোগতি—ইচ্ছা বিধাতার,
সম্মুখে অতলস্পর্শ, র'য়েছে তাহার।

১১

বঙ্গের কবিতা ওই অনাশ্রিতা লতা,
দীনহীনা,
পায় যেন, নৃপবর! আশ্রয় তোমার,

দিন দিন পল্লবিতা, হয় যেন, রসাশ্রিতা.
তব যশোপুষ্পে সাজি' কোমল বল্লরী,
মোহে যেন বঙ্গবাসী সৌরভ বিতরি'।

১২

তুমি রাজা, পুত্রবর রাজেন্দ্র তোমার
পুণ্যবান,
মিশিয়াছে তব গৃহে লক্ষ্মী সরস্বতী ;
মিশি' পূর্ব্ব বাঙ্গালায়, যথা পদ্মা মেঘনায়
চলি'ছে অনন্ত মুখে,—বহুক তেমতি
এক স্রোতে তব গৃহে যুগ্ম স্রোতস্বতী।

১৩

বঙ্গ ইতিহাসে যেন গায় শতমুখে
তব কীর্ত্তি,
লিখে রাখে বঙ্গ ভাষা অমর অক্ষরে,
বাঙ্গালার ঘরে ঘরে, অনন্ত কালের তরে,
হয় যেন যশোগান।—পরম আদরে
পুনর্ব্বার পূর্ব্ববঙ্গ আশীর্ব্বাদ করে।

অশোকবনে সীতা।

চিত্র-নভঃ-কিরীটিনী সচন্দ্র রজনী,
চিত্রি' বিকসিত নৈশ কুসুম মালায়
উদ্যান, সরসী-নীর ; অযুত রতনে
চিত্রি' সচঞ্চল চির নীল নীরনিধি,
ভাসি'ছে নিদাঘাকাশে। বিশ্ব চরাচর
নীরবে শান্তির সুধা করিতেছে পান।
চন্দ্রের একটি রশ্মি শিবিরের দ্বারে
রহিয়াছে শতরঞ্জি—উপরে পড়িয়া,
যেন স্থির উল্কাখণ্ড, স্থিরতর জ্যোতিঃ।
নিরখিয়া সেই রশ্মি বিমল উজ্জ্বল,
উদাস হইল প্রাণ ; পর্য্যঙ্ক ত্যজিয়া
শিবির-বাহিরে নব শ্যাম দূর্ব্বাদলে
বসিলাম মন সুখে ; সম্মুখে আমার
অনন্ত, অসীম সিন্ধু। চন্দ্রের কিরণে
খেলি'ছে অনিলসহ সলিল-লহরী,
চুম্বি' মৃদু কলকলে মম পদতলে
রজত-বালুকাকীর্ণ ধবল সৈকতে।
দক্ষিণে আমার—মৃদু সুমধুর কলে

ছুটিয়াছে কল্লোলিনী* নাচিয়া নাচিয়া,
আলিঙ্গিয়া প্রতিকূল তীরে গিরিচয় ;
ধবল উত্তরী যেন মাধবের গলে।
অপূর্ব্ব প্রকৃতি-শোভা! অদূর ভূধর
শোভিতেছে মেঘবৎ আকাশের গায়ে ;
কেবল কোথায় কোন উচ্চ তরুবর
অরণ্য হইতে তুলি' উচ্চতর শির,
করিতেছে আকাশের সীমা নিরূপণ।
চিত্রিত আকাশ—চন্দ্র—ভূধর—সাগর,
চিত্তবিমোহিনী শোভা! মরি কি সুন্দর!
"এমন সময়ে" আমি ভাবিলাম মনে,
নিশা-হন্তা 'মেকবেত' সাধিল মানস
সুপ্ত "ডনকেনের" রক্তে ; এমন সময়ে
নিভাইল অশ্বথামা, ভজিয়া ধূর্জ্জটি,
পাণ্ডব বংশের পঞ্চ প্রদীপ উজ্জ্বল ;
এমন সময়ে লঙ্ঘি' উদ্যান-প্রাচীর,
ভেটিল 'রোমিও' প্রাণপ্রিয় জুলিয়েটে ;
নিরখিল চন্দ্র সূর্য্য একত্র উদয় ;
এমন সময়ে, হায়! প্রণয়-যন্ত্রণা

* কর্ণফুলী নদী।

নিভাইতে সাগরিকা উদ্যান-বল্লরী
ল,য়েছিল করে, দিতে কোমল গ্রীবায়,
উদ্বন্ধনে বিনাশিতে দুঃখের জীবন ;
এমন সময়ে সুপ্ত কনক লঙ্কায়,
একাকিনী শোকাকুলা পতির বিরহে
কাঁদিলা অশোক বনে সীতা অভাগিনী ;
"এমন সময়ে—" সেই সমুদ্রের কূলে
ভাবিতে ভাবিতে দেহ হইল অবশ ;
ক্রমে অজানিত সেই সমুদ্র-বেলায়
শুইলাম, সুকোমল দুর্ব্বাদলময়ী
শ্যামলশয্যায় ! স্নিগ্ধ সমুদ্র-নীরজ
অনিল বহিতেছিল অতি ধীরে ধীরে ;
পশিলাম ক্রমে নিদ্রা—স্বপন-মন্দিরে।
রত্ন-সৌধ-কিরীটিনী স্বর্ণ লঙ্কা জিনি,
দেখিনু শোভিছে রাজ্য জলধি-হৃদয়ে
শত লঙ্কা পরিসরে ; বাঁধা ছিল বলে
এক চন্দ্র, এক সূর্য্য রাবণ-দুয়ারে,
এই খানে সুকুমার প্রণয়-শৃঙ্খলে
কত চন্দ্র, কত সূর্য্য প্রতি ঘরে ঘরে
রহিয়াছে শৃঙ্খলিত। বহিতেছে বেগে

যেই রম্য রথশ্রেণী বাষ্পে, হুতাশনে,
অতি তুচ্ছ তা'র কাছে পুষ্পকের গতি।
চপলা সন্দেশবহা ; যাহার পরশে
মরে জীব, সে বিদ্যুৎ দেশদেশান্তরে,
কভু ছায়া-পথে, কভু জলধির তলে,
বহিতেছে রাজ—আজ্ঞা। অপর্ব্ব কৌশলে
বিরাজিয়া স্থানে স্থানে গণে অনায়াসে
সময়ের গতি কিম্বা আকাশের তারা।
লঙ্কার অমৃত ফল বানরের করে
হইল নিঃশেষ, কিন্তু এ অপূর্ব্ব পুরে
জাতীয়-গৌরব রূপ যে অমৃত ফল
ফলিতেছে অনিবার, বিনাশিতে তা'রে
পারিবে না নরে কিম্বা সমরে অমরে।
এমন অমৃত পানে পুরবাসিগণ,
আনন্দে শান্তির কোলে করিয়া শয়ন,
নিদ্রাযায় মন সুখে ; হায় রে! কেবল
অন্ধকার কারাগারে বসি, একাকিনী
একটী রমণীমূর্ত্তি করি'ছে রোদন।
কতকাল রমণীর নয়নের জল
ঝরিয়াছে, কে বলিবে ? সেই অশ্রুজলে

হইয়াছে দুঃখিনীর অঙ্কিত কপোল ;
কবরী অবেণীবদ্ধ, জটায় এখন
হইয়াছে পরিণত ; হায় ! করাঘাতে ক্ষত
বিক্ষত ললাট, স্থানে স্থানে কলঙ্কিত।
বহুমূল্য পরিধেয় নীল বস্ত্র খানি
হইয়াছে জীর্ণ শার্ণ—নিতান্ত মলিন,
ততোঽধিক রমণীর মলিন বরণ।
বহুমূল্য রত্নরাজি আছিল যথায়,
চরণে, প্রকোষ্ঠে, অংশে, উরসে, গ্রীবায়,
উদ্বন্ধন-লতিকার চিহ্নের মতন,
শ্বেত রেখা মাত্র এবে সর্ব্ব কলেবরে
রহিয়াছে বিদ্যমান, বাম করোপরে
রক্ষিত বদন-চন্দ্র ;—ফাটিল হৃদয়
এই মূর্ত্তিমতী শোক করি দরশন ;
জিজ্ঞাসিনু "বল মাতা ! কে তুমি দুঃখিনি ?
এমন বিষাদ মূর্ত্তি কিসের কারণ ?"
বলিয়া রমণী অশ্রু মুছিয়া অঞ্চলে,
"দুঃখিনী ভারত-লক্ষ্মী আমি, বাছাধন !
আমিই অশোক-বনে সীতা বিষাদিনী।"

প্রেমোন্মাদিনী।

১

বুঝিয়াছি,—
কেন রবি, শশী, তারা নিত্য নীলিমায়
পূরবে ফুটিয়া, পুনঃ পশ্চিমে মিশায়,
বুঝি চন্দ্রোদয়ে, কেন
জলধি উছলে হেন,
বুঝিয়াছি নীলাকাশে, বেড়িয়া ধরায়,
কেন রবি শশী তারা ভাসিয়া বেড়ায়।

২

বুঝিয়াছি,—
কেমনে পল্লবে তরু, বিকাসে প্রসূন,
বুঝিয়াছি কোন মতে অঙ্কুরে কুসুম,
বুঝিয়াছি কি কৌশলে
সময়ে অঙ্কুর ফলে,
অনন্ত জলধি-তল, অনন্ত গগন,
বুঝিয়াছি,—বুঝি নাই আপনার মন।

৩

বুঝি নাই,—
যেই প্রেম বিরাজিছে অন্তরে অন্তরে,
হৃদয়-শোণিতসহ হৃদয়ে-সঞ্চরে,

আদি নাই, অন্ত নাই,
বিরাম, বিশ্রাম নাই,
মানব-হৃদয়-গঙ্গা, সুধা-প্রবাহিণী
শান্ত ভাবে, বিলোড়নে-বিশ্ব-বিপ্লাবিনী।

৪

বুঝি নাই,—
জগতের মোহমন্ত্র সে প্রেম কেমন,
কোথায় অঙ্কুরে কিসে বিকাসে কখন,
কিসে নিভে, কিসে জ্বলে,
কিসে সুধা, বিষ ফলে,
কেন উগ্রচণ্ডা ?—বধে পরের জীবন ;
কেন দয়াময়ী ?—সাধে আত্ম বিনাশন।

৫

বুঝিব কি ?—
একদা নিশীথে আমি দাঁড়া'য়ে নির্জ্জনে,
চেয়ে আছি অন্য মনে আকাশের পানে,
অমাবস্যা অন্ধকার,
ঝিল্লিরবে বসুধার
করিতেছে নিদ্রাবেশ, পাইয়া নির্জ্জন
প্রকৃতি দেখি'ছে খুলি' নক্ষত্র-রতন।

৬

দেখি নাই,—
সে নিশীথে আমি সেই রত্ন রাশি পানে,
ছিলাম না শ্যামাঙ্গিনী নিশীথিনী-ধ্যানে,
যেই রত্ন দুরলভ,
রত্নাকর পরাভব,
ভাবিতে ছিলাম যাহা চিত্রিত আকার,
নক্ষত্র হতেও তাহা দুর্লভ আমার।

৭

ভাবিতেছি,—
কি ভাবনা? কেন ভাবি? কাহার কারণ?
দেখি নাই যা'রে, তা'র ভাবনা কেমন?
যেমন সাধকবর,
পাইতে অভীষ্ট-বর,
ভাবে বরদার রূপ, অদৃশ্য মুরতি,
ভাবিতেছিলাম বুঝি আমিও তেমতি।

৮

ভাবিতেছি,—
মানস শ্মশানে বসি কল্পনা তাপসী
করিতেছে মহাধ্যান; শঙ্কা পাপীয়সী

অপদেবতার মত,
বিভীষিকা কত শত,
করিতেছে প্রদর্শন; আশ্বাস প্রদান
কেবল করি'ছে আশা, তপস্থার প্রাণ।

৯

ভাবিতেছি,—
আর না, ভাবনা-স্রোত বহিল উজান;
দেখিলাম, দেখিব কি আর? দেখিলাম
অন্ধকার ভাগ করি,
কসিত স্বর্ণ তরী
রূপের তরঙ্গ তুলি' আসি'ছে ভাসিয়া,
শীতরশ্মি উল্কালতা আসি'ছে ছুটিয়া।

১০

মুক্তকেশ,
অন্ধকারে অন্ধকার, কটি-বিলম্বিত,—
চিকুরপ্রপাত; কৃষ্ণ, ঘন, রাশীকৃত;
সেই চিকুরের গায়,
যেই স্বর্ণ-প্রতিমায়
দেখিলাম চিত্রার্পিত, রহিল না আর।
অমাবস্যা অন্ধকার নয়নে আমার।

১১

মুক্তকেশী,

প্রসারিয়া দুই ভুজ, উন্মাদিনী প্রায়,

আসিছে ছুটিয়া যেন গ্রাসিতে আমায় ;

সচঞ্চল শ্বেতাঞ্চল,

করিতেছে দলমল,

পশ্চাতে চিকুর সনে,—কামের কেতন !—

সজলদ সৌদামিনী আসিছে যেমন।

১২

মুহূর্ত্তেক,—

মুহূর্ত্তেক প্রাণ মম হইল বিহ্বল,

মুহূর্ত্তেক শিরাচয় হইল অচল,

পুনঃ মুহূর্ত্তেক পরে,

শরীরের স্তরে স্তরে,

ছুটিল, বহিল উষ্ণ শোণিত জোয়ার,

দেখিলাম বিদ্যুদ্দাম গলায় আমার !

১৩

সে মুহূর্ত্ত,—

মানব-জীবনে সে যে কহিনুর মণি,

সে মুহূর্ত্ত জীবনের পূর্ণিমা রজনী,

সে মুহূর্ত্ত হায় আমি,
কোথা ছিনু নাহি জানি,
সে মুহূর্ত্ত নহে এই মানব-জীবন,
অহো সেই মাদকতা—আত্ম-বিস্মরণ!

১৪

কি সুখের!—
কি সুখে দেখিনু সেই উন্মাদিনী হায়।
দৃঢ় আলিঙ্গনে ভুজে বেঁধেছে আমায়
নীরবে মোহিত প্রাণে,
চেয়েছে গগণ পানে,
আমার হৃদয়ে রাখি বদন-কমল,
শুনে যেন হৃদয়ের সঙ্গীত তরল।

১৫

কি বলিব,
সুগোল সুবর্ণহারে পূর্ণ শশধর—
পুণ্যবান আমি—মম হৃদয় উপর,
কিম্বা সে স্বর্ণলতা,
জনমি গলায় যথা,
ফুটায়েছে বক্ষে মম সোণার কমল,
শুকাইবে যেন, যদি ছাড়ে বক্ষঃস্থল।

১৬

দেখিলাম,—চুম্বিলাম,—হাসিলাম,—
কাঁদিলাম,
ডাকিলাম "প্রিয়তমে!" শুনিলাম
"প্রাণনাথ!"
সেই সুখসম্ভাষণে,
গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র-সনে,
মিশিল,—জীবন দুই প্রেমার্ণবে হলো
পাত,
গাইয়া গাইয়া যেন 'প্রিয়তমে' 'প্রাণ
নাথ!'

১৭

"দেখিনাই প্রিয়তমে।"—"দেখনাই
"শুনিনাই প্রণয়িনি!"—"শুননাই
প্রাণেশ্বর!
"তবে কেন অভাগিনী?"—
"আমি নাথ নাহি জানি"
"কে তুমি? কে আমি?" "জানি
চকোরিণী, শশধর,
আমি প্রেমাধীনীতব, তুমি মম প্রাণে—
ধর।

১৮

"প্রিয়তম,
দুইটি বছর আমি কুল-পিঞ্জরের পাখী,
করেছি তপস্যা তব কুল-পিঞ্জরেতে থাকি',
দেখিয়াছি, দেখ নাই,
শুনিয়াছি, শুন নাই,
দুইটি বছর পরে, ফলিল তপস্যাফল,
নিবিল এ দীর্ঘ জ্বালা, শুকা'ল নয়নজল।"

১৯

"হা হৃদয়!
একি কথা, উন্মাদিনি, কি করিলি, কি করিলি,
জ্বলন্ত অনলে কেন, দুটি প্রাণ ঢেলে দিলি,
এ প্রেমে কি সুখ, বল?
প্রেম নহে এ অনল,
জ্বলিবি,জ্বালা'বি,না না ফিরে যারে,পাগলিনি,
তুই পিঞ্জরের পাখী, আমি ভুজঙ্গিনী-মণি।"

২০

"অবলা নাথ।—
জানে না কি কলঙ্কিনী, মেঘেতে বজর
ঝরে,

সুধা-প্রয়াসিনী যেই সে কি সুদর্শনে ডরে,
যেই প্রেম, সেই প্রাণ,
আমি নাহি জানি আন,
তোমাকে সঁপেছি প্রেম, পিঞ্জরে কি রাখি না।
যথা প্রেম, তথা প্রাণ, প্রেমনাথ—
প্রাণনাথ।”

কে তুমি ?

আইল গোধূলি—সৌর রঙ্গভূমে,—
নামিল পশ্চিমে ধীরে যবনিকা
ধূসর-বরণা ; ফুরাইল ক্রমে
দিনেশ দৈনিক গতি-অভিনয়।
অষ্টমীর চন্দ্র—রজতের চাপ।—
নভোমধ্যস্থলে বিষণ্ণবদনে
ভাসিল ; লভিতে যেন 'প্রিয় রবি
আলিঙ্গন, ভ্রমি' অলক্ষেতে শশী
অর্দ্ধ সৌর রাজ্য, ফিরহেছে কৃশ
নিপ্রাণা-মলিন।
এমন সময়ে,

ওই সরোবরে বসিয়া নীরবে,
করেতে কপোল, কে ওই রমণী?
যেন নিদাঘের আকাশ হইতে
একটী নক্ষত্র সরোবর-ঘাটে
পড়েছে খসিয়া; কিম্বা, হায়, কোন
বিষধর ফণী, রেখেছে খুলিয়া
মস্তকের মণি। এই নিশীথিনী
শ্বেত কলেবরে, বর্ষিতেছে যথা
বিকচ নলিনী শিশিরের বিন্দু;
তেমতি বামার নয়ন-কমল
বর্ষিতেছে অশ্রু, সরসী-হৃদয়—
চুম্বি'ছে তরল সেই মুক্তাফল।
অবনতমুখে ভাসমান ওই
ধাতু-কলসীর পৃষ্ঠের উপর
অযত্নে দক্ষিণ করে সুকোমল
রক্ষিত; আনন্দে কলসী সে সুখ-
পরশে নাচি'ছে; নাচিছে যেমতি
বঙ্গ-বিরহিণী-হৃদয় চঞ্চল
শারদ উৎসবে পতির মিলনে।
হায়, সে আনন্দে চক্রে চঞ্চল ওই

চঞ্চল হিল্লোল করি'ছে বিকীর্ণ
সরসী-হৃদয়ে; আনন্দে গলিয়া
সুনীল সরসী থেকে থেকে যেন
উন্মত্তের প্রায়, ডুবা'য়ে কলসী,
চুম্বি'ছে বামার কর-কমলিনী।
থেকে থেকে যেন আনন্দে বিহ্বল,
প্রেমাস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসে, "কে তুমি?
কে তুমি?"
কে তুমি? আজি বঙ্গালয়
আনন্দ-আধার, এসেছেন উমা
বৎসর অন্তরে, আজি বঙ্গদেশ
সুখ-পারাবার; হিমালয় হ'তে
আনন্দ-জাহ্নবী শতমুখে আজি
বঙ্গে আবির্ভূত, ভাসিয়াছে তাহে
বাঙ্গালীর দুঃখদারিদ্র্য দুঃসহ;
ভুলিয়াছে সব, নিরখি' উমার
প্রসন্ন স্নেহার্দ্র বদন-চন্দ্রমা।
মুহূর্তেক তরে, ভুলিয়াছে সবে
দাসত্ব-শৃঙ্খল,—অদৃষ্ট দুর্বার।
কি সুখের দিন—এই তিন দিন

বাঙ্গালী-জীবনে—তিন বিন্দু বারি
বঙ্গ মরুভূমে—এই তিন মণি
অন্ধকার খনি বঙ্গ সম্বৎসরে ;
তিনটী নক্ষত্র, হায় ! বাঙ্গালীর
দুঃখ পারাবারে ; এমন সুখের—
ওই শুন ওই আরতির ধ্বনি !
নানা বাদ্যযন্ত্র মিশি' এক তানে,
তুলি'ছে আকাশে আনন্দের ধ্বনি ;
ওই শুন ওই আরতির ধ্বনি !
সেইরূপ আজি বঙ্গবাসি-মন
একানন্দ-স্রোতে হইয়া বিলয়
বহি'ছে স্বরগ-পথে ; বঙ্গদেশ
আজি ধরাতলে প্রীতি-পারাবার ।
পবিত্র নির্ম্মল—প্রত্যেক বাঙ্গালী
উর্ম্মিমাত্র তা'র ।

এমন সময়ে
বসি' একাকিনী, সজলনয়না
কে তুমি, রমণি ? কেন বিশ্বপ্লাবী
আনন্দ-প্রবাহ পশিল না তব
কোমল হৃদয়ে ? তুলিল না তাহে

একটী হিল্লোল ? হেন সৌরকর
নাহি পশে যে হৃদয়ে, নাহি জানি,
হায! সে হৃদয় অরণ্য কেমন।
বাজিতেছে যেই আনন্দ-সঙ্গীত
বঙ্গ চিত্ত-যন্ত্রে, কাঁদাইল কেন
তোমার হৃদয় বীণা ? তোল মুখ,—
বল না, কে তুমি ?
বিষাদে নিশ্বাসি'
তুলিল বদন বামা ; দেখিলাম—
বঙ্গের দুঃখিনী বিধবা রমণী।

স্নেহোপহার।*

১

বাছা রে!
কি আনন্দ আজি—আনন্দ অপার—
উথলি'ছে এই দুঃখিনী-মনে,
হেরি' তোর মুখ, প্রীতি-পারাবার,
আনন্দে নাচি'ছে সন্তানগণে।

---

* চট্টগ্রামের পক্ষে এই কবিতাটি কোন বন্ধুকে উপহার দেওয়া হইয়াছিল।

২

বাছা রে !

আর্য্যভারতীর বরপুত্র তুমি :
রত্নগর্ভা এই ভারত-সাগরে
মহারত্ন তুমি; আজি আর্য্যভূমি,
সমুজ্জ্বল তব চিরোজ্জ্বল করে ।

৩

বাছা রে !

হৃদয় তোমার কোমল, সরল,
মানবের প্রীতিপবিত্রতাময়,
পবদুঃখে সদা দয়ার্দ্র তরল,
স্বর্ণ প্রেমগঙ্গা হৃদয়েতে বয় ।

৪

বাছা রে !

কাঁদি দিবানিশি সমুদ্র-বেলায়,
অশ্রু দুই নদী ধারায় বয়,
কি সুখ যখন তব কীর্ত্তি, হায় !
প্রতিধ্বনি করে পর্ব্বত নিচয় !

৫

বাছা রে!

কত যে বাসনা আছিল অন্তরে,
দেখিতে তোমার কোমল মুখ,
পূরিল বাসনা, আনন্দ-সাগরে
ভাসিতেছে আজি শ্যামল বুক।

৬

বাছা রে!

রেখেছি খুলিয়া প্রকৃতি-ভাণ্ডার,
দেখ নেত্র ভরি', ভাবুক তুমি,
পর্ব্বত, নির্ঝর, মহাপারাবার,
দেখ প্রকৃতির চারু রঙ্গভূমি।

৭

বাছা রে!

তোমার কীর্ত্তির অমর প্রভায়
হউক উজ্জ্বল ভারত-বদন,
প্রেম স্বর্ণলতা দুলুক গলায়,
আশীর্ব্বাদ করি, আদরের ধন!

এবার !*

১

কল্পনে ! এবার ! তুমি মজিলে এবার !
এবার বঙ্গেতে আর,
থাকা তব হ'ল ভার,
তোমার কুহকে বঙ্গ ভুলিবে না আর,
এবার তোমার, বাছা ! "কালাপাণি" সার !

২

কি এনেছ ? দেখি, দেখি ;—ছিছি, কর দূর !
"ললিতলবঙ্গলতা"—
গোস্বামী খুড়ের গাথা,
দোলে,—দোলুক,—লতা তাঁ'র মলয়সমীরে ;
পারিবে না ভুলাইতে বীর বাঙ্গালীরে !

৩

কি আছে তাহাতে বল, কবির মস্তক ?
নাহি তাহে "হেমলেট্‌,"
বীর "সেকেন্দর গ্রেট্‌,"

* কোন একখানি প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রিকায় কোন এক-খানি পুস্তকের সমালোচনা দেখিয়া এই কবিতাটি লিখিত হইয়াছিল।

নাহি তাহে "হেমিল্টন্"—"ক্লারেণ্ডন্"—
"পিট্";
নাহি "ওবেষ্টার," নাহি "বারনার্ড স্মিথ"।

৪

আবার কি আনিয়াছ?—নাহি বুঝি নাম?
"মহাজন পদাবলী"—
রাধাকৃষ্ণ ঢলাঢলি;
"বায়্রণিক তরঙ্গেতে" ভাসিয়া বেড়ায়,
বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস;—টিকে থাকা দায়!

৫

ওকি পুনঃ?—"ব্রজাঙ্গনা!" ডিটো।
ছাই পাঁশ!
"যে যাহারে ভালবাসে,
সে যাইবে তা'র পাশে—"
তাহাতে কি যায় আসে সভ্য বাঙ্গালায়?
কবির কবরে শোভে ব্রজাঙ্গনা তাঁ'র।

৬

পতির বিরহে বামা [illegible] বনে-বনে!—
নাহি আর সেই দিন,
সভ্য বঙ্গ সর্বাঙ্গীণ,

এবে বিরহিণী ভীমা পতি-প্রতীক্ষায়,
সম্মার্জ্জনী করে বসে দুয়ার-গোড়ায় ।

৭

আবার ?—"কবিতাবলী !"—হা,—না,—
ভালি,—দেখি ,
"বঙ্গদর্শনের" কবি,
"বারের" উন্নত রবি ;
মাইকেলের ওয়ারিস,—ডিক্রি "দর্শনের"—
তাঁ'র কথা ? বুঝি,—আচ্ছা, দেখা যা'বে ফের ।

৮

আবার কি ?—"অবকাশরঞ্জিনী !"—আমরি !
কেমন জাঁকাল নাম,
বাঙ্গালের গঙ্গাস্নান,
"বিচ্ছেদ যা'বার নয়, বিচ্ছেদ ত যায় না ;"—
বিচ্ছেদ কাঁঠাল-আঠা !—বাঙ্গাল কি শেয়ানা ।

৯

দূর কর বাঙ্গালের "ফুলের" ভাণ্ডার ।
মরি' কয়কণ্ড য়নে,
সাতসিন্ধু ভাবি' মনে,
বার'হয় দিন আজি, কালি রবিবার ;
কোথা মম অবকাশ ? রঞ্জিব কি ছার ?

১০

"ললিতা সুন্দরী!"—দেখ বড় দিব্বি তব।

কবি' নাম রমণীর,

তেজঃপুঞ্জ বাঙ্গালীর

কর যদি তেজোহানি—বাষ্প-আবিষ্কার;

নিতান্ত জানিও তব "কালাপানি" সাব!

১১

যদি বসন্তের কোলে পুনঃ অভাগিনি!

দোলাও লবঙ্গলতা,

কহ বিচ্ছেদের কথা,

হাসে চন্দ্র, ভাসে জলে; গায় বিহঙ্গিনী।

ফুটে ফুল, জুটে অলি; ফাটে বিরহিণী।

১২

"বসন্ত,—জ্যোৎস্না,—হাস্য,—মধু—ফুল-

দল;—"

তব "গীত" যদি হয়—

এই পঞ্চ দোষময়,

কি ঘটে কপালে তব, বলিতে না পারি!

খা'বে, বাছা! একেবারে "[illegible]" [illegible]!

১৩

পাবে—দোকানের ধূপ, অম্বুরী তামাক,
থেলো-হুঁকো বদ্ সুর,
ভগ্ন এক মতিচুর,
শিক্ষকের কাণমলা-ভট্টাচার্য্য-চটি,—
সৌখিন সমালোচনা,—"হলোয়ের বটি" ।

১৪

"বাসন্তী কবিতা" তাই কর পরিহার ।
কটিতে কাপড় আঁটি',
লও কলমের কাঠি,
সাপ্তাহিক পত্রে দেও দুন্দুভি-ঘোষণা—
শিখিয়াছি "নব গীতি-কাব্যের" রচনা ।

১৫

এই গীতি-কাব্য—স্বর্ণ, রজতের কাঠি ।
অথবা হোঁসেন্ খাঁর
"ঝিনাইর" অবতার !
পাইবে দিল্লীর লাড্ডু, যখন চাহিবে !
হারাম বাছুর ছলে ফিরিয়া আসিবে !

১৬

থাকিবে প্রখর জীব ;—কিন্তু দেখো যেন

চোয়াত্তর মূর্ত্তিমান,
নাহি হয় অধিষ্ঠান।
অবশ্য থাকিবে বর্ষা,—কিন্তু খবরদার্!
ত্রিগত "অশ্বিনী-কাণ্ড" না হয় আবার।

১৭

বসন্ত যে একেবারে থাকিবে না, নয়।
প্রতি শ্লোকে, প্রতি পাতে,
মিশি' বসন্তের সাথে,
গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, কিম্বা শরত, শিশির,
থাকা চাহি—এককালে শশাঙ্ক, মিহির।

১৮

হ'বে গ্রীষ্ম কাব্য ; লও নমুনা তাহার—
"মেঘ ত্বর ত্বর,
হৃদি গুর গুর,
বিদ্যুতের চক্‌চকি, দর্দ্দুর মক্‌মকি,
সমুদ্রের লক্‌লকি, বজ্রের ঠক্‌ঠকি।"

১৯

বাঙ্গালির বীর মূর্ত্তি থাকিবে তাহাতে।
হংসপুচ্ছ "রাইফল,"
জিহ্বাতে দুর্জ্জয় বল,

কামান "সংবাদ পত্র,"—শত্রু গ্রন্থকার;
যুগলচরণে পশি'—অস্ত্র-ঝনৎকার।

২০

গলাগলি করি রবে "ওথেলো, হেম্‌লট।
জুওলজি"—"ফেণলজি"—
"পজিটিব ফিলজফি,"—
মণ্ডলাবর্ত্ত,—গেজেটের গত বিজ্ঞাপনী,
থাকিবে তাহাতে—"ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী"

২১

পঞ্চদশ শ্লোকে যদি পার প্রসবিতে—
"শকুন্তলা।" এহি! এহি!
তা'তে গ্রীষ্ম, বর্ষা নাহি;
কেবল মালিনীতীরে, লতাকুঞ্জ বিনে,
কোথা আছে গ্রীষ্ম আর? আমি ত দেখিনে।

২২

পঞ্চদশ শ্লোক যদি পার প্রসবিতে
হেমলেট দশ খানি,
কিন্তু গাত্রদাহ বাণী
"ওথেলোর" র'বে তা'তে, বুঝিও আবার"
না পার, কুজনে! তুমি মজিলে এবার।

প্রণয়োচ্ছ্বাস।

১

অকস্মাৎ কি অনল হৃদয়েতে জ্বলিল?
অকস্মাৎ কেন মন বিষাদিত হইল?
আন্‌চান্‌ করে প্রাণ;
ধরা শর-শয্যা জ্ঞান;
কিসে হৃদয়েতে মম এত ব্যথা জন্মিল?
অকস্মাৎ কি অনল হৃদয়েতে জ্বলিল?

২

কেমনে জন্মিল ব্যথা?—আমি কি তা' জানি।
কিন্তু যা'র জন্যে জ্বলি, সে যে জেনে জানে না।
প্রেয়সী রে নিরদয়!
প্রেম ভুলিবার নয়,
কত চাহি ভুলিবারে—ভুলিতে যে পারি না।

৩

প্রিয়তমে! এই কি রে ছিল তব অন্তরে?
আশা-ইন্দ্রধনু দূরে দেখাইয়া অম্বরে
কেন তৃষা বাড়াইলে?
যদি নাহি জুড়াইলে
প্রণয়-শীতল-বারি বরষিয়া আমারে?

৪

কি আর বলিব, প্রিয়ে! কত আর বলিব ?
তাপিত তৃষিত চিত্তে কত আর সহিব ?
এই পাই, এই নাই,
হারাইয়া পুনঃ পাই,
ম'রে বেঁচে, বেঁচে ম'রে, কত কাল থাকিব ?

৫

কি দুঃখেতে, প্রিয়তমে, গত নিশি গিয়েছে !
কি অনলে এ হৃদয় সারানিশি দহে'ছে !
তব চন্দ্রানন, প্রিয়ে !
অন্ধকারে নিরখিয়ে,
সুদীর্ঘ নিশ্বাস, প্রিয়ে ! সারানিশি বহে'ছে !
কি দুঃখেতে, প্রিয়তমে ! গত নিশি গিয়েছে !

৬

কতবার স্বপনেতে মুখশশী হেরে'ছি ;
কতবার স্বপ্ন-ভঙ্গে, সুখ-ভঙ্গে কেঁদে'ছি !
এইরূপে কেঁদে, হেসে,
দুঃখের সাগরে ভেসে,
প্রেয়সি রে ! মনোদুঃখে গতনিশি কেটে'ছি ।

হ'বেনা আমার, প্রিয়ে! যদি মনে জেনে'ছ;
এ অধীনে, তবে কেন, এত দুঃখ দিতেছ?
বল, প্রাণ! একবার,—
হ'বে না আমার আর,
ভস্ম হ'ক এ হৃদয়, যাহা দগ্ধ হ'তেছে।

কেন দেখিলাম?

১

কেন দেখিলাম,—
বিস্তৃত সরসীমাঝে, বেষ্টিত শৈবালরাজে,
রক্ষিত ভুজঙ্গদন্তে ফুল্ল কমলিনী,
কেন দেখিলাম সেই সর-সোহাগিনী?

২

কেন দেখিলাম,—
ভীষণ নিবিড় বনে, বসিয়া কণ্টকাসনে,
বেষ্টিয়া কণ্টকজালে কাঞ্চন-প্রসূন,
কেন দেখিলাম ওই কণ্টকে কুসুম? ...

৩

কেন দেখিলাম,—

অনন্ত জলধিতলে, অনন্ত তরঙ্গদলে

আস্ফালিয়া ফণা, যা'রে করেছে রক্ষণ,

কেন দেখিলাম হেন সমুদ্রে রতন ?

৪

কেন দেখিলাম,—

ঘনঘটা ঘোর রণে, ভীম ঘন গরজনে,

নাচে যথা রণরঙ্গে শূন্য-বিরহিণী,

কেন দেখিলাম সেই চলসৌদামিনী ?

৫

কেন দেখিলাম,—

জিনি' সর-সোহাগিনী, জিনি' বন-সুশোভিনী,

জিনি' রত্নাকর-রত্ন, বিদ্যুত-বরণ,

কেন দেখিলাম, প্রিয়ে ! তব চন্দ্রানন ?

৬

কেন দেখিলাম,—

নহে গবাক্ষের দ্বারে,—নহে সরোবর'পরে,

নহে কুঞ্জবনে,—নহে কুসুম-কাননে,

নহে কালিন্দীর তীরে কুটিল নয়নে,—

৭

নহে জুলিয়েট্,—

নহে বিদ্যা রূপবতী,—নহে শকুন্তলা সতী,—

নহে কুলকলঙ্কিনী ব্রজবিলাসিনী;—

পর্ণকুটীরের দ্বারে—সরলা কামিনী।

৮

যেই দেখিলাম,—

নন্দন-সৌরভ রাশি স্বর্গীয় সঙ্গীতে ভাসি',

পশিল হৃদয়ে সেই সুকোমল ধ্বনি,

উন্মত্ত হইনু, মত্তা হইল রমণী!

৯

অয়স্কান্ত মণি,—

আকর্ষিল লৌহ, হায়! আর নাহি সহা যায়

হইল যুগল-চিত্ত প্রেম-স্রোতাধীন;

হৃদয়ে হৃদয়ে সুখে হইল বিলীন!

১০

নীরব প্রকৃতি;—

সন্ধ্যা-সমীরণ ধীরে কাঁপাই'ছে বংশ-শিরে,

নীরবে করি'ছে কেলি বৃক্ষপত্রদলে,

কিম্বা ওই বারি-কঞ্জ-রমণী-অঞ্চলে!

১১

হায়! সে সময়ে,
হৃদয়ের যন্ত্রদ্বয়, একত্রে হইয়া লয়,
আনন্দে বাজিতেছিল, সে সুখ—সঙ্গীত
কে বুঝিবে? যে বুঝিবে, সে হ'বে মোহিত।

১২

হায়! এ সঙ্গীত,—
লতাগৃহ-অন্তরালে, দাঁড়া'য়ে মধ্যাহ্নকালে,
শুনিতে শুনিতে প্রিয়া-প্রণয়-লিখন,
বুঝেছিল এ সঙ্গীত দুষ্মন্ত তখন।

১৩

এ সঙ্গীত স্বরে,
উন্মত্ত হেম্‌লেট্‌, হায়! মৃত প্রেয়সীর গায়
বর্ষেছিল পুষ্পচয় "মধুরে মধুর"
বুঝেছিল এ সঙ্গীত বিরহ-বিধুর।

১৪

ভীষণ শ্মশানে,
তরঙ্গ-আহত-তীরে, ভাসিয়া নয়ন-নীরে,
ধরি' অভাগিনী-ভার্য্যা-কর-সুকোমল,
বুঝেছিল' হায়! অজকুমার বিহ্বল।

১৫

"টাইবর-জলে

হ'ক্ রোম নিমগন," বলেছিল যেই ক্ষণ,
মৈশরীর প্রেমে মত্ত বীরচূড়ামণি,
বুঝেছিল এ সঙ্গীত অভাগা এণ্টনি।

১৬

সামান্য সঙ্গীতে

কেড়ে লয় হরিণীর কণ্ঠহার—কবে নীর
নিরেট পাষাণ যদি; তবে কি বিস্ময়,
যথা প্রেম যন্ত্রী, যন্ত্র মানব-হৃদয়।

১৭

মুহূর্ত্তেক, হায়।—

মুহূর্ত্তেক প্রেমভরে, হৃদয়ে হৃদয় ধ'রে,
মুহূর্ত্তেক এ সঙ্গীত সুখে শুনিলাম,
মুহূর্ত্তেক পরে স্বপ্ন হ'ল অন্তর্দ্ধান।

১৮

"মনে রাখিবেন"—

শুনিলাম বীণাধ্বনি; হৃদয়েতে প্রতিধ্বনি,
ভাসিতে লাগিল ধ্বনি সন্ধ্যা-সমীরণে,
কতবার শুনিলাম "রাখিবেন মনে"।

১৯

"রাখি মন মনে!"

কেমনে রাখিব মনে?—রাখি যদি প্রাণপণে,—
কিসে মগ্ন তৃণ, স্রোত করিবে ধারণ,
প্রিয়ে তব রূপ স্রোত, তৃণ মম মন।

২০

সেই স্রোতে, হায়!

ভাসা'য়ে দিয়াছি মন, নাহি সাধ্য নিবারণ
করি তা'রে, নাহি জানি ভাবি পরিণাম,
সদা ভাবিতেছি' হায়!—কেন দেখিলাম।

ভুবনমোহিনী-প্রতিভা।

১

কে তুমি? বঙ্গের কম কামিনী-উদ্যানে,
এই অভিনব শোভা করিতে প্রকাশ,
অন্ধকার অন্তঃপুরে,
হেন তীব্রজ্যোতি স্ফুরে,
বলিলে না বঙ্গবাসী করিবে বিশ্বাস;
না মালতী, না মল্লিকা,
না চম্পক, শেফালিকা,—

নন্দনের পারিজাত ভূতলে বিকাস,
কেন বল, বঙ্গবাসী। করি রে বিশ্বাস ?

২

ফুটেনি এমন ফুল বঙ্গের উদ্যানে,
হেন ফুল বঙ্গবাসী দেখেনি নয়নে,
বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে
যেই ফুল শোভা করে,—
শতদল-সরোজিনী সরসী-প্রসূন,
সূর্য্যমুখী স্বর্ণপ্রভা,
কিম্বা সে নীলিম-বিভা
সলজ্জ অপরাজিতা—মাধুরী দ্বিগুণ,
কিন্তু কি দেখে'ছ হেন বিদ্যুৎ কুসুম !

৩

যথায় কোকিলকণ্ঠ চিরনিনাদিত,
কাঁদে' হাসে', অনিবার মধুর পঞ্চমে,
অন্তঃপুর-অন্ধকারে,
গায় শ্যামা কারাগারে,
ডাকে বুলবুলি নিত্য মধুর নিক্কণে,
প্রণয়ের পাপিয়ায়,
হাসে, কাঁদে, নাচে, গায়,

প্রেমে হাসে, প্রেমে কাঁদে,—কে তুমি সেখানে
জলদ-প্রতিম-স্বনে গর্জ্জি'ছ সঘনে ?

৪

আজি হ'তে জানিলাম বঙ্গ-ভবিষ্যৎ,
নহেক নিরবচ্ছিন্ন নিরাশা-আধার,
যে বিপ্লবে আকুলিত,
আজি বঙ্গ বিপ্লাবিত,
অন্তঃপুরে পশিয়াছে তরঙ্গ তাহার,
বঙ্গের কোমলতর
অঙ্গেতে, তরঙ্গ খর
করিয়াছে মহাবেগে ভীষণ প্রহার,
নির্ব্বাক অবলা ওই করি'ছে চীৎকার।

৫

নাহি চাহি পদ্মমুখী কিম্বা চন্দ্রাননী।
নিবিড় জলদাচ্ছন্ন, আজি বঙ্গদেশ,
ভেদিয়া জলদমালা,
কে পারে করিতে খেলা,
বিনা সে বিদ্যুৎ ? তুমি বিদ্যুৎরূপিণী,
এই ঘনঘটা-কোলে,
ঘনঘটা ঘোর রোলে

গর্জ্জ তুমি, বজ্রানল করুক সঞ্চার,
ভুবনমোহিনী ওই প্রতিভা তোমার।

৬

অন্তঃপুরে তন্দ্রাগত নিৰ্জ্জীব বাঙ্গালি,
প্রতিভা-তাঁড়িত ক্ষেপে কর উদ্দীপিত,
দেখুক তাড়িতালোকে,
দুর্ব্বল বাঙ্গালি শোকে,
ভারতের অধোগতি, আর্য্য নির্যাতন,
বৈদ্যুতিক ক্রিয়াবলে,
যে রক্ত শিরায় চলে,
দেখাও সে রক্তস্রোত, মলিন কেমন,
দেখাও কি আছে তাহে আর্য্যের লক্ষণ

৭

শ[illegible]ধরন্দিন। তুমি—আয়ুধ-কল্পনা,
ভারতের [illegible] শুক তোমায়,
সুতীক্ষ্ণ কল্পনা-বাণ,
ব্যথিত করুক প্রাণ,
ব্যথা জীবনের চিহ্ন; ধ্যথার আকার,
পিপীলিকা তাহে ফিরে,
প্রহারকে সংশিখারে

বাথ।.এ ভারতবাসী,—আর্য্যের সন্তান,—
চরণে দলিত শির করিবে উত্থান।

৮

শক্তি স্বরূপিণী তুমি—শক্তি বিনা আর
কা'র সাধ্য ভারতের সাধিবে উদ্ধার?
যে শক্তি দানবদলে,
দলি নিজ ভুজবলে,
সাধিল ভারতোদ্ধার—দানব সংহার,
সেই শক্তি, সে প্রভাব,
প্রতিভায় আবির্ভাব
ভুবনমোহিনী-অঙ্গে হইক তোমার,
খেলুক বিজলিরঙ্গে,
তব ক্ষীণ অঙ্গে অঙ্গে,
খেলুক বিজলি নেত্রে, অধরে আবার,
খেলুক কবিতামালা বিজলি আকার।

৯

হিমাদ্রির উচ্চতম শৃঙ্গেতে বসিয়া,
কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, হলদি প্রতিভায়,
ঘোর বজ্র মেঘমন্দ্রে,
ভারতের কেন্দ্রে কেন্দ্রে,

"একমেবাহদ্বিতীয়ং"—আসিন্ধু অচল
সিন্ধু হ'তে ব্রহ্মদেশ,
ধর্ম্ম, বর্ণ, নির্ব্বিশেষ,
সকলি একই জাতি—একই শৃঙ্খল,
একই প্রবাহে ভেসে যেতেছে সকল

১০

"একমেবাহদ্বিতীয়ং"—পাঞ্চজন্য-রবে,
ঘোষ এই মহাধ্বনি ; ভারত-সন্তান
দেখুক দেখে না যাহা,
এক মহাসিংহ-ছায়া
সমস্ত ভারতবর্ষ করেছে আঁধার,
এক ভিন্ন দুই নাই,
একময় সর্ব্বঠাঁই,
তথাপি একতা নাই ভারতবাসীর।
এ কেমন মোহান্ধতা—বিধান বিধির।

১১

ওই ভাগিরথীতীর নির্ব্বোধ বাঙ্গালি
দুই দলাদলি করি' দেয় করতালি,
ভীষণ জলদ স্বনে,
করে আত্ম-বিশ্লেষণে

আপন-হৃদয় রক্ত শুষিয়া কি ফল,
অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে;
কহ আত্মঘাতী দলে,
শিখাও যা শিখিল না—দুর্ম্মতি দুর্ব্বল,—
"বীরত্ব কি মহারত্ন—একতা কি বল।"

১২

তব সহোদরা বঙ্গসিমন্তিনীগণ,
এই মহামন্ত্রে তুমি করহ দীক্ষিত,
ত্যজিয়া প্রণয় কথা,
যেন এই মর্ম্ম-ব্যথা,
কহে নিত্য নিত্য প্রিয় প্রাণপতি কাণে,
অধরে অমৃত নহে,
তা'তে গুপ্ত মৃত্যু বহে,
না চাহি অধরামৃত—তোমার মতন
করে যেন রক্তাধরে বিজলি বর্ষণ।

১৩

স্পাটার মাতৃ-ধর্ম্ম শিখাও সবারে,—
"বীরমাতা" রমণীর কিযে অহঙ্কার,
হৃদয়ের স্তরে স্তরে,
যেন ইহা দগ্ধ করে,

শোণিতে শোণিতে যেন ভ্রমে অবিরল,
যেন মাতৃস্তন্য সনে,
পান করে শিশুগণে,
মাতৃমুখে শিখে যেন তনয় সকল—
"বীরত্ব কি মহারত্ন; একতা কি বল"।

১৪

দেবি!
এতদিনে বুঝি বিধি হইয়া সদয়,
পাষাণরাশির মাঝে একটী হৃদয়,
সৃজিলেন বঙ্গদেশে,
তুমি মহাশক্তিবেশে,
আবির্ভাব কর বঙ্গে জীবন-সঞ্চার,
করি' মহাশাক্তোৎসব,
পূজিব আমরা সব,
হৃদয়ের রক্তজবা দিয়া উপহার,
ভুবনমোহিনী ওই প্রতিভা তোমার।

স্থির-সৌদামিনী।

১

লিখিব লিখিব হতে'ছে বাসনা,
কি লিখি কি লিখি ভাবিয়া চাই,
শোভি'ছে প্রকৃতি ধূষর বরণা,
বরিষার জলে দেখিতে পাই।
বরিষার জলে দেখিতে পাই,
এই শৃঙ্গ হ'তে পূর্ণ স্রোতস্বতী
করিয়া যেমন যৌবন-বড়াই,
সাগর-সদনে চলেছে যুবতী।

২

যুবতী যৌবন যায় গড়াইয়া,
যায় যায় যায়—থাকে না আর;
উন্মত্ত জলধি আকুল হইয়া
আলিঙ্গন-সুখ পাইতে প্রিয়ার
সহস্র তরঙ্গে করি'ছে বিস্তার
সহস্রেক কর; করিতে বর্দ্ধন
সম্মিলন-সুখ, প্রকৃতি আবার
করিতেছে সুধা-ধীরে বরিষণ।

৩

স্বনি'ছে পবন সর সর সর,
ঝরে বরিষার ধারা অবিরল ;
এই শৃঙ্গ হ'তে কত মনোহর
সেই সুমধুর সঙ্গীত তরল।
নদী, সরোবর, নির্ঝর, ভূতল,
বরিষার জলে প্লাবিত প্রায় ;
পর্ব্বত, পাদপ, প্রাচীর সকল
সলিলে বেষ্টিত চিত্রিত দেখায়।

এই চারু ছবি হইল বাসনা,
চিত্রিয়া রাখিতে কবিতা মন্দিরে ;
কিন্তু এই চিত্রে কি কাজ বল না ?
কত শত ছবি আছে সে প্রাচীরে ?
অথবা কেমনে ওই ধীরে ধীরে
নাচে যে হিল্লোল জলের উপরে,
ঐ যে বিশ্ব শোভা কাঁপি'ছে সমীরে,
চিত্রিবে সহজে মর চিত্রকরে ?

৫

ভাল বটে, কিন্তু মনে নাহি লয়,
লইতে সাহায্য প্রিয় কল্পনার;
(আজি কালি তিনি সর্ব্বভূতময়!
মধুর ভাণ্ডারে বসতি যাহার,
ভ্রমে এবে, হায়! দুরদৃষ্ট তা'র!
বাজারে বাজারে, বঙ্গ-ক্ষেতে ক্ষেত্রে!
নিত্য মুদ্রাযন্ত্র-পীড়নে তাহার
অঙ্গভঙ্গি দেখি, মরি খেদেতে।

৬

হেন কল্পনায় কাজ নাহি আর,
স্বভাবে স্বভাব চিত্রিব আজি।
আবার জগত হইল আঁধার,
ভাসিল আকাশে জলদরাজি।
ধন্য রে প্রকৃতি! তব ছায়াবাজি,
গম্ভীর গর্জ্জনে গর্জ্জে কাদম্বিনী,
শোভে ক্ষণে ক্ষণে গগনে বিরাজি',
জলধর-কোলে চল-সৌদামিনী।

৭

জলধর-কোলে চল-সৌদামিনী,
ক্ষণেকে দেখায়—ক্ষণেকে লুকায়,
ক্ষণে ক্ষণে পুনঃ জলধর-ধ্বনি,
ঘর্ঘর গর্জ্জনে পৃথিবী কাঁপায়।
দেখিয়া হ'লেম মগ্ন ভাবনায়!
ভয়ঙ্কর রূপ; শব্দে কান কালা।
বজ্রে বাঁধা বুক! শরীর শিলায়,
তা'র কোলে এই রূপসী বালা?

৮

না জানি' কি ভাবি' মূঢ় কবিগণ
এই দৃশ্য দেখি' আহ্লাদে ভাসে;
দাম্পত্য প্রণয় ভাবে মনে মন,
দেখি' সৌদামিনী জলধর-গ্রাসে।
বলে শোভে প্যারী শ্রীকৃষ্ণের পাশে,
যেমন মেঘের কোলে সৌদামিনী;
প্রণয়ে জগত মরিবে হুতাশে,
প্রেমাদর্শ যদি মেঘ-সৌদামিনী।

৯

চমৎকার প্রেম ! ভয়ঙ্কর রব !
প্রেমালাপ বুঝি মেঘের গর্জ্জন ?
নাগরের রূপে আঁধার নগর !
প্রেম-আলিঙ্গন অশনি-পতন ?
সৌদামিনী প্রেমে হইয়া মগন,
প্রাণভয়ে বুঝি ছুটিয়া পালায় ?
প্রেম-মুগ্ধ মেঘ, কৃতান্ত যেমন,
ঘনভীম রোষে পশ্চাতে ধায় ?

১০

কেমন নিষ্ঠুর বিধাতার বিধি,
দুর্ভেদ্য, দুর্জ্ঞেয়, বুঝা নাহি যায় ;
এমন অতুল সুরূপের নিধি,
কেমনে সঁপি'ছে বজ্রের শিখায় ?
বিকচ গোলাপ অনল জ্বালায়,
শরতের শশী রাহুর গ্রাসে,
দুর্লভ রতন কাকের গলায়,
দেখি কা'র চোখে জল না আসে ?

১১

এতাধিক আরো নিষ্ঠুর নির্দ্দয়,
বিধাতার বিধি দেখিতে কি চাহ?
আন তুলি রঙ, আন সমুদয়,
দেখাইব চিত্র শোকের আবহ।
জান না মানব জীবন-প্রবাহ;
দুঃখেতে মলিন বরণ তা'র,
বারেক ভিতরে প্রবেশিয়া চাহ,
কত শত রত্ন কীটের আধার।

১২

চিত্র আগে এক রূপসী বালা,
রূপের আকর—গুণের গরিমা;
সংগ মনে মনে নিরাশার জ্বালা,
বিনোদ বদনে পড়েছে কালিমা;
নবদুর্গা জিনি' প্রেমের প্রতিমা,
নিরাশা-ব্যঞ্জক যুগল নয়ন,
কিন্তু, হায়! সেই নয়ন-নীলিমা,
স্নেহ সিক্ত সদা-কোমল দর্শন!

১৩

ল'য়ে এই ছাব যাও বঙ্গালয়ে,—
নিরানন্দ বাস !—বিষাদের খনি।
ভ্রমি' গৃহে গৃহে বল সমুদয়ে,
কত গৃহে হেন রমণীর মণি
অপাত্র-অম্বুদে, অপ্রেম-অশনি
সহিতেছে, হায় ! দিবস যামিনী
অচল হৃদয়ে ! শোভিতেছে ধনী
জলধর-কোলে স্থির সৌদামিনী।

আর কি দেখিব ?

১

যে সুখ স্বপন আজি দেখিলাম, হায় !
আর কি দেখিব ?
নিদ্রার তামস গর্ভে এমন উজ্জ্বল মণি
আর কি পাইব ?
বিষাদ-নীরদে মাখা জীবন-আকাশে, হায়,
দ'পিব কি হেন তারা, কি জাগ্রতে কি নিদ্রায় ?

২

নবদূর্ব্বাদলাকীর্ণ শ্যামল প্রাঙ্গণে
দেখিলাম, হায়!
নিদাঘ নিশীথে কাল, নিশানাথ করতলে
শুইয়া ধরায়।
মধুর এস্রার তানে, চন্দ্রমা হাসিতেছিল,
জীবন হইতেছিল শীতল কৌমুদীময়!

৩

কখন বাজিতেছিল, মধুর সে সঙ্গীত
মধুর এস্রারে।
বামাকণ্ঠ সুললিত, প্রণয়পূরিত গীত,
উদাস সংসারে।
কখন গর্জ্জিতেছিল, অভিমানে ঝঙ্কারিয়া,
কখন কাঁদিতেছিল, বিরহেতে উচ্ছ্বসিয়া

৪

বিরাজে চঞ্চল তারে,—বসন্ত শরত,
ষড় ঋতুগণ;
পিককণ্ঠ বসন্তের, মেঘমন্দ্র শরতের;
নিদাঘ-দাহন;
ঘন বরিষার ধারা; শিশিরের কুজ্ঝটিকা
কভু নন্দনের শোভা; কভু শুষ্ক মরীচিকা

৫

হৃদয়ের সুপ্ত ভাব, সেই কলকণ্ঠে
উঠিল জাগিয়া,—
সুখের শৈশব কাল, স্বপন পড়িল মনে;
উঠিল বাঁচিয়া
মৃত স্মৃতি, সেই স্রোতে বহে প্রতিবিম্ব', হায়
স্বর্গীয় জননী মুখে, স্নেহের প্রতিমায়।

৬

শিয়রে করুণাময়ী,—জননী রূপিণী;
বসিয়া, আদরে
স্নেহসিক্ত করপদ্ম বুলাইতেছিলা মাতা
মম কলেবরে;
স্বর্গভ্রষ্ট পারিজাত, সুকুমার শিশুগণ,—
মধুমাখা ছাই পাশ করিতেছে বরিষণ!

৭

আর কি দেখিব সেই দৃশ্য মনোহর
পবিত্র নির্ম্মল!
আর কি দেখিব, হায়! উদার মুরতি তব
সরল, সুন্দর!

জননীর স্নেহ বাণী, শিশুকণ্ঠ সুধাময়
আর কি শুনিব কভু ? জুড়াইব এ হৃদয় !

৮

পরিবর্ত্তিল স্বপ্ন ! সজ্জিত তরণী,
ওই নদী তীরে ;
আছ দাঁড়াইয়া তুমি ! আছি দাঁড়াইয়া আমি ।
অশ্রু ঝরে ধীরে ।
নৈশ অন্ধকারে, হায়, কেহ নাহি দেখি কারে,
যুগল হৃদয় কিন্তু, দেখিতেছি পরস্পরে !

৯

আমারে হৃদয়ে ধরি, বলিলা কাতরে,—
"আর কি দেখিব" ?
তোরে দেখি যেই সুখ পাই আমি, সেই সুখ,
আর কি পাইব ?
আশীর্ব্বাদ করি বৎস ! তোরা পঞ্চ সহোদরে
রক্ষিবেন অনুক্ষণ, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে !

১০

হতভাগ্য অশ্রু নয় ! শুনে আজি তব
কাঁদিবে অন্তর,
কালের করাল স্রোতে গিয়াছে ভাসিয়া মম
এক সহোদর !

বহিয়াছে নিরন্তর সেই স্রোত দুর্নিবার!
আর কি দেখিব? আহা! ভাবিতে অন্ধকার!

আগমনী

আইস, প্রভু, আইস চট্টলে
বহুদিন অভাগিনী
দেখে নাই, নৃপমণি
রাজার পবিত্র মূর্ত্তি—দেবতা ভূতলে
হেন রাজদরশন,
রাজপদ পরশন,
পাব আজি নাহি জানি কোন্ পুণ্যবলে;
আইস, বঙ্গের প্রভু, আইস চট্টলে।

২

না জানি কি পাপে, হায়!
নিদারুণ বিধাতায়
লিখিয়াছে এত দুঃখ কপালে আমার
পর্ব্বত চাপিয়া বুকে,
অনন্ত সিন্ধুর মুখে,
রাখিয়াছে, অবিশ্রামে অনন্ত প্রহারে,
প্রহারে তরঙ্গমালা গর্জ্জিয়া আমারে।

৩

ততোধিক, নৃপবর !
জ্বলিতেছে নিরন্তর,
হায়, এ বুকের মাঝে জ্বলন্ত অনল ;—
'বাড়বেতে' হুহুঙ্কার,
'লবণাখ্যে' মহামার,
'সীতাকুণ্ডে' গিরি, বারি, অনল সকল ;
কত সবে বল, প্রভু, রমণী দুর্ব্বল ?

৪

বঙ্গজা ভগিনীগণ
কাঁদে, প্রভু : অনুক্ষণ,
ধরিয়া চরণে তব ;—মনোদুঃখ কয় ;
আমি এই মরি' বাঁচি',
নীরবে পড়িয়া আছি,
নীরবে কাঁদিয়া অশ্রু, দেখ, দয়াময় !
করিয়াছি নির্ঝরিণী, স্রোতস্বতীময় ।

৫

যদি না সহিতে পারি,
ভূমিকম্পে অঙ্গ ঝাড়ি',
আপন মনের দুঃখ কহিতে তোমারে,

নাসিকায় নাহি শ্বাস,
বদনে নাহিক ভাষ,
নীরবে করি'ছে তব পথ দরশন,
আইস চট্টলে প্রভু দরিদ্রপালন।

১৬

স্বতরঙ্গ মরকত
ঢালিয়া, নীলাম্বুপথ
করিয়াছি শোভাময়। আসিবে যখন
শ্বেত ফেণ পুষ্পরাশি,
বরষিবে সিন্ধু হাসি,
তরী পুরোভাগে, তীরে নামিবে যখন
দীর্ঘ শ্বেত পুষ্পহারে পূজিবে চরণ।

১৭

বাজিবে জলধি নাদে
মহা বেণু মহাহ্লাদে;
করিবেক বীচিগণ অস্ত্র প্রদর্শন।
'কর্ণফুলী' আগে গিয়া,
আনিবেক বাড়াইয়া,
অসংখ্য-অর্ণবপোতে, দিবে আবাহন,
"আইস চট্টলে, প্রভু, দুর্ভিক্ষদলন।"

১৮

আনন্দে বন্ধুর সনে,
কম্বুকণ্ঠী বামাগণে,
মধুর বাক্যে প্রভু, দিয়া হলুধ্বনি,
বরষিবে পুষ্পরাশি,
বরষিবে বারি রাশি,
উচ্চ শৃঙ্গ হ'তে "মগ" "লুসাই" রমণী
আইস চট্টেল সুখে ওহে নৃপমণি :

১৯

ইহাতেও প্রীতি তব,
না হয়, মহানুভব !
চাহ জ্যোতিস্ক্রিয়া ? তবে ফিরাও নয়ন।
সীতাকুণ্ডে জলে স্থলে,
ওই দেখ অগ্নি জ্বলে
জ্বলে, "জোম" গিরি শৃঙ্গে ; সমুদ্র তেমন
ছড়ায় তরঙ্গ ভঙ্গে, তারা আগণন।

অপূর্ব্ব দর্শন।

১

নিদ্রা আবেশে নয়ন পল্লব,
আবরিছে ধীরে নয়ন-তারা :

অপূর্ব্ব দর্শন।

গভীরা রজনী, প্রকৃতি নীরব,
নিদ্রিতা বসুধা চেতনহীনা ;
মধুর সঙ্গীত, বন্ধু সম্বোধন,
পশিল শ্রবণে, ব্যাকুল হৃদয়ে,
মন উচাটন, বিদ্যুৎ মতন
ছুটিলাম, সেই স্বর লক্ষ্য করে।

২

পাশের প্রাঙ্গণে, মরি কি সুন্দর!
সুন্দর আকাশে সুন্দর শশী
ভাসিছে, হাসিছে, পড়েছে সুন্দর
সম্মুখ গিরির উপরে খসি ;
চন্দ্রের কিরণে আকাশের গায়
শোভে গিরিশ্রেণী মেঘের মত,
চিত্রিয়া আকাশ তরঙ্গ রেখায়,
শোভে কৃষ্ণমেঘ ভূতল নত।

৩

সে রেখা উপরে, আকাশ-দর্পণে,
শোভে তালচূড়া, আম্রের বন,
তরঙ্গে তরঙ্গ চন্দ্রের কিরণে,
ছায়ালোক চিত্র মোহিছে মন।

এ অপরূপ চিত্র, আরি কি সুন্দর,
  নির্জ্জনে প্রকৃতি করি'ছে ধ্যান,
নৈশ সমীরণ মৃদুল, মন্থর,
  স্রষ্টার প্রশংসা করি'ছে গান।

৪

চন্দ্রকরে শ্যাম গৌর কলেবর
  হাসে ঝোপে ঝোপে মলিন হাসি ;
গিরি-কোণে হাসে প্রাঙ্গণ সুন্দর,
  প্রাঙ্গণের কোলে কুসুম রাশি।
এক অর্দ্ধচন্দ্র, বঙ্কিম আকার,
  হাসি' হাসি' গিরি-শৃঙ্গেতে দোলে,
একি দেখি। একি সম্মুখে আমার !
  দুই পূর্ণচন্দ্র প্রাঙ্গণ-কোলে।

৫

দুই চন্দ্র মাঝে প্রশান্ত মুরতি,
  দাঁড়াইয়া সুখে সুহৃদবর,
গৌর কান্তি সদা সুপ্রসন্ন মতি,
  নাথ প্রাণ, চির দয়ার সর,
বালকের মত সরল হৃদয়,
  প্রতিবিম্ব তার বদনে জ্বলে,

অনুপম বচন সরলতাময়
সরলতা সদা নয়নে হাসে।

৬

বালেন্দু মূরতি বালিকা সরমা
অম্লান বদনে দাঁড়ায়ে পাশে।
প্রীতির জোৎস্না, পবিত্র, তা'র
ভাসে দর্শকের হৃদয়াকাশে।

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

মায়ার মূরতি, স্নেহের প্রতিমা,
সংসার মরুতে দয়ার লতা
পূর্ণলক্ষ্মী যেন অঙ্গের মহিমা,
স্নেহ-সুধা মাখা সরল কথা,
পবিত্রতাপূর্ণ কোমল হৃদয়,
নারী অভিমানে পূরিত বুক;
উজ্জ্বল বরণ পবিত্রতাময়,
পবিত্রতা ভরা প্রসন্ন মুখ।

বহি' পবিত্রতা নৈশ সমীরণ,
জুড়ায় জগত পাপেতে ভরা,
অশ্রুসিক্ত মুখে চুম্বিয়া চরণ,
ঝিল্লিরবে স্তুতি করি'ছে ধরা।
ভক্তিভরে শশী প্রসারিয়া কর
আনন্দে প্রণমে পবিত্র পায় ;
পবিত্রতা প্রতি পদ সঞ্চালনে
সমীরণ-স্রোতে ভাসিয়া যায়।

৯

পবিত্রতা-স্রোতে ভরিল হৃদয়,
বলিনু পবিত্র চরণে ধরি' ;—
"এস এস, দেবি। দীনের আলয়,
ও পদ পরশে পবিত্র করি।
তুমি মহালক্ষ্মী, দীনহীন আমি,
স্বর্ণাসন কোথা পাইব বল ?
ভক্তির আসনে চরণ দুখানি
রাখ' পূজি দিয়া নয়ন-জল।"

১০

"এস, মা !"—কহিনু চাহি বালিকায়—
"এস, মা ! তোমার ছেলের ঘরে ;
বুঝিলাম ভালবাস, মা ! আমায়,
আমিও যে বাসি পরাণ ভ'রে।
সোণার পুতুলী, আদর-লহরী,
কেন, মা ! দাঁড়া'য়ে ভূতলে, বল ?
নন্দনের ফুল কেন গড়াগড়ি
প্রাঙ্গণে ? চল, মা ! ঘরেতে চল।"

কেন ভালবাসি ?

১

কি দিব উত্তর ? আমি কেন ভালবাসি ?
আজি পারাবার সম,
হায়, ভালবাসা মম,
কেন উপজিল সিন্ধু, এই অম্বুরাশি,
কে বলিবে ? কে বলিবে কেন ভালবাসি ?

২

অনন্ত অতল সিন্ধু—পশি বারি তলে,
কেমনে বালির কণ,
কোথা হ'তে নিরমল,
বহিল যে ক্ষুদ্র স্রোত, পরিমাণ না'র,
ত্যজি, প্রিয়তমে, এই প্রেম-পারাবার ?

যে তরু অনন্য ছায়া হৃদয় আমার,
করিয়াছে, আঃ প্রিয়ে !
কেমনে চিরিয়ে হিয়ে,
দেখা'ল সে পাদপের অঙ্কুর কোথায় ?
কেন ভালবাসি, হায় ! বুঝা'ব তোমায়.

৪

হায় রে, হৃদয় যবে কিশোর কোমল,
প্রেমের প্রতিমা তায়
কেমনে অঙ্কিত, হায়,
হইল অজ্ঞাতে, তুমি জান, শশধর !
কেন ভালবাসি, তুমি দাও না উত্তর।

৫

তুমি কাল ! জান তুমি, নিরাশা-দহনে
গোপনে হৃদয় মম,
পোড়া'য়ে পাষাণ সম
করিয়াছ, মুদ্রিয়াছ গভীর রেখা'র
স্মৃতি-অস্ত্রে, নিরুপম সেই প্রতিমায় ।

৬

কত দিন, কত বর্ষ, জান তুমি কাল !
এ হৃদয় যা'র তরে,
জ্বলিয়াছে স্তরে স্তরে,
ফাটিয়াছে বুক, তবু ফুটেনি বচন ।
কেন ভালবাসি তা'রে, কহ না এখন ?

৭

কেন বাসি ভাল ? অয়ি সচন্দ্র শর্ব্বরি,
দেখেছ প্রথম তুমি,
এ হৃদয় বনভূমি—
সুখময়, যবে পশে সে রূপ-কিরণে,
প্রবেশিত দাবানল কুসুম-কাননে ।

৮

ছিল এ হৃদয় ক্ষুদ্র প্রেম সরোবর,
একটী নক্ষত্র তায়
উঠিয়াছে, সে চিত্ত, হায়
কেন মরুময় আজি পিপাসা-লহরী ?—
কেন ভালবাসি, কহ [illegible]।

৯

শর্ব্বরি ! তোমার কাছে ঢালিয়া হৃদয়,
হাসিয়াছি, কাঁদিয়াছি,
মরিয়াছি, বাঁচিয়াছি,
দহিয়াছি, সহিয়াছি, [illegible]
শর্ব্বরি ! কহ না তুমি কেন ভালবাসি

১০

তব অন্ধকারে, সখি, খুলিয়া হৃদয়,
দেখেছি অন্তরান্তরে,
নিত্য যে বিরাজ করে,
দেখিয়াছ তুমি সেই কৃপণের ধন,
হৃদয়বাসিনী মম জীবন-জীবন।

১১

দেখিয়াছ তুমি সেই মার্জ্জিত কুন্তল,
সুকুন্তল কিরীটিনী,
প্রেমের প্রতিমাখানি,
আচরণ বিলম্বিত নীল কেশ [illegible]
দেখিয়াছ কহ তারে, [illegible] ভালবাসি

১২

সে কেশ আঁধারে সেই রূপ কহিনু,
সে বদন—চন্দ্র ? না না,
সে আনন—পদ্ম ? তা' না,
পদ্মরাগে পূর্ণচন্দ্র মণ্ডিত মধুর।
প্রসন্ন সজল নেত্র, হায়, তৃষ্ণাতুর।

১৩

এ হৃদয়ে, নিশীথিনি ! জাগ্রতে নিদ্রায়,
সেই দৃষ্টি-সুধাদান,
মাতিয়া বিমুগ্ধ প্রাণ,
করিয়াছে, সেই দৃষ্টি স্নিগ্ধ সুশীতল ;—
কেন ভালবাসি, নিশি, বুঝিলে সকল ?

১৪

জীবন, যৌবন, আশা কীর্ত্তি, ধন, মান,
তৃণবৎ ঠেলি' পায়
আছিনু উন্মাদপ্রায়
যা'র কাছে ; হায়, তা'র মন বুঝিবারে
সে কি জিজ্ঞাসিল কেন ভালবাসি তারে ?

১৫

তুমি পত্র, তুমি চিত্র—সর্ব্বস্ব আমার
অক্ষরে অক্ষরে পত্রে,
রেখায় রেখায় চিত্রে,
কত জিজ্ঞাসিয়া, কত কাঁদিয়াছি, হায় !
কেন ভালবাসি, আহা, বল না তাহায় ?

১৬

কেন ভালবাসি, প্রিয়ে, বলিব কেমনে,
কোথা আমি, কোথা তুমি,
মধ্যে এই মরুভূমি
নির্ম্মম সংসার,—কিসে শুনিবে সুন্দর
হৃদয়ে হৃদয়ে যা'র সম্বন্ধে উত্তর ।

২০

কপোত কপোতী মত মুখে মুখ দিয়া,
তরুলতা আলিঙ্গিয়া
বসিবে, চঞ্চল হিয়া
নাচিবে, [illegible] চাহিয়া তোমায়,
কেন ভালবাসি, ক'বে নীরব ভাষায়।

২১

পারিবে না ? ভীম রবে পশিবে তথায়
সংসারের কোলাহল ?
অতল জলধিতল
অগম্য তাহার—চল পশিগে তথায়,
কেন ভালবাসি, প্রাণ ! কহিব তোমায়।

২২

না পার ; দাঁড়াও তুমি সংসার বেলায়,
প্রেমের প্রতিমা খানি,
দেখিতে দেখিতে আমি,
ডুবিব, ঢাকিবে যবে নীল অম্বুরাশি
চাহিও, বুঝিবে, হায়, কেন ভালবাসি।

প্রেমবারি সুশীতল,
করিতেছে টল টল,
কিন্তু না ছুঁইতে বারি মোহের সঞ্চার
হইল, পিপাসা মম পূরিল না আর।

৪

সেই মোহ-স্বপ্নে,
হায়রে, ত্রিদিব-শোভা হইল বিকাশ,
শতচন্দ্র প্রকাশিল,
শত সিন্ধু উছলিল,
শত অপ্সরার কণ্ঠে সঙ্গীত ভাসিল,
সঞ্চিত সৌরভে, সখে! হৃদয় ভরিল।

৫

হইনু উন্মত্ত আমি; শিরায় শিরায়
ত্রিদিব-মদিরা যেন কে দিল ঢালিয়া,
মাতিল পাগল প্রাণ,
হায়! হারাইনু জ্ঞান,
শতচন্দ্র করে স্নাত আকাশের পানে
চাহিলাম; কি দেখিনু? (নাহি সহে প্রাণে
ধর চাপি' বক্ষ মম, কল্পনাও তা'র
করিতেছে চিত্তে [illegible] মোহের সঞ্চার।)

৬

দেখিলাম অনর্গল গগনের দ্বার
আঁধারিয়া শতচন্দ্র, জ্যোৎস্নার হার
নামিতেছে ধীরে ধীরে হৃদয়ে আমার।
কি মূর্ত্তি! কি শোভা!
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, হায়! কত রূপান্তর,
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, হায়! রূপের সাগরে
কত লহরী সুন্দর।

৭

কিন্তু সেই রূপরাশি,
কোমল পর্য্যঙ্ক-অঙ্কে চিত্রিত নিদ্রায়,
মরি কি অপূর্ব্ব চিত্র! মুক্ত কেশরাশি
পড়েছে অসাবধানে শয্যা-উপাধানে,
কাননের ছায়া যেন জ্যোৎস্নার গায়ে।
শোভে কেশাধারে সেই অতুল বদন,
অস্তগামী-পূর্ণশশী সিন্ধু নীলিমায়!

৮

কিন্তু, প্রিয়তম!
সঞ্জীবনী সুধাপূর্ণ সেই পদ্মানন;
আকর্ণ বিশ্রান্ত সেই বিস্তৃত নয়ন

আবৃত নিদ্রায় ; সেই চারু রক্তাধর
জীবনের মদিরায় সিক্ত নিরন্তর ;—
(সেই মদিরার স্মৃতি
এখনো করি'ছে মম সবশ অন্তর !)

৯

অতুল সে ভুজবল্লী ; বক্ষঃ অনুপম—
পার্থিব ত্রিদিব ! যেন চারু শিল্পকর
অতরল জ্যোৎস্নায় করেছে গঠন,—
মরি মনোহর !
সর্ব্ব শেসে—বলিব না, বলিব কি ছাই,
যাহার তুলনা নয় চক্ষে দেখি নাই—
সেই বর্ণ,—যেই বর্ণ নয়নের জ্যোতি,
মম জীবন-আলোক,
কত দীর্ঘ বর্ষ যাহা জাগ্রতে, নিদ্রায়,
করেছে হৃদয় মম বিভাসিত, হায় !—

১০

সেই বর্ণ, না না, সখে ! পারিব না আমি
চিত্রিতে তোমার কাছে,—
সে যে বর্ণ, চক্ষে মম জীবন্ত জ্যোৎস্না,
দেখি নাই ইহ জন্মে,—দেখিতে পা'ব না।

কিন্তু সেই রূপরাশি, নয়ন, বরণ,
দেখেছি দেখেছি যেন হইল স্মরণ।

১১

(দাও, সখে! সুরাপাত্রে, ওই বিষবারি,
নিবাই স্মৃতির জ্বালা,
তুমি মূর্খ!
নিষ্ঠুর হৃদয় তব,
নাহি কর অনুভব,
সুরাপাত্র, হায়! কত সন্তাপসংহারী?)

১২

কিম্বা আন তীক্ষ্ণ ছুরি দেখাই তোমারে,
এ নহে প্রথম, হায়!
দেখিনু সে প্রতিমায়,
আন ছুরি চিরি' বক্ষঃ দেখাই তোমারে;
আন ছুরি চিরি' বক্ষ,
দেখাই স্মৃতির কক্ষ,
এ মূর্ত্তির প্রতিমূর্ত্তি, গোপনে, আদরে
রাখিয়াছি কতকাল অন্তর-অন্তরে।

১৩

গোপনে প্রণয়-পুষ্পে, নয়নের জলে,
পূজিয়াছি কতকাল হৃদয়বাসিনী ;
প্রতিদিন বলিদান,
দিয়াছি হৃদয় প্রাণ,—
আত্মঘাতী পূজা ! হায় ! তথাপি কখন
দারুণ যন্ত্রণা কেহ করেনি দর্শন ।

১৪

জানিতাম,
হায়রে, পাষাণময়ী দেবতা আমার,
মানিতাম
নন্দন কুসুমে শত উপাসক তা'র,
পূজিতেছে নিত্য নিত্য বৈকুণ্ঠে তাহারে ।
তবে কেন এই পূজা, আত্ম-বলিদান ?
নাহি জানিতাম, সখে ! কিন্তু জানিতাম—
(দাও সুরাপাত্র, হায় ! বলিব এখন)
এই উপাসনা মম জীবন মরণ !

১৫

আজি, সখে ! সেই
জীবনের আরাধনা, তপস্যার ফল,

দেখিলাম নামিতেছে ত্রিদিব হইতে
আমি ভকত হৃদয়ে।
কাঁপিলেক থর থর,
এই ভগ্ন কলেবর,
অজ্ঞাতে দক্ষিণ কর হ'ল প্রসারিত,
ফলিল তপস্যা, দেবী পাইল সম্বিত।

১৬

"প্রাণনাথ!—
জীবন সর্ব্বস্ব মম!—জীবন আমার!—
আমার জীবন!
দেখিতেছিলাম আমি স্বপনে তোমারে।"
কহিল মধুরে কর্ণে।
"প্রাণময়ি! প্রেমময়ি! তপস্বী তোমার।"
পড়িনু চরণ-প্রান্তে; মনে নাহি আর।

১৭

পোহাল শর্ব্বরী,
প্রভাত-কাকলিসহ প্রভাত-সমীর
জাগা'ল আমারে, সখে! পাইনু চেতন,
কিন্তু কোথা, সখে! মম তপস্যার ধন?
এ জনমে তাঁরে আমি পা'ব কি আবার?
কেন হেন সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিল আমার!

১৮

স্বপ্ন !—না না, সখে,
এই সুখ স্বপ্ন যদি ? জীবনে আমার
কোথায় প্রকৃত সুখ ?
আমার জীবনে আমি,
এই এক সুখ জানি,
স্বপন বলিলে তা'রে কাটিবে যে বুক।
নিষ্ঠুর কালের স্রোত ! সর্ব্বস্ব আমার
লও ভাসাইয়া তুমি, তাহে ক্ষতি নাই,
এই মুহূর্ত্তটী মাত্র আমি ভিক্ষা চাই।

১৯

ছাড় কর, প্রিয়তম !
ছাড় কর, দাও ওই তীক্ষ্ণ ছুরি খানি,
সর্ব্বস্ব অর্পণ করি,
কালের চরণে পড়ি,
সেই মুহূর্ত্তটী আমি ভিক্ষা মাগি' আনি

২০

আবার পাষাণ খানি চাপিয়াছে বুকে,
আবার দারুণ জ্বালা জ্বলিল আমার,

হুহু করিতেছে প্রাণ,
সংসার শ্মশান জ্ঞান,
কি পিপাসা! আন সুরা, আন বিষ, ছুরি,
নিবাই দারুণ জ্বালা—যন্ত্রণা পাসরি!

কি করি।

১

কি করি? জিজ্ঞাসি কা'রে কে দিবে উত্তর?
জাগ্রতে নিশ্বাসসহ,
বহে প্রশ্ন অহরহ,
অজ্ঞাতে নিদ্রায় উঠি স্বপনে সিহরি',
শুনি সনিশ্বাস প্রশ্ন—"কি করি, কি করি?"

২

কি করি ইহার? হায়! নাহি কি উত্তর?
স্বর্গ মর্ত্ত্য ধরাতলে,
পাতালে, জলধি-জলে,
জিজ্ঞাসিনু একে একে, কেহ দয়া করি'
দিল না উত্তর, তবে বল মা কি করি?

৩

নিষ্ঠুর নক্ষত্রলোক, নক্ষত্র—আলোকে
সাজাইয়া নীলাম্বর,
চন্দ্রমুখ মনোহর
বিকাশি' নীরবে, আহা। রহিল চাহিয়া,
কি করি কিছুত কই দিল না বলিয়া।

৪

এই চন্দ্রমুখ আর সেই চন্দ্রমুখ!
এই চন্দ্র শিলাময়,
এই চন্দ্রে বহ্নিচয়
জ্বলিতেছে, বহিতেছে স্রোতে নিরন্তর,
দূর হ'তে সেও যদি এত মনোহর!

আমার সে পূর্ণচন্দ্র অমৃত-আধার,
অমৃত অধরে ভাসে,
অমৃত নয়নে হাসে,
আমার সে পূর্ণচন্দ্র সুধার আকর,
আজি দূর হ'তে তবে কতই সুন্দর!

৬

কি করি? নিষ্ঠুর স্বর্গ দিল না উত্তর;
সুশ্যামল ধরাতল
খুলি' নিজ বক্ষঃস্থল,
দেখাইল কত বন, ভীষণ প্রান্তর,
শ্বাসিল সমীরে দীর্ঘ, দিল না উত্তর।

৭

বসুন্ধরে! যাহা ছিল—র'য়েছে তোমার
তথাপি এ দুঃখ তব,
হয় যদি অনুভব,
আমার কুসুম বন, কণ্টক কানন
হইয়াছে, মরুময় সুখের জীবন!

৮

কি করি' কেমনে সহি? তুমি পারাবার—
হায়! তুমি মহাবাতে,
ভীষণ তরঙ্গাঘাতে
গর্জ্জিতেছ মহামন্দ্রে বিদারি' গগন,
ক্ষুদ্র মানবের দুঃখ শুনিবে কখন?

৯

হায় রে, সসীম তুমি—তুমি পারাবার,
অসীম মানব মন,
করে যদি বিলোড়ন,
মানসিক ঝটিকায়, নাহি তব জ্ঞান,
কি ভীষণ দৃশ্য সেই নির্ঘাত তুফান !

১০

কাঁদি' ভীমকণ্ঠে তুমি যাতনা তোমার
নিবারহ, অম্বুনিধি !
দারুণ সংসার বিধি,
নাহি দিবে সেই শান্তি আমায় কখন,
একই ভরসা মনে নীরব রোদন ।

১১

বাসুকি পাতালে তুমি, সহস্র ফণায়,
ধরিয়াছ এক ধরা ;
তুচ্ছভার বসুন্ধরা...
নিরাশ জীবন সঙ্গে তুলনা তাহার ?
এক ক্ষুদ্র ধূলাসহ তুলনা ধরার ?

১২

কাতর এ তুচ্ছ তারে দিলেনা উত্তর ?
শত দন্তে চিরি' বুক,
একাধারে কত দুঃখ,—
চন্দ্রের আগ্নেয়গিরি,—ধরার কানন,
সমুদ্র-তরঙ্গ-ভঙ্গ, কর দরশন।

১৩

কিন্তু নাহি সহে আর, কি করি এখন,
কত কাল স'ব বল,
হায়! এই তীব্রানল,
স্মৃতির সহস্র শিখা,—সংসার নির্জ্জন,
কণ্টকিত, রক্তীকৃত, করিবে জ্বলন।

১৪

অতৃপ্ত প্রেমের এই ঝটিকা-সংগ্রাম,
কত কাল স'ব আর,
হায়! এই গুরু ভার—
[illegible]
[illegible]

১৫

যদি কা'র তরে, বল' সে কি কার তরে ?
ওই আশা মৃদুস্বরে,
উত্তরি'ছে—"তা'র তরে,
যা'কে তুমি প্রেম প্রাণ করেছ অর্পণ
প্রতিদানে প্রেম প্রাণ দিয়াছে যে জন।"

১৬

কিবা দান প্রতিদান ! কিবা বিনিময়
হায়, এই ধরাতলে,
এই এক সুখ ফলে,
যে দিয়াছে, যে পেয়েছে দুই পুণ্যবান ;
কোথা স্বর্গ ? তাহাদের স্বর্গ ধরাধাম।

১৭

হেন স্বর্গ ফলিয়াছে অদৃষ্টে আমার,
যা' দিয়েছি অতি ক্ষুদ্র,
যা' পেয়েছি, সে সমুদ্র,
দিয়ে এই তুচ্ছ প্রাণ, প্রেয়সি আমার,
পেয়েছি অমূল্য নিধি—প্রণয় তোমার।

১৮

তুমি যা'রে, প্রিয়তমে ! বলেছ তোমার,
তোমারে যে এ সংসারে,
আমার বলিতে পারে,
ধরাতলে সেই সুখী, সেই ভাগ্যবান্,
মানব-জীবন তা'র নন্দন উদ্যান।

১৯

[illegible] কেন কি করিব ? আমি দীনহীন,
হায় রে অমূল্য নিধি,
দিয়েও দিল না বিধি,
স্বপ্নরাজ্যে ভিন্ন নাহি হ'বে দরশন ;
"কি করি, কি করি" তাই ভাবি অনুক্ষণ ?

২০

হায়। হেন রত্নহার পরিয়া গলায়,
না পারিনু সগরবে,
ধাঁধিতে বিস্মিত ভবে,
জগত করিতে আলো রূপের প্রভায়,
"কি করি, কি করি"—তাই ভাবি কি [illegible] ?

২১

শোভিবে না সেই রত্ন গলায় আমার,
নাহি চাহি দরশন,
নাহি চাহি পরশন,
একবার বল, প্রিয়ে ! তুমি কি আমার,
ধরাতলে আমি কিছু নাহি চাহি আর।

২২

কি করিব ? আজি যথা দৃষ্টির সীমায়
জলধি হৃদয়ে, হায় !
স্থাপিয়াছে পূর্ণিমায়
নবোদিত পূর্ণশশী, সুচারু জ্যোৎস্নায়
বিভাসি' অনন্তব্যাপি-সিন্ধু নীলিমায়।

২৩

আশার সুদূর প্রান্তে তেমতি তোমায়
স্থাপিয়া, জীবন মম,
এই নীলসিন্ধু সম,
বনসিন্ধু সুখ-দুঃখ তরঙ্গ নিচয়,
[illegible] তব প্রতিবিম্ব [illegible]।

২৪

জ্বলিবে, নিবিবে ঊর্ম্মি, হাসিবে, নাচিবে
সেই প্রতিবিম্ব-তলে,
অনন্ত আশার জলে,
সেই নৃত্য, সেই ক্রীড়া, দেখিয়া দেখিয়া
আশাজলে দেহতরী দিব ভাসাইয়া।

শান্ত সাগর।

১

নিবেছে অনল?—নিবেনি এখন,
কে নিবা'বে বল,—নিবিবে কেমনে?
সপ্তশত বর্ষ জ্বলিছে এমন,
কত শত বর্ষ জ্বলিবে কে জানে?
যেই দিকে দেখি,—এই মহানল!
কোথায় ভারত?—অনন্ত শ্মশান!
শ্মশান—শ্মশান—শ্মশান কেবল!
রাবণের চিতা, লঙ্কার প্রমাণ।

২

ঢাল যদি সপ্ত মহাপারাবার,
এ অনল নাহি হইবে নির্ব্বাণ;

সেই চাপাইয়া হিমাদ্রির তাহার,
যা'রে ভস্ম হ'য়ে তৃণের সমান।
দুঃখিনী কমলে! কেন উদাসিনী
বৃথা নেত্রবারি কর বরিষণ;
নয়নের জলে জান না, তাপিনি,
এ প্রচণ্ড শিখা হ'বে না ধারণ।

৩

এই মহা-অগ্নি, ভীষ্মের পিপাসা,
ভৃঙ্গারের বারি উপহাস তা'র;
ধরিয়া গাণ্ডীব,—ভারতের আশা!—
ভারত-হৃদয় করহ বিদার;
ভোগবতী গঙ্গা ভীম-প্রবাহিনী
অন্তঃস্তল হ'তে উঠিবে হুঙ্কারি',
নিবা'বে শ্মশান শক্তি-স্রোতস্বিনী,
জুড়া'বে ভারত অমৃত সঞ্চারি'।

৪

না পার,—বসিয়া এ মহাশ্মশানে
বিংশতি কোটিক শবের উপর
এ [illegible] হাহাকার মাঝে,
[illegible] স্তর।

ঘোর অমাবস্যা প্রগাঢ় তিমিরে,
আচ্ছন্ন ভারত, নীরব এখন,
শ্মশান-অনল গর্জ্জিছে গম্ভীরে,
হাহাকার শব্দে স্বনিছে পবন!

৫

আর্য্য-বীর্য্য-ভস্ম মাখি' কলেবরে,
স্মৃতি-মহামালা জপ অনিবার,
"দেহি মে ভৈরবি!"—ডাক উচ্চৈঃস্বরে,
সাধ মহামন্ত্র—ভারত-উদ্ধার।
যত বিভীষিকা করিবে দর্শন,
ব্রহ্মাস্ত্র-গর্জ্জন, পাশ-ঝনৎকার,
মস্তক উপর সনন্ সনন
খেলিবে বিজলি শত তরবার।

৬

কি ভয়?—আবার হৃদয় ভরিয়া,
কর উদ্দীপনা-মহাসুরা পান,
করতালি দিয়া, নয়ন মুদিয়া,
কর বীরাচারে মহাশক্তি ধ্যান;—
"করাল বদনা, নৃমুণ্ড-মালিনি,
লেলিহান জীহবা-রুধিরে লোহিত,

উর মা শ্মশানে শ্মশা...[illegible]সিনি,

...ক-দ্বন্দ্ব গলক্রুধির চর্চ্চিত।

৭

"মহামেঘ প্রভা! কর বরিষণ

মহাবারিধারা জ্বলন্ত শ্মশানে।

...[illegible] আবার সাধনা ধন

...[illegible] রত্নরাশি এই মধ্যস্থানে!

সদ্যচ্ছিন্ন আর নাহে ওই শির,

কি লাজে ধর মা! দাও ফেলাইয়া

খরশাণ খড়্গে মলিন রুধির,

সদ্যরক্তে পুনঃ লও শাণাইয়া।

৮

ঘোরাকারে, মাতা, ছাড়িয়া হুঙ্কার

মহারৌদ্রী রূপে হও অধিষ্ঠান,

নাচ রণরঙ্গে, নাচ আরবার,

দেখুক নয়নে তাঁর সন্তান!

যেই বীরদর্পে ক্ষিতি টলমল,

দেখি মহারুদ্র দিলেন পাতিয়া

হিমাদ্রি সদৃশ হৃদয় অটল,—

[illegible]

৯

"অভয় বরদ,—অধ-ঊর্দ্ধ-কর
শোভিছে দক্ষিণে ভারতের তরে ;
দেহ, মা, অভয়, হায় ! নিরন্তর
নিবসি শ্মশানে সভয় অন্তরে।
প্রচণ্ড অনলে কতকাল, হায় !
জ্বলে আর্য্যজাতি কাল-নির্ব্বিশেষ,
একি অভিশাপ ! তথাপি ধরায়
হতভাগা জাতি হ'ল না নিঃশেষ।

১০

"অনন্ত জীবন, অনন্ত দাহন,—
কতকাল সবে ভারত দুঃখিনী ?
মরে না, বাঁচে না· জীবনে মরণ;
অর্দ্ধমৃতা, অর্দ্ধদগ্ধা অভাগিনী !
তুমি, মা বরদা, দেহ এই বর,—
নিঃশেষি' জীবন নিবুক শ্মশান;
কিম্বা চিতানল নিবাও সত্বর;
মৃতকল্প দেহে কর প্রাণ দান।

১১

"চঞ্চল ধমনী—উঠুক উছ'লি,
নব বরষার জাহ্নবী যেমন;
স্থির রক্ত-স্রোতে ছুটুক বিজলি,
'জয় মা ভৈরবি!'-উঠুক গর্জ্জন।
ফলিয়াছে সব-সাধন তোমার,
নয়ন মেলিয়া দেখহ কল্পনা;
ভারত-শ্মশানে আজি আরবার;
কি ভীষণ নৃত্য, কি ঘোর বাজনা।

প্রতি ঘরে ঘরে—শ্মশানে, শ্মশানে,
মহাবিবু দিনে, মহাশক্তি ওই
নাচি'ছে রঙ্গিণী সরুধির-কৃপাণে,
গর্জ্জি'ছে সায়র্থ 'মাভৈর্মাভৈঃ'।
নিবিড় নিশীথে ঘোর অন্ধকারে
ধূম-পুঞ্জ মাঝে নাচে ভয়ঙ্করী,
বিবরে হইতে অনল হুঙ্কারে,
মহাকালী মূর্ত্তি, উগ্রা দিগম্বরী।

১৩

বাজে জয় ঢাক ঘন ঘোর রোলে,
শঙ্খ ঘণ্টা, কাঁসা ভীষণ আরাবে,
কভু শূন্যে ভীমা, কভু ধরা-কোলে,
রক্তারক্ত অঙ্গ নর-রক্তস্রাবে!
নর-কর কাঞ্চি কটিদেশে বাজে,
নর-মুণ্ড মালা দুলিছে গলায়;
রুধির-আধার এক করে সাজে,
অন্য করে তীব্র কৃপাণ খেলায়।

১৪

ভারত-সন্তান! দেখ না মাতার
লোলজিহ্বা শুষ্ক, শুষ্ক রক্তাধার,
দেখ বাম কর করিয়া প্রসার,
সদ্য উষ্ণ রক্ত মাগে বারম্বার।
নাহি কি ভারতে হেন বীরাচারী,
আপনার বক্ষ করি' বিদারণ,
করে, জননীর পিপাসা নিবারি',
ভারত-শ্মশানে শক্তি আরাধন?

যাই।

যাই,—

ফাটিল হৃদয়, ফাটি' আগ্নেয় ভূধর,
হায় রে! হইল শেষে, হইল নির্গত,
"যাই" কথা তীব্রানল; প্রাণের ভিতর
জ্বলিল নির্ব্বাণ-বহ্নি জনমের মত।

যাই,—

মেঘরূপী যেই কাল অদূরে দেখিয়া,
উঠিতাম সুখ-স্বপ্নে উভয়ে শিহরি',
মস্তক উপরে সেই জলদ আসিয়া,
প্রহারিল বজ্র, ওই "যাই" ধ্বনি করি'।

যাই,—

যেই ভুজঙ্গের কথা ভাবিয়া অন্তরে,
হায় রে! হইনু, প্রিয়ে! কাতর এমন,
সেই কালসর্প—সেই তীব্র বিষধরে—
যুগল হৃদয়ে, হায়, করিল দংশন।

যাই,—

হায় রে, সুখের দিন, সুখের শর্ব্বরী
পশিল, প্রেয়সি! ওই স্মৃতি-সাগরে,

অনন্ত বিচ্ছেদ-শিখা ওই ভয়ঙ্করী,
হইতেছে প্রজ্জ্বলিত পূরব অম্বরে।
যাই,—
প্রভাতিছে সুখ-নিশি, এ প্রভাতে আর
আনিবে না পুষ্পোদ্যানে তপস্বী তোমায়।
প্রভাত-কিরণ-জালে হাসিবে আবার,
পুষ্পবন, পুষ্পময়ী মূরতি তোমার।
যাই,—
কিন্তু সেই সমুজ্জ্বল কুসুম-উদ্যানে
দেখিবে না আর তুমি,—অতৃপ্ত নয়নে
নবীন স্তাবক তব চাহি' তব পানে,
সমুজ্জ্বল-মুখ, তব রূপের কিরণে।
যাই,—
চুম্বিবে প্রভাতানিল উদ্যান কুসুম,
চুম্বিবে কুসুমশ্রেষ্ঠ তোমার বদন;
চুম্বিবে তোমার,—ছাড়ি' উদ্যান প্রসূন—
অনন্ত অমৃতপূর্ণ অধর, নয়ন।
যাই,—
কিন্তু সে প্রভাতানিলে করিবে না আর
আমার হৃদয়ে সেই সুধা বরিষণ,

বহিত যে, হায়! মম আনন্দ অপার,
সুদীর্ঘ নিশ্বাস এবে করিবে বহন।

যাই,—

নদী-বক্ষ হ'তে যবে রূপের লহরী
ছড়া'য়ে যাইবে, প্রিয়ে! দেখিবে না আর
বসিয়া যুবক এক ধৈর্য্য পরিহরি'
নিরখিতে সদা স্নাত বদন তোমার।

যাই,—

বসি' কাছে তরু তলে, দেখিবে না আর
উন্মত্ত যুবক কেহ হাসিতে কাঁদিতে;
শুনিয়া মধুর কণ্ঠে আবৃত্তি তোমার
অচল হৃদয়ে সুখ সাগরে ভাসিতে।

যাই,—

সেই সুখ,—করে কর, নয়নে নয়ন,
থেকে থেকে মুখে মুখ, অধরে অধর,
মদালস চারি চক্ষু স্থির সম্মিলন,
নয়নে নয়নে কথা,—সঙ্গীত সুন্দর।

যাই,—

অকৃত্রিম প্রণয়ের এই অভিনয়
ফুরাইল; ফুরাইল হায়! রে! আবার

জীবনের এই অঙ্ক মাদকতাময়,
বিষাদ তরঙ্গ ওই সম্মুখে আবার।
যাই,—
বন হ'তে বনান্তরে,—জাহ্নবী হৃদয়ে
চঞ্চল তরঙ্গে চল গোলাপ সকল,
বেড়াইবে যবে, স্থির অনিমিষে, হায়!
পড়িবে না নেত্র মম চুম্বিয়া চরণ।
যাই,—
সায়াহ্নে সরসী তীরে, অথবা কাননে,
দেখিবে না সেই যুবা বিহ্বল হৃদয়,
সন্ধ্যালোকে বন-শোভা না দেখি নয়নে,
দেখিতে তোমার মুখ চারু শোভাময়।
যাই,—
আসিবেক সন্ধ্যা, কিন্তু আসিবে না আর
সেই সুখ সন্ধ্যা মম, বহিবে সমীর,
কিন্তু সেই সন্ধ্যানিলে পাবে না তোমার
সুরভি-নিশ্বাস মম ইন্দ্রিয় অধীর।
যাই,—
বসি' জ্যোৎস্নায় স্নাত রজত প্রাঙ্গণে,
জ্যোৎস্না-রূপিণী তুমি হাসিবে যখন,

জ্যোৎস্না-সাগরে, নাহি দেখিব নয়নে,
হায় রে ছুটিবে যেই লহরী তখন।
যাই,—

হায় রে, নিশীথে সেই শঙ্কিত অন্তরে,
চুম্বন, রোদন, প্রতিরোদন, চুম্বন;
হৃদয়ে হৃদয়ে কথা, অস্ফুটিত স্বরে
প্রাণপূর্ণ সম্ভাষণ, প্রতিসম্ভাষণ।
যাই,—

হ'বে সব স্বপ্ন; কিন্তু অধরে অধরে
যে মদিরা, প্রেমময়ি! করিয়াছি পান,
তরল বিদ্যুৎ মত পশি'ছে অন্তরে,
শোণিতে শোণিতে তাহা র'বে বিদ্যমান
যাই,—

পোহাই'ছে নিশি, যাই, বিদায় এখন;
প্রকৃতির নিষ্ঠুরতা বুঝিতে না পারি;
দুইটী জীবনে করি মধুর সমাগম,
কি ফল তা'দের চক্ষে প্রভাত সঞ্চারি!
যাই,—

আমার জীবন, প্রিয়ে! তমিস্রা রজনী,
তব দরশন তাহে জ্যোৎস্না-সঞ্চার,

অস্ত যায় সে জ্যোৎস্না, আমি প্রণয়িনি!
করিয়া জীবন মম আঁচর অন্ধকার।

গাই,—

আর কেন, রাখি' বুকে কমল বদন,
কেন, অশ্রু তরলাগ্নি ঢালি'ছ হৃদয়ে?
শুনি'ছ কি হৃদয়ের ঝটিকা-গর্জ্জন?
শুন তবে, চক্ষে যাহা দেখিবার নহে।

গাই,—

ওই দেখ, পূর্ব্বাকাশে আলোক-লহরী
ছড়াই'ছে ঊষা ওই পোহায় যামিনী;
এরূপে কি হায়! মম বিষাদ-শর্ব্বরী
পোহাইবে আশাময়ী ঊষা সুহাসিনী।

গাই,—

এস বুকে,—আহা! তৃপ্তি হ'ল না আমার;
আন ছবি, চিরি' বুক বুকের ভিতরে
রাখি ওই মুখখানি, প্রতিমা তাহার
অঙ্কিত হ'লে মুদ্রিত চির হইবে অন্তরে।

যাই,—

প্রিয়তমে!—প্রেমময়ি!—জীবন আমার।

তোর মুখ,—চাও প্রিয়ে!—একবার চাই

একটী চুম্বন,—চিত্ত ভরিল আমার;

বিদায় জন্মের মত,—যাই তবে,—যাই।

PRINTED BY ASHUTOSH GHOSE & CO. AT THE ALBERT PRESS,
57, Mechuabazar Street,—CALCUTTA.